অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

বা

হরিনামের মাহাত্ম্য

গীতাভিনয় ।

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

(হরিনামের মাহাত্ম্য)

(বহু যাত্রাদলে ও আর্য্য নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক
কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত।)

"গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষং
দোষান্বিত গুণীগুণং বিহায় দোষং
বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধস্পর্কবিহায়
ত্যক্তাপয়ো রুধিরমেব ন কিং জলৌকা "

পাতুলনিবাসী

নাট্যবিনোদ ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল

প্রণীত

(পঞ্চম সংস্করণ।)

কলিকাতা,

জোড়াসাঁকো ৩নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, পুস্তকালয় হইতে
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং প্রকাশিত।

১৩২৫

মূল্য ১৵০ মাত্র

CALCUTTA.

PUBLISHED BY PAUL BROTHERS & Co.

SOLE-PROPRIETOR MR P. C DEY.

7 Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko.

PRINTED BY K. C. DEY.

Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, Calcutta.

1918.

উৎসর্গপত্র

বিদ্যোৎসাহী

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে

হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্বরেষু —

আপনার কৃত উপন্যাসগুলি এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে আমিও আন্তরিক তৃপ্তির সহিত তৎসমুদয় পাঠ করিয়াছি, এবং আপনার যশঃ আজ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত; আপনি সুলেখক বলিয়া আজ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সমাদৃত এবং ঔপন্যাসিকের উচ্চ আসনাসীন; এ গৌরব আমি আপনার অপেক্ষা আন্তরিক আনন্দের সহিত অনুভব করি। আপনার ঐকান্তিকতায় এবং আগ্রহে আজ আমার এই "জমিদারের বৈকুণ্ঠলাভ" গীতাভিনয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল, অতএব কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে সাদরে সমর্পণ করিলাম

১লা আশ্বিন,
১৯০২ সন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল

ভূমিকা।

কিছুদিন পূর্ব্বে মদ্বিরচিত "নাগযজ্ঞ" নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল সেই গ্রন্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই আশা করি, আমার এই দ্বিতীয় উদ্যম "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ" বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অনাদৃত হইবে না, এবং যাঁহারা একদিন আমার নাগযজ্ঞ কৃপাস্নেহনেত্রে দেখিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের নিকটে আমার এই বর্ত্তমান গীতাভিনয়খানিও সেইরূপ ভাবে পরিদৃষ্ট হইবে বলা বাহুল্য, সাধারণের উৎসাহ পাইলে আমার অন্যান্য অপ্রকাশিত গীতাভিনয়গুলিও ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইব আপাততঃ "কার্ত্তবীর্য্য-সংহার বা পরশুরামের মাতৃহত্যা" নামক আর একখানি নূতন গীতাভিনয় ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিল সম্ভবতঃ মাসেক সময়ের মধ্যে তাহাও পুস্তকাকারে পাঠকবর্গের গোচরীভূত হইবে

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ এবং কার্ত্তবীর্য্য-সংহার গীতাভিনয় দুইখানি অদ্যাপি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বহু যাত্রাদল কর্তৃক অভিনীত হইতেছে; এবং আমার পরমসৌভাগ্যক্রমে অভিনয়ের অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব আদরও হইয়াছে অনেক সৌখীন বা অবৈতনিক নাট্যসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত দুইখানি মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের জন্য আমাকে অদ্যাপি পত্র লিখিয়া থাকেন, কিন্তু এতাবৎকাল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত না থাকায় তাঁহাদিগের অভিলাষপূরণে সক্ষম হই নাই, সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে এই দুইখানি পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণের বন্দোবস্ত করিলাম "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ থিয়েটারেও অভিনীত হইয়াছিল, পুস্তক মধ্যস্থ যে সকল গানের পার্শ্বে অভিনয়োল্লিখিত কোন-না-কোন ব্যক্তির নাম লিখিত আছে, কেবল সেই গানগুলিই থিয়েটারে গীত হইত আর যে সকল গানের উপর কেবলমাত্র গীত বলিয়া লেখা আছে, কাহারও নাম লিখিত নাই, তাহা থিয়েটারে পরিত্যক্ত হইত। যাত্রাদলে সকল গানই গেয়

কলিকাতা;
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, জোড়াসাঁকো
১লা আশ্বিন ১৩০৯ সাল

গ্রন্থকারস্য।

অভিনয়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, নারদ, যম, যমদূত, বিষ্ণুদূত, ষড়রিপু প্রভৃতি

পুরুষগণ

অলোক ... সিদ্ধারণ্যবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ
অজামিল ... ঐ পুত্র
পুণ্ডরীক, সুদামা, লম্বোদর } অজামিলের বয়স্যগণ
পুরঞ্জন ... জনৈক পিতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-কুমার
জনার্দ্দন, ঘণ্টেশ্বর, তিল-ভাণ্ডেশ্বর } ব্রাহ্মণগণ
কুশী ... জনার্দ্দন পুত্র।
জয়সেন ... কান্যকুব্জরাজ।
ভৈরব, ভীমাক্ষ } দস্যুদ্বয়।
মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত প্রভৃতি

দেবীগণ

লক্ষ্মী, বনদেবীগণ, নিয়তিকুমারী, অপ্সরীগণ, প্রভৃতি

স্ত্রীগণ

অলেকা ... অলোকের পত্নী
রেণুকা ... অজামিলের পত্নী
অনুরাগ ... (মেনক)
মূর্ত্তিমতী মদিরা, জনৈক ব্রাহ্মণপত্নী প্রভৃতি



অজামিলের মৃতদেহ লইতে বিষ্ণুদূত ও
যমদূতের আগমন

(৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—১০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ।

প্রস্তাবনা।

কোলাহল পর্ব্বত।

নারদ।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

নারদ	অরে মূঢ় বীণ,	শেখ না শেখ না,
যা রে রসনা হরিনামে ভুলে।
শুধু শুক সম,	করি হরিনাম,
কি ফল মহিমা যদি না বুঝিলে॥
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি সিদ্ধি আদি,
অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলি যদি,
তবু না চিনিলি চিন্তামণি নিধি,
ডুবিলি কেবল ভ্রান্তির সলিলে
যা রে বীণে আর ধরিব না করে,
সাধিব না সাধে হরে কৃষ্ণ হরে,
"হরের্ণামহি কেবলং" বোলে,
কি ফল ফলে রে যদি কর্ম্ম ফলে

(গরুড়বাহনে বিষ্ণুর আবির্ভাব)

গীত।

রাগিণী পরজিয়—তাল কাওয়ালী।

বিষ্ণু। কেন আজি ঋষিবর ভ্রান্তিনীরে নিমগণ।
তত্ত্বজ্ঞান লুপ্ত হ'যে মোহধ্বান্তে কি কারণ।
বীণা ত্য'জ না ত্য'জ না,
বৃথা ভ্রমেতে ম'জ না,
সবলে ক'র না ত্বরা জ্ঞান-রজ্জু আকর্ষণ
* * *

নারদ হর হর দয়াময়,
দাসের দারুণ সংশয়,
জীবের মুক্তি উপায় কহ কিবা নারায়ণ
* * *

বিষ্ণু। অসার মোহের ছলে,
কেন যাও আত্ম ভুলে,
নামে মহামোক্ষ মিলে, নাম মুক্তির নিদান
* * *

নারদ। কলিযুগে জীবগণ,
পাপে রত অনুক্ষণ,
কত কাল ডেকে তোমা এড়াবে কাল-শাসন
* * *

বিষ্ণু পাপী তারা কোন-ছলে,
বারেক নাম উচ্চারিলে,
কালের কবল হতে, কোলে তারে দিই শুতে,
পতিত পাবন নাম পতিতে করি তারণ

(অন্তর্দ্ধান)

নারদ — একি একি!

কি শুনিনু, কি শুনালে হরি!
বৈকুণ্ঠের অধিকারী, মহাপাপাচারী
একবার তব নাম করি উচ্চারণ
পায় স্থান অন্তিমে অনন্তপদে।
নারায়ণ-নিরঞ্জন-রাজীবলোচন!
জ্ঞানাঞ্জনে বিকাশ নয়ন
ভ্রান্তমন!
মোহধ্বান্তে দিশেহারা আজি;
চপলের অপরাধ ক্ষম ছলময়।
সত্যময়,
তব বাক্যে জন্মিল সংশয়।
কোটীকল্প যুগ যোগে
যোগিজন যাঁর, ডাকিয়ে না পায় দরশন;
বারেক নামেতে তাঁর,
খণ্ডে পাপচয়,
পায় পাপী বৈকুণ্ঠে আশ্রয়
দয়াময়!
বাক্যে তব প্রত্যয় না হয়—
পরীক্ষায় জানিব নিশ্চয়,
মোক্ষময় নামের মাহাত্ম্য।
মনোহর মুরহর পুরুষ-প্রবর,
ক্ষমিও কিঙ্করে তব;
মূলাধার সকলের তুমি, হে মাধব!

[প্রস্থান।

(দেববালাগণের আবির্ভাব।)

গীত।

রাগিণী পিলু খাম্বাজ দাদ্‌রা

দয়াল হরির মধুর নামটী ত্যজ না ত্যজ না
নামের গুণে মনের ধাঁধা রবে না রবে না
মহাপাপী কদাচারী, একবার মুখে বল্‌লে হরি,
অমনি কোলে তোলেন হরি, ঘোচে পাপের যন্ত্রণা
তমঃ মোহ সকল ভুলে, একবার ডাক হরি বলে,
ডঙ্কা মেরে যাবে চলে যমের শঙ্কা রবে না

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রসভা।

ইন্দ্রের প্রবেশ, পশ্চাতে বিশ্বাবসুর প্রবেশ

ইন্দ্র একি! আমার অন্তর আজ সহসা পবন-বেষ্টিত বারির ন্যায় এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কিছুতেই যে শান্তিলাভ কর্‌তে পার্‌ছি না। কি করি! কোথায় যাই? কোথায় গেলে এ দারুণ অশান্তির হস্ত হ'তে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারি? প্রাণারাম নয়নাভিরাম নন্দন কাননে গেলেম, মনে কর্‌লেম উদ্যান-বিহারে এ মন-শ্চাঞ্চল্য অপনীত হবে, কিন্তু হায়! অমরাবতী-গৌরব নন্দন-কানন আজ যেন ভীষণ মানব-শ্মশান ব'লে প্রতীয়মান হ'ল সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল সেবন আজ যেন অনলস্পর্শের ন্যায় অনুভূত হচ্ছে

সুখস্পর্শ মন্দার স্তবক কুণ্ডলীকৃত কালফণীবৎ বোধ হচ্ছে। সুগন্ধি পারিজাত আঘ্রাণ—অতি তীব্র অতি তীব্র শচীর সহিত প্রেমালাপ না, না,—তাতেও তৃপ্তিলাভ করতে পারছি না সহসা এ মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ কি? কিছুই ত বুঝতে পারছি না দুর্বৃত্ত তারকাসুর বলদর্পিত হ'যে যেদিন ইন্দ্রত্ব হরণ করতে আসে সে দিনও ঠিক এইরূপ হয়েছিল তবে কি সত্য সত্যই কোন দৈত্য আজ আবার ইন্দ্রত্ব হরণ করতে আসছে? না, তাই বা কিরূপে সম্ভব বসুন্ধরা ত এখন একপ্রকার দৈত্যশূন্য বললেই হয়! তবে কি গোপনে কোন স্থানে কোন দৈত্য জন্মগ্রহণ ক'রে ব্রহ্মার নিকটে ইন্দ্রত্ব যাচ্ঞা করেছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কি সঞ্জীবনী-বলে বৃত্রাসুরকে পুনর্জীবিত করেছেন? না—দুর্বৃত্ত ত্রিপুরাসুর অমরত্ব হরণ মানসে পুনর্বায় অবনীতে জন্মগ্রহণ করেছে? কি হয়েছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখন কি করি, কেমন করে শান্তিলাভ করি অন্তর যেরূপ উদ্বিগ্ন হ'যে উঠেছে, তাতে নিশ্চই যে কোন স্থানে আমার কোন অশুভ সূচনা সূচিত হয়েছে, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাই হ'ক, আর ভাবতে পারি না, মস্তিষ্ক ক্রমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ওঃ! ইন্দ্রত্ব রক্ষ কি বিষম ব্যাপার!

বিশ্বা দেবরাজ! মূঢ় ও নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানবেই অলীক আশঙ্কায় অভিভূত হয়। ত' ব'লে আপনার কি সেই অনাগত অলীক আশঙ্কার কল্পনায় এতাদৃশ অশান্তিভোগ করা কর্ত্তব্য দুর্বৃত্ত দৈত্যগণ কখন কখন বলদর্পিত হ'যে ইন্দ্রত্ব হরণ করে বটে, কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? ভেবে দেখুন দেখি, কোন্ দৈত্য ইন্দ্রত্বলাভ ক'রে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পেরেছে শলভ যেরূপ জলন্ত পাবক শিখাকে ক্রীড়ার সামগ্রী মনে ক'রে তাতে ঝাঁপ দিয়ে শেষে তাতেই প্রাণ হারায়, সেইরূপ কাল পূর্ণ হ'লেই দৈত্যগণ ইন্দ্রত্ব

হরণ করতে আসে, শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। বিধাতা আপনাকে যোগ্যপাত্র ভেবে ইন্দ্রত্বপদ অর্পণ করেছেন। এ পদে আপনিই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তবে মধ্যে মধ্যে বাধ বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, এই মাত্র।

ইন্দ্র। যা বল্লে, সকলি জানি, দৈত্যগণ ইন্দ্রত্ব হরণ ক'রে অধিক দিন ভোগ করতে পারে না সত্য, কিন্তু মনে ক'রে দেখ দেখি, যে কয়দিন তার ইন্দ্রত্ব ভোগ করে, সে কয়দিন কি দুঃখেই আমাকে কালাতিপাত করতে হয়? দেবরাজ হ'য়ে স্বর্গপাট ছেড়ে সামান্য দীনের ন্যায় আমাকে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হয়। আর শচীর ত দুর্গতির কথাই নাই।

বিশ্বা। সত্য, দৈত্যভয়ে আপনাকে অনেক সময়ে স্বর্গপাট ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু এও ত ভাব উচিত, চিরসুখের অধিকারী এ জগতে কেহই নয়। ভেবে দেখুন দেখি, নারায়ণ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ পরিহার ক'রে কতবার মর্ত্ত্যের গর্ভযাতনা সহ্য করেছেন। সর্ব্বত্যাগী যোগী শঙ্করকেও এক সময়ে সতীর জন্য কাঁদতে হয়েছিল। তবে এর জন্য আর এত আক্ষেপ করেন কেন? আপনার মন কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছে; স্বভাবতঃ ওরূপ হয়েও থাকে। সম্প্রতি এই স্থানে উপবেশন করুন। আমায় আদেশ করুন, আপনার চিত্ত-বিনোদনার্থ সত্বর অপ্সরাগণকে এই স্থানে আহ্বান ক'রে আনি। তাদের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করলে বোধ হয় আপনার অনেকটা শান্তিলাভ হ'বার সম্ভাবনা।

ইন্দ্র। আচ্ছা, তবে তুমি সত্বর অপ্সরাগণকে এই স্থানে আহ্বান ক'রে আন।

বিশ্বা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) হুঁ, লোকে মনে করে, ইন্দ্র কতই সুখী, ইন্দ্রত্বপদ কতই সুখের! কিন্তু আমি ত এ পদে কিছুমাত্র সুখ দেখ্‌ছি না, বরং দুঃখই অধিক কখন কোন্ দৈত্য স্বর্গ জয় কর্‌তে আসে, কখন কে এসে ইন্দ্রত্ব হরণ করে, এই ভাবনাতেই নিরন্তর ব্যস্ত। সুখী হ'লেম কখন? এর চেয়ে বরং যে পর্ণকুটীরনিবাসী সামান্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেও শতগুণে নিশ্চিন্ত ও সুখী দেব, দৈত্য একই পিতা কশ্যপ হ'তে সম্ভূত। তবে আমাদের প্রসূতি অদিতি, দৈত্য প্রসূতী দিতি, এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু কেমনই বিড়ম্বনা! যেই কোন দৈত্য একটু বলবান্ হয়, অমনি আগে ইন্দ্রত্ব হরণ কর্‌তে আসে সুতরাং দেবদৈত্য সম্বন্ধ নিকট হ'লেও দ্বন্দ্ব কিছুতেই ঘোচ্‌বার নয়। বিধাতা আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেছেন আমি ইন্দ্র—দেবরাজ ত্রিদশ-ঈশ্বর; কিন্তু এ নামে মাত্র। কারণ কোন দৈত্য দিনকতক বিধাতার উপাসনা করলে, অমনি বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন হ'যে একবারে বর দিয়ে ব'সলেন, "যাও, য ইচ্ছা করগে।" আর পায় কে? সে অমনি তৎক্ষণাৎ আগে ইন্দ্রত্বটা হরণ কর্‌তে এল সকলেরই লোভ এই ইন্দ্রত্বটার উপর। এই ত আমার ইন্দ্রত্বপদের গৌরব। লোকে বলে যে, "শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পার্‌লে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়" আমি দেখ্‌ছি, সেটা সম্পূর্ণ ই ভ্রম কারণ যে-সে ত দিনকতক ব্রহ্মাকে ডাক্‌তে পার্‌লেই ইন্দ্রত্ব লাভের অধিকারী হয় মহারাজ সগর নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তাই শত অশ্বমেধ সম্পূর্ণ ক'রে, সেই ফলে ইন্দ্রত্ব লাভের কামনা করেছিলেন, তার চেয়ে বরং যদি তিনি দিনকযেক কেবল ব্রহ্মাকে ডাক্‌তে পার্‌তেন, তা'হ'লে তিনি অনায়াসেই আমাকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ইন্দ্র হয়ে বস্‌তে পার্‌তেন। ধিক্ আমার এ ইন্দ্রত্বে, ধিক্ আমার অমরত্বে, ধিক্ আমার এত সুখভোগে!

অপ্সরাগণকে লইয়া বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা দেবরাজ, এই অপ্সরাগণ এসেছে। এক্ষণে অনুমতি হয় ত নৃত্যগীতের দ্বারা আপনার চিত্ত বিনোদন করে।

ইন্দ্র আচ্ছা, আরম্ভ কর্‌তে বল

বিশ্বা (অপ্সরাগণের প্রতি) দেখ, দেবরাজের অন্তর আজ কিছু উদ্বিগ্ন আছে তোমরা সকলে উত্তম স্বর, লয়, তাল সংযোগে নৃত্যগীতের দ্বারা ওঁর চিত্ত বিনোদন কর; আশাতীত পুরস্কার পাবে।

গীত।

পুরবী মিশ্র—একতালা।

অপ্সরাগণ —দুরন্ত বসন্তে সখি বল কি করি উপায়।
উচাটন মন প্রাণ যেন সদা কারে চায়
বহিছে মলয় আপন মনে,
অনঙ্গ যেন চাপছে প্রাণে,
কোকিলের কুহুতানে হৃদয় খসিয়া যায়
থেকে থেকে খরতর,
হান্‌ছে মদন ফুলশর,
জর জর যৌবন বাঁচে কিসে অবলার

ইন্দ্র। বিমোহিত চিত মম এ সঙ্গীত শুনে,
ঢাল হৃদে ঢাল পুনঃ স্বরসুধাধারা
মাতাও পরাণ মম সুধাকণ্ঠিগণে

গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র জলদ্ একতালা

অপ্সরাগণ।—দুলে দুলে ফুলে ফুলে মলয় অনিলে,
সুরভি বিলায়

কোকিল-তানে কুসুমগন্ধে আকুল হৃদয়
করে অবলায়,—সরম সম্রাণে বল কত সয়
আবেশে বিভোরা হয়ে, ঢুলুঢুলু খসিয়া যায়,
পিয়া পরশ চায়, সরমে মরমে সয়,
বঁধুয়া বিনে উদাস প্রাণে—নিরাশ নয়নে,
বিধুবা রমণী বিমানের পানে ঘন চেয়ে রয়

(গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

গীত।

গৌরী—আলাপ।

নারদ — ভজ রে অলস মন কেশব-কেশিসূদন
পীতবাস পরমেশ কমলপলাশলোচন
নব নীরদগঞ্জন,
ভব-কলুষভঞ্জন,
রমাহৃদয়রঞ্জন নিরঞ্জন,—
দমন-শমন-ত্রাস ত্রিলোকতারণ

ইন্দ্র দেবর্ষে! আসুন আসুন

নারদ সুরনাথ! তুমি এখনও এরূপ নিশ্চিন্তে কাল হরণ করছ? ওদিকে যে ইন্দ্রত্ব যা'বার উপক্রম হয়েছে, তার উপায় কি করছ?

ইন্দ্র সে কি দেবর্ষে! কেন কেন, ইন্দ্রত্ব যাবে কেন? কি হয়েছে, সত্বর বলুন

নারদ। দেবরাজ! সুধু ইন্দ্রত্ব নয়, বুঝি ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত এবার লুপ্ত হয়।

ইন্দ্র। কি বলছেন কিছুই যে বুঝতে পারছি না কোন দুর্বৃত্ত দৈত্য কি আবার আমার ইন্দ্রত্ব হরণ করবার জন্য আগমন করছে?

অবনিতলে তারক ত্রিপুরাদির ন্যায় আবার কি কোন বিকেশকেশরা দৈত্য জন্মগ্রহণ করেছে ? না ভগবান্ পদ্মযোনী আজ হ'তে আর কা'কেও ইন্দ্রত্ব পদ অর্পণ করছেন ? কি হয়েছে শীঘ্র প্রকাশ করে বলুন আমার দারুণ সংশয় দূর করুন।

নারদ। দেবরাজ! যা অনুমান ক'রছ তা নয় তবে—

ইন্দ্র। তবে কে সে দুরাচার ? দানব না মানব, যক্ষ না রক্ষ, গন্ধর্ব্ব না কিন্নর ? কার এত স্পর্দ্ধা ? কে ইন্দ্রত্ব হরণ করবার প্রয়াসী ? কোন্ পতঙ্গ জলন্তপাবকে ঝম্পদানে উদ্যত ? কার কাল নিকটবর্ত্তী ? আমি এই দণ্ডেই এই প্রচণ্ড দম্ভোলি প্রভাবে তার সকল দম্ভ চূর্ণ করবো

নারদ। সুরেন্দ্র! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সে যক্ষ, রক্ষ, দানব, উরগ, গন্ধর্ব্ব কিংবা কিন্নর নয়, সামান্য মানব শিশু!

ইন্দ্র। কি, মানব! মানব শিশু আমার ইন্দ্রত্ব হরণ করবে ? কে সে মানব ? কোথায় থাকে ? তার নাম কি ? মানব মাঝে কি এমন বীর্য্যবান্ কেহ আছে, যে অনায়াসে ইন্দ্রত্ব হরণ করবার অভিলাষ করে ? আমি ইন্দ্র—ভীষণ কুলিশাঘাতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বৃত্রাসুরকে সংহার করেছি। সে কি বৃত্র হতেও দুর্দ্ধর্ষ—চণ্ড হতেও প্রচণ্ড, তারক হতেও সুদুর্জ্জয়, ত্রিপুর হতেও ভয়ঙ্কর ?

নারদ। না দেবরাজ! তা' নয় সে কন্দফলমূলাশী পর্ণকুটীরবাসী সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার

ইন্দ্র। ওঃ, এতক্ষণে বুঝলেম, আপনি আমার সহিত রহস্য করছেন

নারদ। না পুরন্দর! রহস্য নয় আমি সত্যই বলছি, সে সাধারণ ব্রাহ্মণকুমার নয় সামান্য জ্ঞানে তাকে উপেক্ষা ক'র না তবে শোন—মর্ত্ত্যে কান্যকুব্জের সিদ্ধারণ্যে অশোক ও অশোকা

নামে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতী আছে তারা পতিপত্নী উভয়েই অন্ধ। তাদের একমাত্র পুত্র অজামিল তাহাদের নয়নের মণি। সেই অজামিল অতীব মাতৃ পিতৃ-পরায়ণ তার তুল্য মাতৃ-পিতৃভক্ত পুত্র বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত জগতে কেহই জন্মগ্রহণ করেনি। তার খেলা ধূলা পিতার পুষ্পচয়ন, আনন্দ মাতাপিতার আহার্য্য সংগ্রহ, কার্য্য—মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষা, চিন্তা ধ্যান মাতাপিতার চরণ, আহার—দিবসান্তে একবারমাত্র মাতাপিতার পাদোদক মাতা পিতাই তার ইষ্ট দেব-দেবী একমাত্র মাতাপিতার সেবা ভিন্ন সে বালক আর কিছুই জানে না তার এইরূপ অসামান্য ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে অলোক ও অলোকা উভয়ে তাকে অভিলষিত বরদানে কৃতার্থ করতে মনস্থ করেছে এ কারণ সেই অন্ধ পতি-পত্নী সংযমান্তর আজ সপ্তদিবস হরি-আরাধনায় নিযুক্ত রয়েছে। কাল সেই বরদানের দিন কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তারা অজামিলকে অভিপ্সিত বরদান ক'রে জল গ্রহণ করবে অলোক বড় সামান্য ব্রাহ্মণ নয় তার তপোপ্রভাব অসামান্য সে অজামিলকে যে বরদান করবে, বিধি বিষ্ণুও তার অন্যথা করতে পারবেন না তাই জিজ্ঞাসা করছিলেম,—বল দেখি, অজামিল যদি ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে, তখন তুমি ইন্দ্রত্ব রক্ষার উপায় কি করবে ?

ইন্দ্র দেবর্ষে ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি এতক্ষণ আপনার কথার মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে পারি নাই এখন বুঝ্‌লেম, আপনি যথার্থই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যাই হোক—তবে আর আমি বিলম্ব করতে পারি না অজামিল আমার ইন্দ্রত্বভোগের কণ্টক ! আমি এই দণ্ডেই বজ্র প্রহারে তার কোমল দেহ চূর্ণ ক'রে ইন্দ্রত্ব নিষ্কণ্টক করে আসি

(প্রস্থানোদ্যত)

নারদ দেবরাজ! কর কি—কর কি? এমন কাজ করো না। অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার প্রয়াসী হ'য়ো না। প্রত্যাবর্ত্তন কর—প্রত্যাবর্ত্তন কর

ইন্দ্র না দেবর্ষে! অজামিল আমার শত্রু, অজামিল আমার ইন্দ্রত্ব পদের শত্রু; তাকে বিনষ্ট না ক'রে আজ আমি কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হ'ব না।

[বেগে প্রস্থান

নারদ। শোন নির্ব্বোধ দেবেন্দ্র! শোন শোন

[পশ্চাৎ প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—:০:—

কানন পথ

পুণ্ডরীক, লম্বোদর, সুদামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুমারগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত।

ভৈরবী,—ঝাঁপতাল।

সকলে — সোণার বরণ ভানুর কিরণ—
ধরণী মেখেছে গায়
শাখী শাখে পাখীগুলি
কিবা বিভু-গুণ গায়

বহে মন্দ সমীর জুড়ায় জীবের শরীর,
মধুলোভে মধুকর হেরি ফুল ঘুরে যায়
কল্লোলিনী কলস্বরে, যাঁর মহিমা প্রচারে,
এস মোরা সবে মিলে প্রণমি তাহার পায়

লম্বো ওহে পুণ্ডরীক।

পুণ্ড কি হে লম্বোদর!

লম্বো বলি ও রকম ক'রে সব মাটী মাড়িয়ে চল্লে ওদিকে যে অপরাহ্ন হ'য়ে পড়বে। একটু লম্বা লম্বা পা চালাও। জান ত আজ একটু দূর গ্রামে যেতে হবে, নিকটে আর বড় ভিক্ষা মেলে না।

পুণ্ড তা' ব'লে ত আমি আর তোমার মত লাফাতে পারব না। তোমার গায়ে বোধ হয়, আজ অঞ্জনানন্দনের হাওয়া লেগেছে। কি বল হে সুদামা? তুমি যে একেবারে মুখ বুঁজে ভাঁটার মত গড়্ গড়িয়ে চলেছ।

সুদামা না, এই যে মুখব্যাদান করছি। আচ্ছা ভাই। অজামিল রোজ আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায় যায়; এত বেলা হ'ল, আজ যে সে বড় এখনও এলো না?

পুণ্ড তবেই হয়েছে। তার ও ভিক্ষায় যাওয়, সে আর এ বেলা নয়। রোস সে এখন হয় ত পিতামাতার সেবায় ব্যস্ত আছে। তাদের গা হাত পা টেপা, মুখ হাত ধোয়ান, স্নান করান, পূজা আহ্নিকের আয়োজন, পুষ্প-চয়ন, এ সব ক'রে তবে ত সে ভিক্ষায় যাবে। তা' হ'লে সে আর এ বেলা নয়। তার প্রত্যাশায় থাক্তে গেলে ওদিকে যে অপরাহ্ন হ'য়ে যায়।

লম্বো। অপরাহ্ন ছেড়ে সায়াহ্ন, সায়াহ্ন ছেড়ে পরাহ্ন পর্য্যন্ত হয়ে যায়। চল—চল

সুদামা যা বল ভাই, অজামিলের তুল্য মাতৃ-পিতৃভক্ত

বালক আর দুটী নাই। তার পক্ষে তার পিতামাতাই সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবদেবী মাতাপিতার সেবা করতে সেই যথার্থ শিখেছে

পুণ্ড দেখ ভাই! অজামিল যেদিন আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায় যায়, সেদিন আমরা প্রচুর ভিক্ষা পাই তার সাক্ষ্য দেখ না—কাল অজামিল আমাদের সঙ্গে ছিল না, আমরা দেবী-পুরে ভিক্ষা করতে গেলেম, কিছুই পেলেম না।

লম্বো। সে কি হে! দেবীপুর অমন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, বড় বড় লোকের বাস, সেখানে ভিক্ষা পেলে না?

পুণ্ড তা' বুঝি জান না? আজ কাল যে দিন পড়েছে, তাতে গরীব লোকে বরং এক মুষ্টি দেয়, বড়লোকের বাড়ী মুষ্টির ভারট দ্বারওয়ানের পদ্মহস্তেই অর্পিত

(নেপথ্যে অজামিলের গীত)

সুদামা ঐ হে, অজামিল আসছে

সাজিহস্তে গাহিতে গাহিতে অজামিলের প্রবেশ

গীত।

টোড়ী-ভৈরবী,—একতালা

আমার খেলা ধূলা কুসুম চয়ন
দে না দুটী কেটা ফুল তোরা আমার কুসুম কানন
দুখান বড় আমার প্রতি তোরা জানিস্ তো,
তাই দুবেলা তোদের কাছে জানাই মনের ব্যথা,
নীরবে দাঁড়িয়ে কেন ক'রে দুট নয়ন,
কার ধ্যানেতে এমন ক'রে আছিস্ নিমগন
আমার অন্ধ মাতা, অন্ধ পিতা ভাসে বিষাদ নীরে,
উপবাসী আমার আশয়ে আছে পথ পানে চেয়ে,
তাদের দুঃখ মনে হ'লে হৃদয় বিদরে,
তাই করযোড়ে সাধি তোদের দেব পূজা আকিঞ্চন ॥

পুণ্ড। কি হে! আজ ভিক্ষায যাবে না?

অজা ভাই! আমাব পিতার পূজার জন্য এখনও পুষ্প-চয়ন কবা হযনি তোমরা সক:ে তওক্ষণ যাও, আমাব যেতে আজ একটু বিলম্ব হবে

পুণ্ড হাঁ হে, আগে আগে তুমি রোজ আমাদের সঙ্গে ভিক্ষায যেতে আজ ক'দিন যে তোমায বড় ভিক্ষায যেতে দেখি নি?

সুদামা। কদিন ওব আব ভিক্ষায় প্রযোজন কি? ভিক্ষা আব ওর নিজের উদবের জন্য •য ওত ওর বাপ মার পাদোদক খেয়েই কাজ সাবে। ভিক্ষা ওর অন্ধ বাপ মাব জন্য তা তাবা ত আজ সাতদিন অনাহাবেই রয়েছে সুতরাং ও আব ভিক্ষায যাবে কি জন্য।

লম্বো ইস্। সাতদিন অনাহাব! বল কি হে? বাপ্, আমি হ'লে ত সাতদিন ছেড়ে সাত দণ্ড, দণ্ড ছেড়ে পল, পল ছেড়ে সাত অনুপলও আহাব না ক'রে থাক্তে পার্তেম না আহারটী আমার আগে চাই আহাব যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ আমাব ধাতই থাকে না একদম নাড়ী দমে যায় এইজন্যই শাস্ত্রকাবেরা বলেছেন,—"ঋণং কৃত্ব ঘৃতং পিবেৎ, আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

পুণ্ড হঁ হে! ওব বাপ মার সাতদিন অনাহারে থাক্বার কাবণ কি? কেন—অজামিল কি আব ভিক্ষায যেতে পারে না?

সুদামা ত' বুঝি শোননি? তাঁরা ওর সেব-শুশ্রূষায ওর উপ'ব বড সন্তুষ্ট হযেছেন ত'ই তঁ'ব' ওর মঙ্গলকামন'য স'তদিন অনাহারে ইষ্ট আরাধন কর্ছেন। আজ তাঁবা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ওকে ববদান ক'বে আহার কর্বেন

পুণ্ড। সত্য ন কি। হাঁ ভাই, তাঁরা ওকে কি বরদান কর্বেন?

সুদামা অজামিল যে বর চাইবে।

লম্বো। তাই যদি হয় অজামিল। তা' হ'লে; তুমি চর্ব্ব্য-চূষ্য-

লেহ্য-পেয় রাশ রাশ ভোজ্যদ্রব্যের প্রার্থনা করো কিন্তু আমার উপর সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য রক্ষার ভার দিও

পুণ্ড। না হে অজামিল! তার চেয়ে তুমি একেবারে রাজ্য প্রার্থনা করো যে, আর কোন অভাবই থাক্‌বে না।

লম্বো হাঁ, এ ত মন্দ কথা নয়: তুমি রাজা হ'লে, পুণ্ডরীক বা রাজমন্ত্রী হ'ল, সুদাম ব সেনাপতি হ'ল, আর আমি নয় ভোজ্যাগার-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেম কেমন কি ন ?

সুদামা যদি চাইতে হয় ত ভাই, আমার মতে ইন্দ্রত্ব চাও যে, অতুল সুখের অধিকারী হবে

অজা ভাই, আমার ওসবে কিছুই প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ্য ব ইন্দ্রত্ব নিয়ে কি ক'র্‌ব সিদ্ধারণ্যের এই জীর্ণ কুটীরই আমার রাজ্য অন্ধ মাতা পিতার সেবাতেই আমার ইন্দ্রত্ব সুখ কাজ কি আমার রাজ্যে—কাজ কি আমার ইন্দ্রত্বে, তার চেয়ে তোমরা বল, আমার মাত পিতার চরণে যেন অচলা মতি থাকে কায়মনোবাক্যে যেন তাঁদের সেবা কর্‌তে পারি তা' ছাড়া জগতে আর আমার অন্য কামনা নাই

সুদামা। আচ্ছা ভাই। তুমি যেন রাজ্য কামনা কর না, ইন্দ্রত্ব কামনাও কর না। তা ব'লে কি মুক্তির কামনাও কর না মুক্তি লাভ আশে মুক্তিদাতা মধুসূদনের অভয়চরণেরও কামনা কর না ?

লম্বো ওহে। ও বোধ হয় মনে করে, ওর মাতৃপিতৃসেবাই ওকে মুক্তি দেবে আরে পাগল। মুক্তিদাতা সেই একমাত্র মধু-সূদন হরি তিনি বৈ আর কারো মুক্তি দেবার ক্ষমতা নাই

অজা ভাইরে! ও তোমাদের ভ্রম যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, ত' হ'লে জেনে, আমার পিতৃমাতৃসেবাই আমাকে মুক্তি দেবে তাঁরা আমার জন্মদাত —তাঁরাই আমার

মুক্তিদাত—তাঁরাই আমাব ভযত্রাত। আমি তাঁদেব চবণ ভিন্ন অন্য চরণ কামনা কর্‌তে শিখিনে—জানিনে।

লম্বে ওহে পুণ্ডরীক এ বলে কি হে?

পুণ্ড তোমাব মুণ্ডু অব আমার পিণ্ডি চল—চল, এ স্থান হ'তে সবে পড়ি।

সুদামা অজামিল! তুমি পার্থিব পিতার সেব কব কিন্তু যিনি ইহলোকে পবলোকে পিতা, যিনি তোমাব পিত—আমার পিতা পিতার পিতা, সেই পবম পিত পবমেশ্বরকে মান্‌তে চাও ন? এ তোমার কেমন পিতৃভক্তি?

অজা। ভাই! আমাব মাতাপিতাই আমার সাক্ষাৎ পবমেশ্বব।

"পিতা স্বর্গঃ পিত ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীযন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"

লম্বে ভাই: তুমি যেরূপ পিতৃভক্ত, এব শতাংশেব একাংশ ভক্তি যদি তোমাব সেই ভক্ত প্রাণ হবিব প্রতি থাক্‌ত, ত' হ'লে তুমি নিশ্চয়ই তাঁর একজন প্রধান ভক্ত হ'তে পাব্‌তে।

পুণ্ড। সত্যি ভাই অজামিল! তোমাব মাত-পিত তোমার গুরু, তাই তুমি তাঁদের সেবা কর। কিন্তু যিনি তোমাব মাতা-পিতাব গুরু—জগৎগুরু, সেই চবাচব গুরু হরির উপাসন কর্‌তে চাও ন, এ বড় আশ্চর্য্য!

অজা ভাই! আমি যে তাঁব উপাসনা কব্‌তে চাইনে কেন—তার অনেকগুলি কারণ আছে শোন—প্রথমতঃ, তিনি সাকার কি নিরাকাব তার স্থিরতা নাই যদি তিনি নিবাকাব হন, তা' হ'লে বল দেখি, নিরাকাবের সেবা কবি কিরূপে? আবাব যদি তিনি সাকার হ'ন, তা' হ'লেও তাঁব রূপেব স্থিরতা নাই. কারণ তিনি বহুরূপী। সুতরাং বহুরূপের উপাসনা করি কিরূপে? আরো

দেখ, তাঁর নামের স্থিরতা নাই. তিনি বহুনামধারী আমি কোন্ নামে তাঁকে অভিহিত করি ? কিন্তু দেখ, আমার মাতা-পিতা সাক্ষাৎ সাকাররূপী দেবতা আমি প্রত্যহ তাঁদের দেখ্‌তে পাচ্ছি- সেবা কর্‌তে পাচ্ছি সুতরাং আমি এমন প্রত্যক্ষ দেবতা ছেড়ে নিরাকারের সেবা কর্‌তে যাবো কেন ?

গীত।

রাগিণী বেহাগ-খাম্বাজ—তাল যৎ

নিরাকার পূজে কিবা প্রয়োজন।
ত্যজিয়ে সাকার দেব প্রত্যক্ষ পিতার চরণ
চিন্তাতীত চিন্তামণি, চিন্তাতে না পান মুনি,
হবে শ্মশানেতে কাল হর শূলপাণী,—
সে অচিন্ত্যে চিন্তা ক'রে কি ফল হবে সাধন
তরিব ভবতুফান সেবিয়ে পিতার চরণ

সুদাম আচ্ছা ভাই। তাঁর উপাসনা করবে না ব'লে কি তাঁর নাম-পর্য্যন্তও কর্‌তে নাই। কৈ, তোমাকে কখন হরিনাম মুখে আন্‌তে শুনিনে। হরি-উপাসনা নাই কর্‌লে—তা' ব'লে কি হরিনাম কর্‌তেও ক্ষতি আছে ?

অজা। আছে ভাই! আমার পক্ষে ওনাম কর্‌তে ক্ষতি আছে, তাইতো আমি ওনাম করিনে

পুণ্ড আঃ সে কি হে ? বল কি ? হরিনাম কর্‌তেও ক্ষতি আছে ? এমন অদ্ভুত কথা ত কখন শুনিনে।

অজা। ভাই! তবে শোন,—জীব যখন একবার ওনাম কর্‌লেই উদ্ধার হয়, তখন আমি দিবানিশি ওনাম করে কি কর্‌বো ? আর এক কথা—আমি ওনাম কর্‌বামাত্র যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় উদ্ধার ক'রে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে আসেন, তখন

আমার মাতা-পিতার গতি কি হবে ? কে তাঁদের ক্ষুধার সময় ফল মূল এনে দেবে, তৃষ্ণা পেলে জল এনে দেবে, পূজার জন্য পুষ্প চয়ন ক'রে দেবে আমি তাই সেই ভয়ে ওনাম কর্‌তে পারিনে

সকলে। ধন্য, ধন্য! ধন্য অজামিল! তুই যথার্থ হরিভক্ত তোর মাতৃপিতৃভক্তি ও তোর হরিভক্তি আদর্শস্থানীয় আমরা আজ হ'তে তোর নিকট পিতৃমাতৃভক্তি ও হরিভক্তি শিক্ষা কর্‌বো।

গীত।

সোণার বরণ ভানুর কিরণ ধরণী মেখেছে গায়।
শাখীশাখে পাখীগুলি কিবা বিভু গুণ গায় 'ইত্যাদি'

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

অজা কথায় কথায় অনেক বেলা হ'য়ে প'ড়্‌ল মাতা-পিতা আজ সাতদিন উপবাসী রয়েছেন আজ তাঁদের পারণা, কখন তাঁদের পূজার পুষ্প চয়ন কর্‌ব, কখনই বা তাঁদের জন্য আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌ব ? যাই, আর বিলম্ব করা হবে না। দ্রুতপদে ঐ সম্মুখস্থ বনকুসুমই তুলে নিয়ে যাই

(পশ্চাৎ হইতে অলক্ষিতভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ,
অজামিলের বিনাশ বাসনায় বজ্রোত্তোলন ও
হস্ত অবসন্ন হইয়া উর্দ্ধে অবস্থিত।)

অজা (নিমীলিতনেত্রে সুরে)

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীযন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"

[প্রস্থান।

ইন্দ্র এ কি চমৎকার!

অজামিলে করিতে সংহার,
তুলিলাম বজ্র সুবিশাল ;

কিন্তু হায়!
কিছুদূর উঠি করদ্বয়,
অবসন্ন হইল সহসা।
টুটিল দম্ভোলি দম্ভ, ব্যর্থ হ'ল অব্যর্থ-অশনি
বুঝিতে না পারি কিছু এ রহস্য কিবা
মায়াবী মানব দুষ্ট হয় অনুমান।
মায়াবলে অবসন্ন করি করযুগ,
প্রাণ লয়ে স্থানান্তরে পলাল সত্বর
ভাল—ভাল;
মায়াজাল টুটিব এখনি।
কোথায় লুকাবে দুষ্ট?
সৃষ্টি যায় যাবে—
জ্বালাইব সমস্ত গহন;
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ গুঁড়াইব রেণু সম করি,
শুখাইব সাগর সলিল;
পোড়াইব বিশ্বখান ভীম বজ্রানলে।
দেখি—দেখি
ইন্দ্রকোপে অজামিলে কে পারে রাখিতে।

[বেগে প্রস্থান।

(নিয়তিকুমারিগণের আবির্ভাব।)

গীত।

রাগিণী সাহানা—একতালা।

রাখে হরি যারে কে মারে তাহারে,
কে রাখে তাহারে হরি মারে যারে।

ছি ছি ছি তবু ত বুঝেও বুঝে না,
অহং জ্ঞানটী ছাড়িতে নারে
আসে হাসে ভাসে করে আনা গোনা,
নিয়তি ছলনা শিখেও শেখে না,
অসার আশার, সকল হারায়,
চিনেও চেনে না—সার সারাৎসারে

(অন্তর্দ্ধান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিদ্ধারণ্য—জীর্ণকুটীর

অন্ধ পিতামাতার হস্ত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে
অজামিলের প্রবেশ

গীত।

ভূপালী—জলদ্ একতালা।

আমার বাপ অন্ধ মা অন্ধ আমি অন্ধ ছেলে।
দুঃখের জ্বালায় ঘুরে বেড়াই খেলা ধুলা ভুলে
আমার প্রতিবাসী তরুলতা,
তারা সবাই বড় দাতা,
আমার খেলার সাথী পশু পাখী ভালবাসে সকলে॥

আলোক। বৎস অজামিল! আমাদের কুটীর আর কতদূর ?

অজা বাবা! এই যে কুটীর-সম্মুখেই এসেছি আপনাদের

স্নান হয়েছে; আপনার জনে এইবার এই কুটিরে ব'সে পূজা আহ্নিক করুন।

অলোক হাঁ বৎস! পূজার জন্য পুষ্প এনেছ কি?

অজা হাঁ বাবা! এই যে এনেছি

অলোকা এত দেরি কেন বাপ নয়নহীনের পক্ষে নয়ন যে কি অমূল্য পদার্থ, তা আর তোমা হেন পুত্ররত্ন পেয়েছি ব'লেই এখনও জান্‌তে পারিনে অজামিল! তুই আমাদের নয়নের মণি তুই যে কয়দণ্ড আমাদের কাছে না থাকিস্, সেই কয়দণ্ড আমরা নয়নহীন হওয়া যে কি কষ্টকর তা' বুঝ্‌তে পারি এতক্ষণ কি দেরি কর্‌তে হয় বাপ!

অজা হাঁ মা আজ বড় দেরি হয়েছে নিকটে আজ তেমন ফুল পাওয়া যায় নি বিশেষ পথে পুণ্ডরীক প্রভৃতির সঙ্গে কথায় কথায় অনেকটা বেলা হয়ে গেছে

অলোকা আহা বাছা! আমাদের জন্য তুই কত কষ্টই পাচ্ছিস্ একদণ্ড নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্‌তে কি আমোদ ক'রে খেলাতে পাস্‌নে সর্ব্বদাই আমাদের জন্য তোকে কাজ কর্‌তে হয়। তাইত তোকে বলি যে, তুই শুধু পূজার ফুল তুলে আন্‌বি, আর আমাদের পোড় উদরের জন্য ভিক্ষায় যাবি আর আমাদের অন্যান্য সেব বধূমাতা রেণুকা কর্‌বে তা' যে তুই তাকে কর্‌তে দিবিনে, নিজের হাতে সব কর্‌বি

অজা। মা! সে তেমন সেব কর্‌তে জানে না। সে তোমাদের সেবা কর্‌লে তোমাদের তৃপ্তি হবে না, তাই তাকে কিছু কর্‌তে দিই না; আপনার হাতে সব করি তাতে আমার কিছু কষ্ট হয় না মা, বরং তোমাদের সেবা কর্‌তে না পেলে আমার কষ্ট হয়

অলোক কৈ বৎস! দাও দেখি।

অজ। এই নিন্

অলোক ইস্—অজামিল আজ যে বিস্তর পুষ্প এনেছ এত পুষ্প কি হবে? এর অর্দ্ধেক হ'লেই হতে পার্‌তো?

অজা বাবা! তবে এর অর্দ্ধেকগুলি পুষ্প আমায় দিন্

অলোক তুমি পুষ্প নিয়ে কি কর্‌বে বৎস?

অজা বাবা, আপনি রোজ পুষ্প নিয়ে কি করেন?

অলোক। আমাদের ইষ্ট-দেবদেবীর পূজা করি

অজা তবে আমিও আজ এই অনেকগুলি পুষ্প দিয়ে আমার ইষ্ট-দেবদেবীর পূজা কর্‌বে!

অলোক ভাল বৎস! তোমার যখন আপনা হতেই এ মতি হয়েছে, তখন আমরা বাধা দিব না এই নাও গ্রহণ কর

(অর্দ্ধেক পুষ্প প্রদান)

অজা। আপনারা তবে এইস্থানে উপবেশন করুন

অলোক। আচ্ছা বৎস! তুমি তোমার ইষ্টপূজা কর। আমরাও আমাদের ইষ্টপূজা করি

(তথাকরণ)

(পুষ্পাঞ্জলি লইয়া অজামিল স্তবস্বরে)

পুরুষ প্রকৃতি, যুগল মুরতি,
বিরাজিত যদি সম্মুখে আমার
ভকতি চন্দনে, মাখায়ে কুসুমে,
মনোসাধে পদে দিই উপহার
সাকার দেবতা, তুমি মম পিতা,
নিরাকারে পূজে কাজ কি আমার।

ত্বং হি মম হরি, ত্বং হি মম হর,
ত্বং হি মে ঈশ্বর ত্বং হি মূলাধার
নমামি নমামি, মদিষ্ট দেব,
ভবার্ণবে মম ত্বং হি কর্ণধার

(পিতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।)

পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মে প্রসূতি,
আদ্যাশক্তি ত্বং হি অনন্তরূপিণী।
বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী, ত্বং হি মে রুদ্রাণী,
মহামায়া মোহঘোরবিনাশিনী।
ত্বং হি শুভঙ্করী, ত্বং হি মে ঈশ্বরী,
সারাৎসারা ত্বং হি সাকাররূপিণী
নমামি নমামি, মদিষ্ট দেবী,
মূলাধার মাতা মোক্ষপ্রদায়িনী

(মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।)

আলোক অজামিল! এ কি এ কি! এ কি কর্‌ছ? তুমি ইষ্টপূজা কর্‌বে ব'লে পুষ্প চাইলে; তা' না ক'রে এ পুষ্প আমাদের চরণে অর্পণ কর্‌লে কেন? ছি ছি! অবোধ সন্তান! কর্‌লে কি—কর্‌লে কি! আজ তুমি বড় অন্যায় কাজ কর্‌লে। এতে তোমার ইষ্ট দেবদেবী যে তোমার উপর রুষ্ট হবেন।

অজা। বাবা! আমি ত' আমার ইষ্টদেবদেবীরই পূজা করেছি।

আলোক। সে কি! তবে আমাদের চরণে এ পুষ্প দিলে কে?

অজা। পিতঃ! আমিই দিয়েছি আপনারাই ত আমার ইষ্ট দেবদেবী আপনারা ব্যতীত এ জগতে আমার আর

ইষ্টদেবদেবী কেহ নাই ৩ই আজ আপনাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হলেম।

অলোক সাধু পুত্র সাধু সাধু বৎস, আমরা তোমাকে এত-দিন আমাদের পুত্রজ্ঞানে সামান্য মনে কর্তেম; কিন্তু আজ তোমার অসামান্য পিতৃমাতৃভক্তি দেখে বুঝ্লেম, তুমি কখনই আমাদের সামান্য পুত্র নও। আমরা কত জন্মের কত তপস্যার ফলে যে, তোমা হেন অসামান্য পুত্রধনে ধনবান্ হয়েছি, ত' বল্তে পারিনে

আলোকা বাপ্ অজামিল! কে তুই অভাগীর গর্ভে এসে জন্মেছিস্? ইচ্ছা করে যে, তোর চাঁদমুখ একবার দেখি; কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদের সে সাধে একেবারে বঞ্চিত করেছেন আয় বাপ, একবার আমার কোলে আয, তোকে বক্ষে ধ'রে আমি জন্ম সার্থক করি।

অজা। মা! আপনারা আজ সাতদিন অনাহারে রয়েছেন, এদিকে অনেক বেলাও হ'যে পড়েছে আর আমি বিলম্ব কর্ব না আগে আপনাদের জন্য আহার্য্য অন্বেষণে যাই। আপনা-দের পূজা আহ্নিক এখনও সমাপন হয়নি। আপনারা ততক্ষণ পূজা আহ্নিক সমাপন করুন

আলোকা না বাপ্! অজ আর আহার্য্য অন্বেষণে তোমার গিযে কাজ নাই জানি না, আমার মন কেন সহসা চঞ্চল হ'যে উঠ্লো হৃদয যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। দক্ষিণ অঙ্গ যেন থেকে থেকে স্পন্দিত হচ্ছে। বৎস! আমি বড় অভাগী, সর্ব্বদাই ভয় হয়, পাছে তোকে হারাই বিধাতা আমাদের জন্মান্ধ করেছেন! তুই তোর এই অন্ধ পিতামাতার নয়নমণি আজ তুই আহার্য্য অন্বেষণে বাহির হ'লে আমার নিশ্চয বোধ হচ্ছে, আমরা যেন সেই নয়নমণি হারা হ'ব।

গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ,—আড়খেমটা

হারানু হারানু বুঝি জীবনের জীবন
সাঙ্গ হ'ল ও চাঁদমুখের বচন শ্রবণ
বুঝালে বুঝে না মন, কেঁদে ওঠে অনুক্ষণ,
ব্যাকুল পরাণ সদা একি অলক্ষণ।
নয়নহারা এ দুঃখিনী, তুই রে নয়নমণি,
মণিহারা যেমন ফণী, তো বিনে তেমন

আলোক। পত্নি! সত্য বটে! আমারও মন যেন অকস্মাৎ কেমন ক'রে উঠ্‌লো। বৎস অজামিল! তবে আজ আর তোমার আহার্য্য অন্বেষণে কোন দূরগ্রামে গিয়ে কাজ নাই বেলাও অনেক হ'যে পড়েছে, ররং নিকটেই যদি কোন ফল-মূল সংগ্রহ কর্‌তে পার, তারই চেষ্টা কর

অলোক। না নাথ! তাতেও কাজ নাই। আমরা সাতদিন উপবাসী আছি, নয় আর একদিন থাক্‌লেম, তাতে আর আমাদের বিশেষ কি কষ্ট হবে? অজামিলকে আজ কুটীর হ'তে কিছুতেই যেতে দেব না

অজা। মা! তাও কি হয়। আজ আপনারা সাতদিন ধ'রে উপবাসী রয়েছেন, একবিন্দু জল অবধি গ্রহণ করেন নাই, আজ আপনারা পারণা কর্‌বেন, বলেছেন আজ আমি আপনাদের পারণার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌তে না গিয়ে চুপ্ ক'রে কুটীরে বসে থাক্‌ব, আর আপনারা উভয়ে উপবাসী থাক্‌বেন? তা' কখনই হবে না, বরং পিতা যা বল্‌লেন, তাই করি। বেলা হয়েছে—আজ আর ভিক্ষার্থ দূরগ্রামে যাব না, এই নিকটস্থ অরণ্য হ'তেই উত্তম ফল সংগ্রহ করে আনি।

অলোকা। না—বাবা! আমাদের ফলে কাজ নাই। আজ আমি তোকে কিছুতেই কুটীর হ'তে বেরুতে দেব না। যদিও আমার বাহ্যচক্ষু নাই, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, যেন দেবরাজের বজ্র আজ তোকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্য তোর মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে বাছা! মার কথা রাখ, আজ আর কুটীর থেকে যাস্‌নে তুই কুটীর থেকে গেলে নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়্‌বি।

অজা। মা! তুমি মিছা ভয় কর্‌ছ! দেবরাজের বজ্র আমার কি কর্‌বে? তোমাদের চরণে আমার ভক্তি থাক্‌লে শত দেবরাজের বজ্রেও আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না শুধু দেবরাজের বজ্র কেন, চক্রপাণির চক্র, শূলপাণির শূল, বরুণের পাশাস্ত্র, কৃতান্তের কালদণ্ড, কার্ত্তিকের শক্তি এবং স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতীর খড়গও আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

অলোকা। বৎস! তুই আমাকে বোঝাচ্ছিস্‌ বটে, কিন্তু আমি আমার মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিনে আমার মন যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। বুঝি আজ তোকে সত্য সত্যই হারালেম; আর বুঝি এ জন্মে তোর চাঁদমুখের মা বুলি শুন্‌তে পাব না

গীত।

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

দুঃখিনী জীবন, রাখ রে বচন,
ফল আহরণে যাস্‌নে বন
কাঁদাস্‌নে অভাগী মায়ে হায় জনমের মতন॥
হেরেছি নিশীথে দারুণ স্বপন,
হারাইব তোরে, গেলে রে গহন,
তাই এত করে করি রে বারণ,
ধর রে মা'র বচন

ইন্দ্র বোষানল যেন রে রুখিযে,
আসিতেছে তে রে দহিবে বলিয়ে,
তাই শিহরিযে, উঠিতেছে হিয়ে,
ত্যজিতে সরে না মন

আলোক। বৎস অজামিল! আমারও ইচ্ছা নয যে, আজ তুমি কুটীর হ'তে কোথাও যাও। কারণ আমারও মন বড ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনে করেছিলাম, তোমার অসীম পিতৃমাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুবস্কাব স্বরূপ আজ তোমায দুর্ল্লভ ববদান ক'রে আহাব ক'রব; তা না হ'ক। তোমার কল্যাণকামনায আমি পতি পত্নী সপ্তাহ উপবাসী রযেছি, ন হয অষ্টাহই হবে, তাতে কিছু ক্ষতি হবে ন সম্প্রতি তুমি সত্বব জল আনযন কর, আমরা তোমার অভিলষিত ববদান ক'রে নিশ্চিন্ত হই

(অগ্রে অগ্রে একটা মৃগশাবক ও পশ্চাৎ ব্যাঘ্ররূপী
ইন্দ্রের প্রবেশ ও প্রস্থান)

অজা বাবা। সর্ব্বনাশ হযেছে আমাদের আশ্রম-মৃগটীকে একটা শার্দ্দূলে আক্রমণ করেছে। এ্যাঁ কি হবে—কি হবে। বাবা! না! আপনারা এইস্থানে অবস্থান করুন আমি এলেম বলে। দেখি, যদি কোনরূপে মৃগটীকে শার্দ্দূল-কবল হ'তে রক্ষ করতে পারি।

[বেগে প্রস্থান।

আলোক। পত্নি! অজামিল কি গেল?

আলোকা। নাথ! কই,, নিষেধ ত শুনলে না।

আলোক। কই, কোন্ দিকে, কত দূরে, চল পত্নী চল, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনি! অজামিল—অজামিল—অজামিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন।

ইন্দ্র ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। তার পর ?

ইন্দ্র তার পর আমি অজামিলকে মার্‌বার জন্য বজ্র তুল্‌লেম, কিন্তু জানি না কি জন্য আমার হস্ত সহসা অবসন্ন হয়ে গেল আর সেই অবকাশে অজামিল যে নিমেষ মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে পড়্‌ল, তা দেখ্‌তে পেলেম না

নারদ দেবরাজ! তবু তোমার সহস্র চক্ষু

ইন্দ্র। আমার বোধ হয়, অজামিল নিশ্চয় মায়াবী মানব। আমি তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার কুটীর পর্য্যন্ত গেলেম কিন্তু আলোক ও অলোকাকে দেখে নিকটে যেতে সাহস হ'ল না তাই দূর থেকে শার্দ্দূলরূপে কৌশলে অজামিলকে এখানে এনেছি। সে এখন এই বনমধ্যেই রয়েছে আর বিলম্ব করা হবে না, এই বেলা তাকে যে উপায়ে হ'ক বিনষ্ট করি

নারদ দেবরাজ! আবার তাকে বিনষ্ট কর্‌বার বাসনা কর্‌ছ ? অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার বাসনা পরিত্যাগ কর তাকে তুমি কিছুতেই বিনষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দ্র দেবর্ষে! তবে কি কর্‌ব? অজামিল এখনই যে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌বে এবার সেই অন্ধ দম্পতি নিশ্চয়ই তাকে বরদান কর্‌বে। এখন আমি কি উপায়ে ইন্দ্রত্ব রক্ষা ক'রি?

নারদ শোন সুরনাথ! তুমি সত্বর কোন উপায়ে অজামিলের অন্তর হ'তে পিতৃমাতৃভক্তি দূর কর অজামিল পিতৃমাতৃভক্তিহীন দুরাচার হ'লে অলোক অলোকা অসন্তুষ্ট হ'য়ে আর ওকে বরদান কর্‌বে না তা' হ'লেই স্বচ্ছন্দে তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হবে। ইহা ভিন্ন ইন্দ্রত্ব রক্ষার আর অন্য সদুপায় নাই

ইন্দ্র আচ্ছা দেবর্ষে! আপনার বাক্যই শিরোধার্য্য কর্‌লেম

নারদ। কিন্তু সাবধান, অজামিলকে বিনষ্ট কর্‌বার চেষ্ট করো না তা' হ'লে কখনই তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হবে ন

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। (স্বগত) কি উপায়ে অজামিলের অন্তর হ'তে বদ্ধমূল পিতৃমাতৃভক্তি দূর করি (চিন্তা) হঁ' সেই ভাল —অপ্সরাগণকে স্মরণ করি। দেখি, যদি তাদের দ্বার আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এস অপ্সরাগণ।
স্বর্গ ছাড়ি এস ত্বরা সম্মুখে আমার।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

সকলে। হে দেবেশ! কি আদেশ পালিব সকলে?

প্র অ। কাহার ভাঙ্গিব ধ্যান?

দ্বি অ। কার ঘুচাব গুমান্‌?

তৃ অ কাহারে মজাব বল রূপফাঁদে ফেলে?

চ-অ। কোন্‌ যোগী যোগভঙ্গ করিব কৌশলে?

ইন্দ্র। শুন শুন একমনে সবে।

অজামিল অলোক-তনয়,
ইন্দ্রত্ব লভিবে মম হেন জ্ঞান হয়।
কি করি উপায়—
ভাবিবার না পাই সময়,
পড়িয়াছি সঙ্কট-সাগরে,
তেঁই তোমা সবে কাতরে স্মরিনু।
মজিনু মজিনু—
আবার হারানু বুঝি ইন্দ্রত্ব আমার।
কি হবে—কি হবে।
শুন শুন সবে,—
বিলম্ব না কর মম বাক্য ধর,
যে উপায়ে পার, অজামিলে মজাও সত্বর।
ছলনায় ভুলায়ে তাহায়
লয়ে যাও ত্বরা দূর বনে,
না পারে ফিরিতে যেন কুটীরেতে আর।
দূর কর পিতৃমাতৃভক্তি ওর অন্তর হইতে।
মহাপাপী দুরাচার হ'ক অজামিল
পিতা পুত্রে দেখা যেন নাহি ঘটে আর

সকলে। যথা আজ্ঞা দেবরাজ!
এখনি পালিব মোরা তবাদেশ সবে।

ইন্দ্র। ঐ বুঝি অজামিল আসে এই দিকে;
কি করি—কি করি।
ভাবিতে না পাই অবকাশ
থাকি অন্তরালে দেখি কি হয় কি হয়

[প্রস্থান।

প্র-অপ্সরা। ভাই! দেবরাজ ত অজামিলকে মজাবার আদেশ দিয়ে সর্‌লো এখন উপায়?

দ্বি-অ। উপায় আবার কি? এস, আমরাও আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ধ'রে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হই

প্র-অ। আমাদের আবার অস্ত্র-শস্ত্র কি? আমাদের আবার সৈন্য-সামন্ত কি?

দ্বি-অ কেন! আমাদের ভ্রূ ধনু—কটাক্ষ শর—হাসি শেল—বাক্য মিছ্‌রীর ছুরী, আর আমাদের হাব্‌ভাব অঙ্গ-ভঙ্গী এরাই সব সৈন্য-সামন্ত

তৃ-অ ওলো, এতয়্ আর কাজ নাই। অমন সুন্দ উপসুন্দ দুটোকে নিমেষে নিকেশ কর্‌লেম, এ ত কোন্ ছার্

চ-অ তাই ত! আঁখিঠারে কত বড় বড় মুনি ঋষির মাথা খেলেম, অমন বিশ্বামিত্র, তাকেই যখন একদণ্ডে অধঃপাতে দিলেম, তখন এ ত একটা ডব্‌ক ছোঁড় বই ত নয় এর কাছে আমাদের যেতেও হবে না; দূর থেকে একটা কটাক্ষপাতেই মুণ্ডপাত ক'রে ছেড়ে দেবো।

প্র-অ ত' যেন কর্‌লেম। কিন্তু ভাই, অজামিল ওর অন্ধ বাপ-মার একমাত্র সম্বল, তাদের গতি কি হবে, তাই ভাব্‌ছি, দেবরাজের উপকার কর্‌তে গিয়ে শেষে আমরা অলোক অলোকার কোপে প'ড়্‌ব না ত?

দ্বি-অ। তা' কি কর্‌বো বল। আমাদের হয়েছে উভয় সঙ্কট—এদিকে দেবরাজের অনুমতিও ত ঠেল্‌তে পারিনে।

তৃ-অ। ওলো! ঐ বুঝি অজামিল আস্‌ছে।

চ-অ চল্—চল্, তবে আমরা মায়া ক'রে এই বেল লুকুই চল্

গীত।

রাগিণী মোহিনী মিশ্র দাদ্‌রা

সকলে। চল্‌লো চল দেখি ছলে, কেমন চতুর সে নাগর।
আঁখি-বাণ হান্‌লে হৃদে হয কি না হয় জর জর
মজাব ম'জ্‌ব না ত, নেব প্রাণ দেব না ত,
ব্যাকুল হ'য়ে এলে ধেযে, ফিরে আর চাইব না ত,
হাসির ফাঁসী দিযে গলে টান্‌ব শুধু নিরন্তর।
কাছে এলে যাব সবে, গরব ক'রে রব দূরে,
কইলে কাণে প্রেমের কথা, —কথা ত কইব না'ক,
আড়নয়নে মুচ্‌কে হেসে চলে যাব স্থানান্তর

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

অজামিলের প্রবেশ।

অজা। না—না, হলে না আমার এত যত্ন, এত শ্রম সব বিফল হয। দুষ্ট শার্দ্দূলের আক্রমণ হ'তে আমার সাধের আশ্রম-মৃগটীকে কিছুতেই রক্ষা করতে পার্‌লেম না। প্রথম প্রথম বরং কখন সম্মুখে, কখন পার্শ্বে, কখন পশ্চাতে দুই-একবার দেখ্‌তে পেলেম কিন্তু শেষে একেবারে যে কোথায লুকাল, সমস্ত অরণ্য ঘুরেও তার আর কোন তত্ত্ব পেলেম না। এ কি প্রকৃতই শার্দ্দূল! না কোন মায়া। কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না এখন কি করি!

মায়া-শার্দ্দূলের অনুসরণে বনে বনে ঘুরে ঘুরে নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, আর ত চল্‌তে পারিনে, এই বনে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করি না—তাই বা কেমন ক'রে হয় এদিকে বেলাও যে প্রায় অপরাহ্ণ হ'য়ে এল। আমি বহুক্ষণ কুটীর থেকে এসেছি আহা! না জানি অন্ধ মাতা পিতা আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ কতই ভাব্‌ছেন। আর আমি বিলম্ব কর্‌বো না। যখন এতদূর এসেছি, তখন এই বন থেকেই কিছু ফল আহরণ ক'রে দ্রুতপদে কুটীরে ফিরে যাই।

অজামিলের গীত।

সুরট্-মোল্লার—আড়াঠেকা।

কেন কেন কানন-বল্লরী—কৃপণ হ'লি বল
বিফল ক'রে কাঁদাস্ কেন দয়াল হয়ে দেনা ফল
তোরা দয়াল প্রতিবাসী, তাইতো তোদের পাশে আসি,
নিতি নিতি হই অতিথি, ঘরে নাইক ব'লে ক্ষুধার সম্বল।
শোন্‌রে তরু শোন্‌রে লতা, জানাই তোদের মনের ব্যথা,
উপবাসী পিতা-মাতা, দেরে আমায় দুটী ফল
নিদয় হ'য়ে দেখিস্‌নে ভাই তোরা আমার চোখের জল।

(অগ্রসর হইয়া) আ মরি মরি; কি রমণীয় বন। এমন সুন্দর বন ত কখন দেখিনি। শুনেছি, স্বর্গের নন্দন-কানন অতি মনোহর; এও কি তাই না কি। আমাদের আশ্রম প্রদেশে যে এরূপ সুন্দর বন আছে, তা' ত কখন জানিনে। তা'হ'লে কি কখন এ বনে আসিনে? কেমন হ'ল! এ তবে আমি কোথায় এলেম! কৈ—এই সকল বৃক্ষ, এই সকল সুন্দর ফল, এই কত রকমের কত পুষ্প, আর কখন ত দেখিনে। আহা! এ বনের সমস্ত তরুলতা যেন বসন্ত সমাগমে নবপত্রভূষণে ভূষিত হ'য়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। ফলভরে

অবনত বৃক্ষগণ শাখারূপ বাহু আন্দোলন ক'রে, বুভুক্ষু অতিথি—আমাকে যেন দূর হ'তে আহ্বান কর্‌ছে! কেমন একটী স্বর্গীয় সৌরভে যেন চারিদিক্ আমোদিত আহ! এ স্থানের সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। বাতাস পর্য্যন্ত কেমন স্নিগ্ধ এখানে এসে আমার শরীর যেন জুড়াল, সমস্ত শ্রান্তি দূর হ'ল। যাই এখন ইচ্ছামত ফল নিয়ে কুটীরে যাই (গমনোদ্যত)

(নেপথ্যে গীত)

পিলুমিশ্র দাদ্‌রা।

ধর্‌ব ব'লে অ জ মনচোরে।
মোরা গহনে বেড়াই ফিরে
মন নিয়ে যে যায় লো চলে, ছলি তারে কত ছলে,
হাসির ফাঁসী সাজিয়ে গলে, মজিয়ে মজা দেখি দূরে।

অজ। এ কি! এ কি, এ কোথায় এলেম! এ কি কোন গন্ধর্ব কিন্নরের আবাসস্থল! মরি মরি! কি মধুর সঙ্গীত! এমন সঙ্গীত ত কখন শুনিনে সঙ্গীত-ধ্বনিতে আমায় যে আত্মহারা ক'রে তুল্‌লে! কি গাচ্ছে, কারা গাচ্ছে? কোথা হ'তে এ সুললিত সঙ্গীতধ্বনি আস্‌ছে? কোথায় এলেম! এ কোন্ স্থান? কৈ,—আর ত শোনা যাচ্ছে না! চারিদিক্ যে নীরব হ'ল! কি হ'ল! না না, ঐ যে—ঐ যে আবার গাচ্ছে।

গাহিতে গাহিতে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

(পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ।)

সোহাগ-ডোরে দৃঢ় করে,
বাঁধ্‌বো সযতনে তারে,
নয়ন-প্রহরী দিয়ে রাখ্‌ব হৃদি-কারাগারে।
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ শরে, বিঁধ্‌ব দিবানিশি তারে॥

অজা　কে আপনার ? মানবী না বনদেবী ? সেই হ'ন, আপনাদের দেখে আজ আমি ধন্য হলেম　আপনাদের চরণে আমি প্রণাম করি।

(তথাকরণ)

প্র-অ। আমরা স্বেচ্ছাচারিণী　স্বেচ্ছাচারিণীকে প্রণাম করতে হয় না।

অজা　স্বেচ্ছাচারিণী কি ? বুঝ্‌তে পার্‌লেম না

দ্বি-অ। শুনবে ? শোন—আমরা স্বেচ্ছাচারিণী, অর্থাৎ আমাদের যেখানে ইচ্ছা হয় যাই, য ইচ্ছ হয় করি　কেউ কিছু বল্‌তে বা নিবারণ কর্‌তে নাই,—বুঝ্‌লে ?

অজা　বুঝেছি　আপনারা এই বনের দেবী

তৃ অ　হঁ　তাই　আচ্ছা, তুমি কে ? এই নবীন বয়সে দীনবেশে এমন ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কি জন্য ? আহা ; তোমায় বুঝি ভালবাসে এমন কেউ নাই ? তা' হ'লে কি এমন ক'রে তোমায় এই ঘোর বনে একলা আস্‌তে দেয় ?

অজা। আমি বনবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার　এই নিকটেই আমাদের কুটীর। কুটীরে আমার অন্ধ মাতা পিতা অনাহারে রয়েছেন, আমি তাঁদের আহারের জন্য ফল আহরণ করতে এসেছি।

চ-অ। তা' হ'ল ত তুমি এ বনে এসে ভাল কাজ কর নাই। এ বন আমাদের, আমরা ইচ্ছা ক'রে যাকে ফল দিই, সে-ই এ বনের ফল পায়　তা' না হ'লে আমাদের বিনানুমতিতে এ বন থেকে ফল নিয়ে যাবার কারও অধিকার নাই

অজা　তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হয়েছে　এখন আপনারা অনুমতি করুন ; আমি বুভুক্ষু মাত পিতার জন্য সং-কিঞ্চিৎ ফল নিয়ে যাই।

প্র অ তুমি যদি এক কাজ কর, তা' হ'লে আর তোমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে ন

অজা। কি বলুন

প্র অ দেখ, আমরা এই বনের অধীশ্বরী তুমি যদি আমাদের মধ্যে যাকে তোমার বাসনা হয়, তাকে তোমার সঙ্গিনী কর, তা' হ'লে তুমি এই সমস্ত বনের অধীশ্বর হবে। তখন তুমি যত ইচ্ছা ফল নিতে পার্‌বে, অনুমতি নেবার প্রয়োজন হ'বে না বরং আমরা সকলে তখন তোমার অনুমতি নিয়ে চল্‌ব

অজা ছি—ছিঃ! ও কথা ব'লে আমায় অপরাধী কর্‌বেন না। আমি বনবাসী ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে ছলনা কেন? ইচ্ছ হয় ফল দিন, না হয় অন্যত্রে যাই।

দ্বি অ। ছলনা নয়, সত্যই বল্‌ছি আমাদের বাসনা সফল না কর্‌লে তুমি কিছুতেই ফল পাবে না

অজা। তবে ফলে প্রয়োজন নাই আমি আপনাদের কথায় সম্মত হ'তে পার্‌লাম না আমি বিবাহিত, গৃহে আমার পত্নী আছে। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের চরণে প্রণাম ক'রে বিদায় হই

তৃ অ। সে কি নাগর! আমাদের বাসনা পূর্ণ না ক'রে আমাদের ছেড়ে যাবে কোথা? ত' হ'বে না, আমরা তোমায় যেতেও দেব না। আমরা তোমায় আমাদের হৃদয়ের রাজা কর্‌বো।

অজা বুঝেছি, তোমরা কুহকিনী আমায় কুহকজালে আবদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ কিন্তু নিশ্চয় জেনে, আম হ'তে তোমাদের আশা পূর্ণ হবে ন এই আমি স্থানান্তরে চল্‌লেম

চ-অ আমরা তোমায় রসিক ভেবে, অযাচিত হ'য়ে তোমার নিকট প্রণয়-ভিক্ষা কর্‌ছি; তুমি অনায়াসে আমাদের নিরাশ ক'রে চলে যাচ্ছ। ছিঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর।

প্র অ　সাবে কোথ ? আমব অবল, স্মবশবে সবাই জব হ'যে তোমাব শরণ নিলেম ; আমাদের বক্ষ কব

অজা　দূব হ' কুহকিনীগণ ! আব আমি একদণ্ডও তোদেব সংসর্গে থাক্‌তে চাই না।

[বেগে প্রস্থান

দ্বি-অ　ঐ যা ! এ কি হ'ল ! ওলো ! অজামিল যে সত্য সত্যই চ'লে গেল

তৃ-অ। তাই ত ভাই ! এমন অবসিক কাঠ গোঁয়াব পুরুষ ত কখন দেখিনে। আঁখিঠাবে কত বড বড় মুনি ঋষিকে গোল্লায় দিয়ে, শেষে কি এই ছোঁড়াব হাতে আমাদের মান গেল।

চ অ　আর ভাব্‌লে কি হবে ? চল, সবাই দেবরাজকে বলিগে ; তিনি য হয় করুন　আমাদেব আব সাধ্য নাই

[সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র　কি আশ্চর্য্য ! আমি স্বচক্ষে সব দেখেছি　অজামিল অনায়াসে অপ্সরাদেব প্রলোভন অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল। আর কি উপায়ে ওকে নিবারণ করে বাখি ! আঃ, শঙ্কটাও বুঝি কখন একপ সঙ্কটে পড়ে না　কি করি—কি করি ? ষড়রিপুগণ ! সত্বব এদিকে এস।

ষড়রিপুগণেব প্রবেশ

সকলে　কি আদেশ দেববাজ !

ইন্দ্র। শোন—আমি পিতৃভক্ত অজামিলকে মজাবার জন্য অপ্সরাগণকে পাঠিযেছিলেম ; তার সকলেই বিফল হ'যে প্রত্যাগমন করেছে　ঐ অজামিল গর্ব্বভরে সকলেব অপমান ক'রে চলে

যাচ্ছে তোমরা শীঘ্র ওর গর্ব্ব চূর্ণ ক'রে সকলের মান রক্ষা কর যাও, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে আর আমার ইন্দ্রত্ব থাক্‌বে না

সকলে। যথা আজ্ঞা দেবরাজ!

[প্রস্থান

ইন্দ্র ন আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ছি না যাই, দেখি যদি আর কোন সদুপায় কর্‌তে পারি

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়াবন

অজামিলের প্রবেশ।

অজা (স্বগত) তাই ত! এ আমি কোথায় এলেম! আমাদের কুটীর কোন্ দিকে! কুটীর হ'তে এ বন কতদূর! কিছুতেই যে কুটীরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না যতই কুটীরে যাবার চেষ্টা কর্‌ছি, ততই যেন ঘুরে ঘুরে কেবল এই বনেই আস্‌ছি। এ কেমন হ'ল! আমার কি দিক্‌ভ্রম হ'ল! কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। এ কি মায়াবন, সেই সব কুহকিনী, এই সব বৃক্ষ, ফল, পুষ্প সবই মায়া নাকি? তা' হ'লে ত আমি প্রথমে এ বনে এসে ভাল করি নাই। এখন কি করি? কি ক'রে কুটীরে ফিরে যাই? সূর্য্য-

দেবের ত অস্ত যাবার তার অধিক বিলম্ব নাই। অন্ধ মাতাপিতা আমার এতক্ষণ বিলম্ব দেখে কি মনে কর্‌ছেন? হায়, কি কুক্ষণেই আমি কুটীর থেকে বেরিয়েছিলেম,

গীত

আশা-ভৈরবী আড়াঠেকা

হায় কি করি এক্ষণে
কুক্ষণে কুটীর ত্যজি কেন আইনু বিপিনে
মাখা শার্দ্দূলের সনে, ফিরি হায় বনে বনে,
হারাইনু জ্ঞান ধনে মজে কুহক ছলনে
সপ্ত দিবস রজনী, অন্ধ জনক-জননী,
উপবাসী আছে আহা চেয়ে পথপানে;
আরে রে নিদয় বিধি, এই কি রে তোর হ'ল বিধি,
কাঁদাইলে নিরবধি তোমার আর্ত্ত জনে

অলক্ষিতভাবে মোহের প্রবেশ।

মোহ মোহ যাও মূঢ় নর,
মম পরশনে।

[অজামিলের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পলায়ন।

অজা এ কি হলো! আমার হাত পা যে সব অবশ হয়ে পড়্‌লো। আর যে এক পাও চল্‌তে পার্‌ছি না চক্ষে যে সব অন্ধকার দেখ্‌ছি। এ দিকে কোথা হ'তে সহসা দারুণ পিপাসা এসে উপস্থিত হ'ল এ কি! পিপাসায় আমার যে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়ে উঠ্‌ল! আর যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না। আর যে আমার বাক্য নিঃসরণ হচ্ছে না জল—জল, শীঘ্র জল না পেলে বুঝি জীবন রক্ষা অসম্ভব! উঃ, পিপাসা দারুণ পিপাসা—অসহ্য পিপাসা! জল—জল—শীঘ্র জল! উঃ, এ বনের ত সমস্ত স্থলই

ঘুরেছি, কোথাও ত একবিন্দু জল দেখ্‌তে পাইনে কোথা জল পাব? কে জল দেবে? উঃ! বড় পিপাসা! অসহ্য পিপাসা পিপাসায় আমার প্রাণ যায়। কে কোথায় আছ, জল দাও। পিপাসায় প্রাণ যায়, জল দাও। শীঘ্র জল দিয়ে পিপাসাতুর ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা কর।

(গায়িতে গায়িতে মদির হস্তে মূর্ত্তিমতী
মদিরার প্রবেশ)

গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ তাল ঠুংরী।

আয় রে আয় যে জানিস্ তোরা আমার এ সুরার কদর
বিনামূল্যে বিলিয়ে দে যাই করিস্ নে রে অনাদর
আপন হাতে দেব ঢেলে, খেলে যাবি আপন ভুলে,
ধরাখানা দেখ্‌বি সরা আমোদে হয়ে বিভোর

মদিরা জল খাবে? জল খাবে? আহা হাঃ! বড় পিপাসা পেয়েছে নয়? এস—এস, এই নাও। আমার নিকট উত্তম পানীয় আছে এই নাও পান কর। পান কর্‌লেই পিপাসা শান্তি হবে।

অজা। কে তুমি? পরিচয় দাও। আমি ব্রাহ্মণ। পিপাসায় প্রাণ যাক্—পরিচয় না পেলে কখনই তোমার দত্ত পানীয় স্পর্শ কর্‌বো না।

মদিরা বৎস! কোন দ্বিধা কবো না, স্বচ্ছন্দে পান ক'রে তৃপ্ত হও। আমি যে-সে নই আমার দত্ত পানীয় পান না কর্‌লে আজ-কাল ব্রাহ্মণদের তৃপ্তিই হয় না। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, তাই অমন ক'রে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছো। কিন্তু এর পর দেখ্‌বে যে, একবার আমার সঙ্গে পরিচয় হ'লে

আর আমার পানীয়ের আস্বাদ ভুল্‌তে পার্‌বে না, রোজ রোজ চেয়ে খাবে

অজা ন ন, আমার পান করা হ'ল না এতক্ষণ মনে ছিল না, আমার যে এখনও মাতাপিতার পাদোদক পান করা হয়নি, আমি অন্য পানীয় পান কর্‌বো কিরূপে।

অলক্ষিতভাবে লোভের প্রবেশ।

লোভ　বিশ্বজয়ী লোভ মম নাম,
　　হের হের প্রতাপ আমার।

[অজামিলের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পলায়ন।

মদিরা। বৎস। তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এমন নির্ব্বোধের মত কথা বল্‌ছ কেন ? তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু আমি তোমাকে বেশ চিনি তুমি পিতামাতার পাদোদক পান করনি বলে, এখন এ পানীয় পান কর্‌তে চাচ্ছ না ; কিন্তু পিপাসায় যদি তোমার প্রাণ যায়, ত' হ'লে তোমার সেই মাতাপিতার গতি কি হবে বল দেখি

অজা। এ্যাঃ। কে তুমি ? সত্য বলেছ উঃ। বড় পিপাসা, অসহ্য পিপাসা। না হ'ল না, আর থাক্‌তে পার্‌লেম না। দাও— পানীয় দাও। তুমি যে হও শীঘ্র পানীয় দিয়ে প্রাণরক্ষা কর। চণ্ডালিনি হলেও আমি তোমার পানীয় পান কর্‌বো

মদিরা। হঁ বৎস। এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ। এই ধর—পান কর (প্রদান)

অজা। (পানান্তে) এঁ্যা, এ আমি কি পান কর্‌লেম। এমন আস্বাদ কেন ? এ বনের জলের কি এমনি আস্বাদ। উঃ, বুক যে জ্বলে গেল।

মদিরা। হঁ বৎস. এর আস্বাদ একটু খারাপ বটে ; কিন্তু গুণ অনেক খানিক স্থির হও—টের পাবে। তুমি প্রথম পান

করছ কিনা, তাই তোমায় এমন লাগ্‌ছে আর একটু পান কর দেখি তা হ'লেই ভাল লাগ্‌বে এখন।

অজা আচ্ছা, কৈ দাও (পান)

মদির কেমন বৎস! এবার কেমন লাগ্‌ল? সত্য বল।

অজা ভাল।

মদিরা পিপাসা শান্ত হ'ল কি? না আর একটু পান কর্‌বে?

অজা হঁ, দাও। (পান) আবার দাও আমি আরও পান কর্‌বো (পান)

[মদিরার অন্তর্দ্ধান।

হঁ, এইবার গায়ে খুব বল পেয়েছি এতক্ষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেম, এখন যেন একেবারে মত্ত মাতঙ্গের বল হয়েছে যাই, এইবার কুটীরে যাই কিন্তু চল্‌তে ত পারছি না গায়ে বল হয়েছে বটে, কিন্তু চল্‌তে গেলে পা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছি না, টলে পড়্‌ছি। মাথাটাও যেন বোঁ বোঁ করে ঘুর্‌ছে! যাই কেমন করে? বোধ হয়, আরও একটু খেতে হবে আরে ঐ্যা, মাগী গেল কোথা? এর মধ্যে ফ্যাঁ করে উড়ে গেল? (মত্ততা-সহকারে) বাঃ বাঃ এ, বেশ পানীয়! আমি আবার খাব আবার খাব

অলক্ষিতভাবে মদনের প্রবেশ।

মদন আমি কাম জগৎ-পূজিত!
বিরিঞ্চি বাসব আদি
অমরে রেখেছে মোর মান;
এড়ি বিশ্বজয়ী ফুলবাণ,
দেখি দেখি অবোধ ব্রাহ্মণ,
কতক্ষণ গর্ব্ব রহে তব

[ফুলশর ক্ষেপণ করিয়া অন্তর্দ্ধান।

অজা। এ কি! মনটা এমন হয়ে উঠ্‌লে কেন! কি হ'ল! কে আমি? আমি কি সে আমি নই? আমি একি হয়েছি, কোথা এসেছি. কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না কেন? এ বন থেকে আর কোথাও যেতে ইচ্ছ হচ্ছে না কেন? না না, কো'থা যাব? এ বন আমার বড ভাল লেগেছে, এ বন ছেড়ে কোথাও যাব না আচ্ছা, সেই সব কুহকিনীরা গেল কোথা? তারা কি সত্য সত্যই কুহকিনী? না; তারা খুব ভাল লোক আহা, তাদের কেমন রূপ কেমন মুখ কেমন কথা—কেমন হাসি কেমন গান! তাদের সব ভাল আহা! তারা কত সাধ্‌লে, তখন তাদের কথা শুন্‌লেম না কেন? এখন তাদের দেখ্‌তে আমার বড সাধ হচ্ছে ইচ্ছা কর্‌ছে, যেন সর্ব্বদা তাদের কাছে কাছে থাকি আচ্ছা, তাদের কি আর দেখা পাব না? পাব বৈ কি. তারা ত এই বনেই থাকে আমিও এইখানে থাকি, আর কোথাও যাব না তা' হ'লেই তাহাদের নিশ্চয় দেখা পাবো এবার দেখা পেলে আর তাদের সঙ্গ ছাড়্‌বো না তারা যেখানে যাবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো চোখে দেখ্‌বো, আর প্রাণভরে গান শুন্‌বো

গায়িতে গায়িতে ছদ্মবেশে মেনকার প্রবেশ।

গীত।

পিলু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মনের মত নাগর পেলে বিক ই মন তারে
বুকে বুকে মুখে মুখে রাখি সদা আদরে
বিনামূল্যে কেনা থাকি চোখে চোখে সদা রাখি,
হাসিমুখে প্রেমের ফাঁসি গলায় পরি সাধ করে

মেনকা। কি গো. এই ফর্‌কবিযে চলে গেলে, আবর যে ঘুরে ফিরে এলে ?

অজা এসেছ ? এস এস ফিরে এলেম, তোমাদের গান শোন্‌বার জন্যে

মেনকা। আমরা ত বলেছি, আমরা স্বেচ্ছাচারিণী আমা দের যখন ইচ্ছা হয়, তখন গাই কারও কথায় আমরা গাই না।

অজা তবে না হয় একবার ইচ্ছাই কর না। হাঁগা, আর সবাই গেল কোথা ?

মেনকা তারা স্বেচ্ছাচারিণী, তাদের যেখানে ইচ্ছা হ'ল, সেইখানে গেল

অজা হাঁগা, তাদের কি আর দেখ্‌তে পাব না ?

মেনকা তাদের তুমি যে চটিযে দিয়েছ, তারা আর তোমায দেখা দেবে না আমি কেবল তোমায ভুল্‌তে পারলেম না, তাই আবার তোমার কাছে এলেম

অজা তা বেশ করেছ—বেশ করেছ। হাঁগা, তোমার নাম কি—বল না, শুনি

মেনকা। আমার নাম ? আমার নাম অনুরাগ।

অজা। বাঃ বাঃ! তোমার ত দিব্যি নাম। আর তাদের নাম কি ?

মেনকা তাদের কার নাম শঠতা, কার নাম কপটতা, কার নাম ছলনা, কার নাম প্রতারণা, কার নাম চাতুরী, বুঝ্‌লে ?

অজা। হাঁ। তোমার কিন্তু বেশ নাম—অনুরাগ! দেখ অনুরাগ, আমি অনুরাগ বড় ভালবাসি

মেনকা মিথ্যাকথা

অজা কিসে ?

মেনকা যদি অনুরাগ ভালবাস্বে, তা' হ'লে তখন অত বিরাগ দেখাবে কেন ?

অজা দেখ, তখন আমি বুঝ্তে পারিনে! এখন তোমার আমায় যা বল্বে, তাই শুন্বো

মেনকা তবে

গীত।

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা

প্রাণ নিয়ে প্রাণ দাওনা বঁধু,
হিয়াতে মিশাও হিয়া
প্রেমে চাই নেওয়া দেওয়া
নইলে কি যায় প্রেমিক হওয়া
তোমার মানে সাধ্বো আমি,
আমার মানে সাধ্বে তুমি,
মানে মান কর্লে পরে,
মিলন বিচ্ছেদ সওয়া
আমি চাই তোমার পানে
তুমি চাও আমার পানে,
চোখে চোখে চাওয়া-চাযি হ'ক নিশিদিনে,—
কুসুম-বাণে ডব্'বা না'ক লাগ্লে গাযে মলয় হাওয়া

কিন্তু দেখ, আমাকে ভালবাস্লে এই বনে থাক্তে হবে ; আর কুটীরে যেতে পাবে না। কি বল, আর কুটীরে যাবে না ত ?

অজা এ বনে কোথা থাক্বো ? এখানে ত ঘর বাড়ী নাই ?

মেনকা। কেন, ঘর বাড়ী কর্বে

অজা। হাঁ, তা' হ'লে হবে ; কিন্তু কি ক'রে এখানে ঘর বাড়ী কর্বো অর্থ কই ?

মেনকা অর্থ নেই বা রইল, সামর্থ্য আছে ত ?

অজা। বিলক্ষণ।

মেনকা। তা হ'লে আর ভাবনা কি ? অর্থ উপায়ের অনেক কৌশল আছে আমি যা বল্‌বে, তা কর্‌তে পার্‌বে ?

অজা পার্‌বো

মেনকা আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে চুরি কর্‌তে বলি, পার্‌বে ?

অজা চুরি ! চুরি কি ? কেমন করে চুরি কর্‌তে হয় ?

মেনকা। শিখিয়ে দেবো।

অজা। তার পর ?

মেনকা ডাকাতি ?

অজা। সে আবার কি ? আমি ত ডাকাতি কখন করিনে

মেনকা। ত'ও শিখিয়ে দেব।

অজা আর কি ?

মেনকা। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা —যা বল্‌বো, কর্‌তে হবে।

অজা। আর কিছু নয় অনুরাগ ?—আত্মহত্যা ?

মেনকা সে সব শেষ দেখে, এ সব পার্‌বে ত ?

অজা তুমি কাছে থাক্‌লে, সাহস দিলে পার্‌বো।

গীত।

বারোঁয়া শ্লথ ত্রিতালা

মেনকা বঁধু তবে আমি তোমারি
তুমি আমার আমি তোমার জানিনে ছল-চাতুরী

অজা অনুরাগ ! আমায় ভালবাসা দাও

(পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ।)

মেনকা। আমার ভালবাসা নাও,
আমায় ভালবাসা দাও,
এস বঁধু বুকে এস হেসে কথা কও—
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে থাকি দিবা বিভাবরী।

আমার সঙ্গে চল, যা যা কর্‌তে হবে, আমি একে একে সব ব'লে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান

গায়িতে গায়িতে বনদেবীগণের আবির্ভাব।

গীত।

বিহঙ্গড়া—জলদ্ একতালা

ছি ছি জ্ঞানহারা হয়ো না হয়ো না
সাধে মায়াফাঁদে পড়ো না পড়ো না
রূপের ফাঁদে বাড়ালে প,
এড়াতে পারিবে কখন তা,
মজিবে মজিবে, মূল খোয়াইবে,
আছে যা আর ত রবে না তা।

[অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—ঃ[*]ঃ —

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম-পথ

অজামিলের প্রবেশ।

অজা। অনুরাগ! অনুরাগ! তুমি জান না, আমি তোমায় কতদূর ভালবেসেছি আজ আমি তোমার অনুরাগে অন্ধ মনশ্চক্ষে দেখ্‌ছি, এ জগতে কেবল তুমি আর আমি আমি আর তুমি ত' ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমার ভালবাসার জন্য আজ আমি জগৎ-সংসারও ভুলেছি, ব্রাহ্মণাচারে জলাঞ্জলি দিয়েছি, দয়া-মায়া অন্তর হ'তে দূর করেছি, স্নেহ-ডোর স্বেচ্ছায় ছিন্ন করেছি আজ আমি পূর্ণ পাপের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অনুরাগ! আজ আমি তোমাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য সব করতে প্রস্তুত। তুমি অর্থ চেয়েছ, এখন আমি কেবল অর্থ উপায়ই কর্‌ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মান্‌ব না, স্বর্গ নরক কিছুই বাছ্‌ব না; যে উপায়ে হোক—সৎ অসৎ যে উপায়ে হোক, আমি এখন কেবল অর্থ উপায় কর্‌ব, দেখি, তোমায় সন্তুষ্ট কর্‌তে পারি কি না

এক রমণীর প্রবেশ

রমণী। হাঁগা! তুমি কি ব্রাহ্মণ?

অজা। আজ আমি দুরাচার, দস্যু, নরকের জীব, নরাকারে পশু।

রমণী। ওমা! কি বলে গো! মিন্‌সে পাগল নাকি?

অজা এ্যাঁ! কে তুমি? কি বল্‌ছ? কি চাও?

রমণী। হাঁগা! সত্যি ক'রে বল না তুমি কি ব্রাহ্মণ?

অজা হাঁ ব্রাহ্মণ—তোমার প্রয়োজন?

রমণী তবে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে একবার এস না গা! আমার বুড় শাশুড়ী কাল থেকে একাদশী ক'রে উপসী রয়েছেন। এত বেলা হ'ল, এখনও বাড়ীর নারায়ণটীর পূজা হয়নি, তাই তিনি জল খেতে না পেয়ে, মারা পড়্‌বার উপক্রম হয়েছেন তুমি শীগ্‌গির নারায়ণটীর মাথায় জল দেবে এস না?

অজা আচ্ছা, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

— ০:০ —

কানন-পথ।

নারদের প্রবেশ

নারদ। জীবকে হরিনামের মহিমা শিক্ষা দিবার জন্য মাতৃপিতৃ-পরায়ণ অজামিলকে আমি কৌশলে মহাপাপী দুরাচার কর্‌লেম। এর জন্য কি আমি শ্রীহরির চরণে অপরাধী হলেম? না, এতে আমার অপরাধ কি? আমি-ত কেবল তাঁর নামের মহিমা প্রচারের জন্যই এ কৌশল কর্‌লেম। বিশেষ, তাঁর ইচ্ছাই যখন সকল কার্য্যের মূল, তিনি সূত্রধররূপে জীবকে যখন যে ভাবে পরিচালিত কর্‌ছেন, জীব যখন সেইভাবেই পরিচালিত হচ্ছে, তখন আমার

অপরাধ কি ? আমি ত উপলক্ষ মাত্র হে ইচ্ছাময় ! হে ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ! আমি যে বাঞ্ছা ক'রে অজামিলকে সম্প্রতি মহাপাপে লিপ্ত করলেম, আমার সে বাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় ঐ যে, অজামিল এইদিকেই আস্ছে ! ওঃ, কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ! এত অল্পকালের মধ্যে অজামিলের চরিত্র যে এতদূর পরিবর্ত্তিত হবে, তা' কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই অজামিল আর এখন সে মাতৃপিতৃপরায়ণ শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ অজামিল নয়—এখন অজামিল দুরাচার দস্যু, নিষ্ঠুর নরঘাতক পূর্ণপাপের বিকট প্রতিমূর্ত্তি ! দেখি—দেখি, আরও কি হয় !

[প্রস্থান।

(সহসা মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত ইত্যাদি।)

বেগে রক্তাক্তকলেবরে অজামিলের প্রবেশ।

অজা। অর্থ—অর্থ। কেবল অর্থ এখন আমার কেবল অর্থ চাই ! অনুরাগ আমায় যথার্থ বলেছে—অর্থ চাই এখন আমি কোন কথা শুনব না, কারো নিষেধ মানব না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করব না, স্বর্গ নরক কিছু বুঝ্‌ব না ; যে কোন উপায়ে হ'ক, এখন আমি কেবল অর্থ উপায় করব। দয়া মায়া ! আমার অন্তর হ'তে দূর হও। হৃদয় ! বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হও। হস্ত ! হত্যাকারীর হস্তের ন্যায় নিষ্ঠুর হও আজ আমি দস্যু—অর্থের জন্য আজ আমি দস্যু জগতে এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই, যা আমি অর্থের জন্য আজ করতে প্রস্তুত নয় দস্যু—দস্যু—আজ আমি দস্যু ! দস্যু আর কাকে বলে ? এই একটি রূপার ক্ষুদ্র অঙ্গুরীর জন্য আজ আমি অনায়াসে একটি ব্রহ্মহত্যা করে ফেল্‌লেম। এই ক'টা সামান্য মাতুলীর জন্য একটা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে নির্দ্দয়রূপে বৃক্ষে আছ্‌ড়ে মার্‌লেম। আবার নারায়ণের এই সামান্য পৈতা-

গাছটীর জন্য অনায়াসে এই হস্তে দুইটী স্ত্রীহত্যা ক'রে এলেম এ জগতে আমার মত নিষ্ঠুর কি তার দুটী আছে ? বোধ হয় নাই আজ আমি নিষ্ঠুর—নরঘাতক দস্যু না—না, দস্যুর হৃদয়েও বুঝি দয়া মায়া আছে তবে আমি কি—আজ তবে আমি কি ? কেউ কি বল্‌তে পার—আজ তবে আমি কি ? আজ আমি পিশাচ—আজ আমি নিষ্ঠুর কৃতান্ত-সহচর! নরকের জীব! কোথা ? এস—আজ আমার সহচর হও আমাকে আলিঙ্গন কর না—না, আমার কাছে আস্‌তে আমার কার্য্য দেখ্‌তে তোমাদেরও বুঝি ভয় হবে কাজ নাই—কারো এসে কাজ নাই। একাই আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করব অনুরাগ! দেখ—দেখ, তোমার জন্য আমি নরকের জীব

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিদ্ধারণ্য—জীর্ণকুটীর

অলোক ও অলোকা।

অলোকা কৈ নাথ! কৈ—আমার অজামিল কৈ এল ? এখনি আস্‌বে ব'লে সেই যে তার সাধের হরিণটিকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে গেল,—সেই অবধি কৈ, সে ত আর কুটীরে ফিরে এল না এই আসে—এই আসে ক'রে আজ সপ্তাহ কেটে গেল, এখনও কি আর ফের্‌বার সময় হ'ল না ? আর অজামিল আমার কখন আস্‌বে ? আস্‌বার হ'লে সে কি এতক্ষণ আস্‌ত না ? হায় হায় নাথ! বুঝি এ পোড়াকপাল একেবারেই পুড়েছে। বাঘের

মুখ থেকে হবিণটীকে বাঁচাতে গিয়ে, বুঝি অজামিল আমাব নিজেই বাঘের মুখে পড়েছে নইলে সে এখনও কেন আস্‌ছে না ? সে ত কখন কোথায় গিয়ে এত বিলম্ব কবে না তবে তাব এত বিলম্ব কেন হ'ল ? কি হ'ল কি হ'ল নাথ ! আমার অজামিলের কি হ'ল ? আর যে আমি ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না তোমাব কথায় আজ ক'দিন মনকে পেবোধ দিযে বেখেছি, আজ আর যে তোমার কথায় মন প্রবোধ মান্‌ছে না আশায় আশায ক'দিন বুক বেঁধে আছি, আজ আব ত আশায আশায বুক বাঁধ্‌তে পার্‌ছি না আশা ভবসা যে একে একে সকলি ফুবাল। নিরাশার কাল-মেঘে ক্রমে যে চারিদিক্ ছেয়ে গেল ! আর কি আশায় জীবন ধর্‌ব ? নাথ ! তোমায বিনয করি তোমাব করে ধবি, তোমার চরণে ধরি ; দাও—দাও, আমাব অজামিলকে এনে দাও। যেখানে পাও—একবা'ব আমার অজামিলকে এনে আমাব কোলে দাও। নইলে এ জীবন আর আমি বাখ্‌ব না এখনি তোমার পায়ে আত্মঘাতিনী হ'ব

গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঝাঁপ তাল

এনে দাও, এনে দাও আমাব হৃদয়-রতন
সে ধন বিহনে নাথ র'বে না মম জীবন
হাবাইয়ে নয়ন-তাবা,
পেয়েছিনু নযন তাবা,
সে ধনেতে হ'য়ে হাবা, কি সাধে ধবিব প্রাণ
কবে ধ'বে বিনয ক'রে,
সাধি হে নাথ তোমারে,
একবাব আমার অজামিলে দাও হে কোলে নিবেদন

অলোক। পত্নি! অজামিলের জন্য তুমি কি বেশই কাতর হয়েছ? তার অদর্শনে তোমার ন্যায় আমিও ব্যাকুল হয়েছি। আন্-বার হ'লে, আমি এতক্ষণ কোন্‌কালে আমার বুকের ধন অজামিলকে বুকে ক'রে এনে তোমার কোলে দিতেম; কিন্তু কি কর্‌বো? অন্ধ—দৃষ্টিশক্তি নাই, কোথাও যাবার উপায় নাই কাজেই কেবল রোদনই এখন আমাদের সম্বল রোদন ব্যতীত আর আমাদের অন্য উপায় নাই।

অলোকা। এঁ্যা—উপায় নাই! তবে কি আমি সত্য সত্য অজা-মিলকে হারিয়েছি? আর কি অজামিল আমার ফিরে আস্‌বে না? আর কি অজামিল আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে না?

অলোক দেবি! বোধ হয়, অজামিলকে আমাদের দগ্ধ-উদরের জন্য ফল আন্‌তে বলেছিলাম, তাই আমার উপরে তার অভিমান হয়েছে তাই সে নিষ্ঠুর হয় ত দেখা দিচ্ছে না তুমি তাকে একবার ভাল ক'রে ডাক দেখি বোধ হয়, তুমি ড কলে, তোমার রোদন শুন্‌লে কখনই স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।

অলোকা স্বামিন্! সে যে অবধি গেছে, আমি যে সেই অবধি তাকে সর্ব্বদা ডাক্‌ছি, তার জন্য সর্ব্বদা কাঁদ্‌ছি সে কি আমার কান্না শুনেও আস্‌ছে না? অজামিল! কৈ তুই, কোথা বাপ্! আমরা অন্ধ, তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ব'লে কি আমাদের সঙ্গে রহস্য কর্‌ছিস্? দুঃখিনীর ধন! কো'থা গিয়ে তোর দুঃখিনী মা'কে ভুলে গেলি? আয় আয়, দুঃখিনীর কোলে ফিরে আয়। কৈ বাপ্! কখন কোথাও গিয়ে ত এত বিলম্ব করিস্ নে—আজ তোর দুঃখিনী মাকে এত কাঁদাচ্ছিস্ কেন? আমাদের উপরে কি অভিমান করেছিস্? আয় আয় বাপ্! আর অভিমানে কাজ নাই। তুই যে বড় পিতৃভক্ত! তোর পিত যে আজ তোর অদর্শনে প্রায় একপক্ষ অনাহারে রয়েছে। তাঁর যে বড় ক্ষুধা

পেয়েছে বাপ্ ! তুই যে তাঁর জন্য ফল আন্‌বি বলেছিলি। কৈ বাপ্ ! ফল দিয়ে তাঁর ক্ষুধা দূর কর না—আমার যে বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। কৈ কোথা তুই ? একটু জল এনে দেনা বাপ্ ! কেন বাপ্ ! তুমি কি ফল পাওনি, তাই তোমার দেখা দিতে লজ্জা হচ্ছে ? তা হ'ক বাপ্ ! আমাদের আর ফলে প্রয়োজন নাই তুই আয় বাপ্——দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীর কুটীরে ফিরে আয়। কৈ বাপ্ এলিনে ? অজামিল—অজামিল, আর যে তোকে ডাক্‌তে পার্‌ছিনে ডেকে ডেকে কণ্ঠ-রোধ হ'য়ে এল। কেঁদে কেঁদে বুক যে ভেসে গেল। স্বামিন্! আর কত ডাক্‌বো ? অঙ্গ যে ক্রমে অবশ হ'য়ে এল আর যে ডাক্‌তে পার্‌ছি না, আর যে কথা কইতে পার্‌ছি না।

গীত

কীর্ত্তনাঙ্গ

প্রাণনাথ কত ডাকিব বল আর
আমি ডেকে ডেকে হ'লাম সারা,
আর ত কথা স'রে না আমার
নীরস সরস কণ্ঠ ডেকে অজামিলে,
কেঁদে বুক ভাসাইনু নয়নের জলে,
আর ত পারি না—পারি না—
কেঁদে ডাক্‌তে তারে—আর ত পারি না—পারি না—
ডেকে দেহ হ'ল অস্থিসার
অভাগিনীর পোড়া কপাল বুঝি বা পুড়েছে,
বিপিনে প্রবেশি' বাছা প্রমাদে পড়েছে,
তাইতো এল না—এল না—

প্রাণ হারায়েছে—প্রাণের অজামিল—
আমার রোদন শুনে তাই ত এল ন —এল না—
সার হ'ল কেবল হাহাকার
বুঝিয়েছিনু অন্তরে হারাব হৃদয়নিধিরে,
মন সরেনি সরেনি, তাই প্রাণের প্রাণে বিদায় দিতে—
হায় তাই ঘটিল কপালে—ভালে এই কি ছিল—
সে ধন বিহনে, এ হার জীবনে কি ফল থাকবে, দাও হে বলে—
আর ত সহে না—সহে না,
অজামিলের শোক আর সহে না—সহে না,
জীবনে জুড়াব আশা আমার ॥

অলোক। দেবি! তবে বোধ হয়, অজামিল কোন দূর বনে গিয়ে পথহারা হয়ে প'ড়েছে তাই সে তোমার ক্রন্দন শুন্‌তে পাচ্ছে না।

অলোকা প্রাণেশ্বর! আর কেন মিছা প্রবোধ দিচ্ছ? আমি বুঝেছি, আমাদের ভাঙ্গা কপাল একেবারেই ভেঙ্গেছে। অজামিল আমার কখনই আর জীবিত নাই। জীবিত থাক্‌লে এমন ক'রে, কখনই সে চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারত না সে ত কখন আমাদের কোন কথায় রাগ কি অভিমান করেনি। আজ সে কেন এরূপ অভিমান কর্‌বে? নিশ্চয়ই সে ব্যাঘ্র-কবলিত হয়েছে—নয় অন্য কোন হিংস্রক জন্তুতে তাকে বিনাশ করেছে হায় হায় নাথ! অজামিল আমার কুটীর থেকে যেতে চাইলে, যখন আমার ডান চক্ষু নেচেছিল, ডান অঙ্গ কেঁপেছিল, তখন আমি বুঝেছিনু যে, আমাদের কপাল ভাঙ্গ্‌বে। হায় হায় নাথ! তাই ঘট্‌লো। উঃ নাথ! আমার প্রাণ কি কঠিন! আমার অজামিল ছেড়ে গেছে, আমার প্রাণ এখনও রয়েছে না—আর না, আর সহ্য

হয় না ; উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা ! যাই, আমার অজামিল যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে যাই

(পতন ও মূর্চ্ছা)

অলোক। দেবি ! জুড়ালে ? সকল শোক, সকল যন্ত্রণা একাই জুড়ালে ? আমাকে একা সকল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে রেখে তুমি আগে পালালে ? তা হবে না, একা যেতে পাবে না আমিও যা'ব। দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এ জগতে আমরা দুজনে কেবল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে এসেছিলাম আজ দুজনে একসঙ্গেই যন্ত্রণা জুড়াব। দাঁড়াও—দাঁড়াও আকাশ ! শুনেছি, তোমার প্রকাণ্ড অঙ্গ। এ হতভাগ্যের মস্তকে পড়্‌বার জন্য আজ তোমার কোলে কি একটিও বজ্র নাই ? কৃতান্ত ! তোমার কালদণ্ড এ হতভাগ্যকে স্পর্শ কর্‌তে কি ভয় পাচ্ছে ? মৃত্যু ! কোথা এ সময়ে—এস—এস তোমায় আলিঙ্গন করে সকল জ্বালা জুড়াই। কৈ, এলে না ? আস্‌বে কেন ? আমার কাছে আস্‌বে কেন ? যে তোমায় ডাকে না, যে তোমায় চায় না, তারি কাছে তুমি আগে যাও আমি তোমায় ডাক্‌ছি, আমার কাছে আস্‌বে কেন ? তা না হ'লে লোকে ব'লে, অনাহারে মৃত্যু হয় কৈ, আমি ত এই একপক্ষ কাল এক গণ্ডূষ জল অবধি গ্রহণ করিনে। কৈ, অনাহারে আমার ত মৃত্যু হ'ল না ? বুঝেছি—মৃত্যু আমাদের মত হতভাগ্যদের জন্য নয় তা হ'লে যন্ত্রণা ভোগ করবে কে ? হতভাগিনি ! কৈ, কোথ তুমি ? প্রাণপাখী কি সত্যই পুত্রশোক-জর্জ্জরিত দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেছে ? না, এখনও বিলম্ব আছে ? অজামিল ! কোথা আছিস্‌ ! দেখে যা—তোর মার দশা একবার দেখে যা—দেখে যা, সিদ্ধারণ্যে আজ কি ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত !

গীত।

গাবামিশ্র—ঠুংরী।

কোথায় এ সময় হায় হৃদয়-রতন
দে রে দরশন
ভুলে জনক-জননী কোথা রহিলি এখন,
দেখ্ তো বিহনে জননী তোর, ভূমে অচেতন,
হয়ে পাষাণ এমন, কেন হ'লি রে এমন,
ওরে একবার এসে দেখা দিয়ে রাখ রে জীবন
ঘোর শোকের অনলে হায় দহিলি হৃদয়,
ওরে এই কিরে তোর মনে ছিল রে র নিরদয়,
হ'ল এই কি পরিণাম, পিতৃভক্ত গুণধাম,
আজ পিতামাতা দুজনার বধিলি জীবন

অলোকা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উন্মাদিনীর ন্যায়) নাথ! পেয়েছি পেয়েছি, আমার অজামিলকে পেয়েছি ঐ যে আমার অজামিল! ঐ যে আমার অজামিল আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছে আহা। বাছা আমার রাজা হয়েছে দেবরাজ নিজে আমার বাছাকে বনে রাজা করেছে। বাছা আমার রাজা হয়ে রাজকার্য্যে বড় ব্যস্ত রয়েছে। একদণ্ডও বাছার অবসর নাই তাই আমাদের কাছে আস্‌তে পার্‌ছে না তা হোক, আমরাই বাছার কাছে যাই নাথ! ধর ধর, শীগ্‌গীর ক'রে হাত ধর চল—চল, আমাদের অজামিলের কাছে যাই কৈ ধর্‌ছ না? তুমি বুঝি যাবে না? ছি ছি! কি নিষ্ঠুর! আচ্ছা, তুমি না যাও, আমি একাই যাচ্ছি

আলোক হতভাগিনি! কর কি—কর কি! কোথা যাও? অজামিলের শোকে সত্যই কি শেষে উন্মাদিনী হ'লে?

অলোকা। উন্মাদিনী হইনে নাথ. স্বপ্ন দেখেছি অজামিল আমাব জীবিত আছে অজামিল আমার বাজা হয়েছে নাথ! উন্মাদিনী হ'লে ভাল ছিল, এ যন্ত্রণা আব সহ্য কর্‌তে হ'ত না উঃ নাথ! অজামিলের অদর্শন আর সহ্য কব্‌তে পারিনে বুক যে জ্বলে গেল!

অলোক। চল হতভাগিনি, নদীতটে চল। সেইখানে চিতা নলে সকল জ্বালা জুড়াবে দীনবন্ধো! এ দীনের ভাগ্যে আব কি লিখেছ? অনাথনাথ! এ অনাথের যন্ত্রণাব দিন কি কিছুতেই ফুরাবে ন? নারায়ণ। আর কত কাঁদাবে, আর কত কাঁদ্‌বো! কেবল কাঁদাতেই কি তুমি আমাদেব জগতে পাঠিযেছিলে? তোমাকে ডেকে কেঁদে কেঁদেই যে আমাদেব দিন গেল। আর সুদিন কবে হবে দীনবন্ধো!

অলোকা কাঁদিতেই আমাদের জন্ম কেঁদে কেঁদে আর একবার মনের ব্যথা ব্যথাহারীকে জানাই; দেখি, ব্যথাহারীর বুকে ব্যথা বাজে কি না!

গীত।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

কোথা ওহে দীনবন্ধু দেখা দাও এ নিদানকালে।
বিপদে পড়িয়ে ডাকি বিপদ্-ভঞ্জন বলে
তুমি হে অগতিব গতি,
তোমার নামে যায় দুর্গতি,
আমাদের এ দুর্গতি ঘুচাবে আর কোন্ কালে।
কাঁদাবে আব কত কাল,
কেঁদে কেঁদে গেল কাল,
অন্তকালে কালের কাল, ফেল না কালের কবলে
রাখ রাখ কালবরং তব চরণ-কমলে॥

(দূরে লক্ষ্মীসহ নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। কমলে! ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ দুটী পূর্ণ শোকের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত

লক্ষ্মী। রাজীবলোচন? ওরাই আপনার ভক্ত অলোক অলোকা?

নারা। হাঁ প্রিয়ে! ওরাই আমার ভক্ত অলোক অলোকা। ওদেরই কথা তোমায় বলেছিলাম অলোক অলোকার পুত্র অজামিল আজ দুরাচার দস্যু, ঘোর অত্যাচারে প্রবৃত্ত। তারি অদর্শনে আজ অলোক অলোকার এই শোচনীয় অবস্থা!

লক্ষ্মী রাজীবলোচন! যাদের তুমি পরম ভক্ত বল্‌ছ, তারা অন্ধ! আর তারা তোমায় সাতজন্ম ধ'রে ডাক্‌ছে, তবু তুমি এত-দিন তাদের দেখা দাও নাই? এই বুঝি তুমি দয়াময়, আর এই বুঝি তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য?

গীত।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

নাহি জানি হায়,　　নাথ হে তোমায়
কি গুণেতে কয় সবে দয়াময়
তব সম হায়,　　ঘোর নিরদয়,
কে আছে কোথায় বল হে আমায়
অকূল কাণ্ডারী,　　তুমি হে মুরারি,
তবে কেন ভাসে দিবা বিভাবরী,
অকূল পাথারে,　　আকুল অন্তরে,
ভক্ত তব হায় যে হয় ধরায়
মা মা ব'লে তুমি ডাক নাথ যারে,
ভাসাও হে তারে অকূল পাথারে,
কর সারাৎসার,　　হাহাকার সার,
শেষে অস্থিসার কর হে তাহায়

নাবা তার কারণ শোন প্রিয়ে! যে আমায় ভক্তি করে, অথচ আমার প্রিয় ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, আমি কদাচ তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হই না। আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদ ধৌত ক'রে, ও বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণের মান বাড়িয়েছি, যে মূঢ় ভ্রমে প'ড়ে সেই জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণের অপমান করে, সে আমার ভক্ত হ'লেও আমি প্রকৃতপক্ষে তার উপরে রুষ্ট হই এই অলোক পূর্ব্বে দেবীদাস নামে পরিচিত ছিল দেবীদাস আমায় ভক্তি কর্‌লেও ব্রাহ্মণকে তাদৃশ ভক্তি কর্‌ত না। একদিন দেবীদাসের গৃহে এক বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত বিকটাকার ব্রাহ্মণ আসেন। দেবীদাস অতিথিসৎকার অবশ্যকর্ত্তব্য ভেবে অতি তাচ্ছিল্যের সহিত তাঁহার সেবা করে। আহারান্তে সেই ব্রাহ্মণ দেবীদাস ও তৎপত্নীকে তাঁহার প্রসাদ খেতে বলেন; কিন্তু সেই বিকটাকার ব্যাধিগ্রস্ত গলিত ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খেতে দেবীদাস ও তৎপত্নী উভয়েরই মনে দারুণ অভক্তির উদয় হয়। কিন্তু পাছে প্রসাদ না খেলে ব্রাহ্মণ শাপ দেন, এই ভয়ে উভয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে, অতি অবজ্ঞার সহিত সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সেইরূপ চক্ষু মুদিত ক'রে ঘৃণার সহিত প্রসাদ খেতে দেখে, ক্রোধে "সপ্তজন্ম জন্মান্ধ হও," বলে অভিসম্পাৎ করেন। সেই অবধি দেবীদাস ও তৎপত্নী সপ্তজন্ম অন্ধ হয়ে রয়েছে আর সেইজন্যই তারা আমায় সপ্তজন্ম ধ'রে ডাক্‌লেও আমি ব্রহ্মবাক্য খণ্ডন ক'রে তাদের বৈকুণ্ঠে আনতে পারি না। এক্ষণে সেই দেবীদাস ও তৎপত্নী সিদ্ধারণ্যে অলোক অলোকা নামে পরিচিত। আজ তাদের সপ্তজন্ম পূর্ণ আজ তাদের সেই ব্রহ্ম-শাপ অন্ত হবে; আজ তারা সাধনোচিত ধামে স্থান পাবে তাই আমি আজ তাদের বৈকুণ্ঠে আনতে এসেছি।

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ ঝাঁপতাল

শুন অচিন্ত্যরূপিণী আমার বচন
যে চিন্তায় চিন্তামণি সদা উচাটন
কল্পতরু নাম, ভক্ত মনস্কাম,
পূরাইতে অবিরাম মম হে যতন
ভক্তের তরে, ভ্রমি চরাচরে,
সহি কত মরমের যাতনা ভীষণ,—
ভক্ত প্রাণ মন, হৃদয়রঞ্জন,
ভক্তহৃদে অধিষ্ঠান করি অনুক্ষণ

লক্ষ্মী। নাথ! তবে আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন? যে তোমার ভক্ত, সে আমারও ভক্ত চল, আজ আমরা উভয়ে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি

আলোক। প্রিয়ে! অকস্মাৎ স্বর্গীয় সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়ে উঠ্‌লো কেন বল দেখি

আলোকা নাথ! শোন—শোন, যেন কোথা হতে মধুর নুপুরধ্বনি কাণে আস্‌ছে।

আলোক। কে রে! অজামিল এলি? তুই কি সত্যই জীবিত আছিস্ বাপ্? কৈ—তুই কৈ—আয় না বাপ্। পিতামাতার সঙ্গে আর রহস্য কেন? আর লুকোচুরি কেন? আমাদের যে প্রাণান্ত হয় বাপ্!

লক্ষ্মী নাথ! আমি এ শোকের দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারিনে, আপনি পারেন দেখুন, আমি অন্তরালে যাই

[প্রস্থান

আলোক। নাথ! ঐ শোন, শুষ্কপত্রের উপরে কার পদধ্বনি হচ্ছে। নিশ্চয় আমার অজামিলই এসেছে অজামিল—অজামিল! এসেছিস্? তোর পিতার জন্য ফল এনেছিস্? আমার জন্য কি জল এনেছিস্? এত বিলম্ব হ'ল কেন? কৈ—কৈ বাপ্ তুই? আমরা যে তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ্? আয—আয, একবার কোলে আয। কৈ বাপ্! কথা কচ্ছিস্ না যে? বিলম্ব হয়েছে ব'লে কি আস্‌তে তোর লজ্জা হচ্ছে। আয় বাপ আয়! আয, আমার কোলে আয। একবার আমায় মা বলে ডাক

গীত

আশোয়ারী—লোফা।

আয় আয় কোলে আয় হৃদয় রতন
মা ব'লে আয় কোলে, জুড়া তাপিত জীবন।
কি কারণ বাছাধন বল হ'ল অভিমান,
সুধাইলে কসনে কথা কেন রে এমন,
আয় কোলে আয়, একবার আয় দেখি বাপ,
জুড়াই জীবন
আর সইতে নারি—
তোর অদর্শন আর সইতে নারি,
তোরে বুকে ক'রে বুকের ব্যথা,
আমরা জুড়াই এখন

নারা মা—মা! এই আমি এসেছি, আমায় কোলে কর।

আলোকা। আয় চাঁদ আয় (নারায়ণকে ক্রোড়ে লইয়া সবিস্ময়ে) নাথ—নাথ! এ আমি কা'কে কোলে কর্‌লেম? কে এ হতভাগিনীকে মা ব'লে ডাকলে?

অলোক কৈ পত্নি ! একবার আমার কোলে দাও দেখি
(ক্রোড়েধারণ)

অলোকা বাছা ! কে তুই ? কে তুই—হতভাগিনীকে মা ব'লে ডেকে কোলে এলি ? আমরা তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না বল্‌ বাছা, তুই কি সত্যই আমাদের অজামিল নস্‌ ?

নারা । কেন মা ! অজামিল না হ'লে কি আর আমায় কোলে করবে না ?

অলোকা না বাছা, তা নয় তুই যে হ'স্‌, আমার কোলে আয় । একবার আমায় মা ব'লে ডাক্‌ আমার প্রাণ শীতল হ'ক্‌ ।

নারা । মা—মা—মা ।

অলোক দেবি ! এ ত আমাদের অজামিলের কণ্ঠস্বর নয় ! বৎস ! আমরা তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না আমাদের সঙ্গে রহস্য করো না সত্য বল, কে তুমি ! তুমি যদি আমাদের অজামিল না হও, তা' হ'লে তোমার নাম কি বৎস ?

নার আমার নাম শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মণ ।

অলোক বৎস দীনবন্ধু ! আমাদের অজামিলকে চেন কি ?

নার আমি সকলকেই চিনি কিন্তু আমায় কেউ চেনে কৈ ?

অলোকা বাছা ! তুমি আমাদের অজামিলকে চেন ? তার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে ? সেই কি তোমায় আমাদের কাছে পাঠিয়েছে ? বল বাছা, সে এখন কোথায় আছে ? তার কাছে আমাদিকে নিয়ে চল । আমরা তার অদর্শনে আর প্রাণ ধর্‌তে পার্‌ছিনে উঃ ! বড় জ্বালা, দীনবন্ধু ! বড় জ্বালা । হৃদয় পুড়ে গেল ।

নারা । মা ! আমি তোমাদের জ্বালা জুড়াতেই এসেছি ।

অলোক । বৎস ! তোমার কথা অতি মধুর তোমার পিতার নাম কি ? তোমাদের আশ্রম কোথা ?

নারা আমার পিতার নাম শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণ, পিতামহের নাম শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণ—আমাদের আশ্রম বৈকুণ্ঠনগর

অলোক না বৎস! কৈ তোমাদের কাকেও ত চিন্‌তে পার্‌লেম না।

নার সেকি! তবে আমায় ডাক্‌ছিলে কেন?

অলোক কৈ বৎস! আমরা ত তোমায় ডাকিনে! সে ত আমরা আমাদের অজামিলকে ডাক্‌ছিলাম।

নার তবে তোমরা 'দীনবন্ধু দীনবন্ধু' ব'লে এইমাত্র দুজনে কা'কে ডাক্‌ছিলে?

অলোকা বাছা! সে আমর ব্যথাহারী দীনবন্ধু হরিকে আমাদের মনের ব্যথা জানাচ্ছিলেম।

নারা। তাই ত আমি ব্যথ পেয়ে, তোমাদের ব্যথা দূর কর্‌বার জন্য বৈকুণ্ঠ হ'তে এসেছি

উভয়ে অ্যাঁ অ্যাঁ! কি কি! তুমি ব্যথাহারী দীনবন্ধু হরি!

(প্রণাম ও স্তব)

স্তব।

অলোক।—জয় সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
বিঘ্নবিনাশন বিপিনচারী।
অলোকা।—জয় কমলারঞ্জন, কালীয়-গঞ্জন,
বিপদ্‌ভঞ্জন মুরলীধারী;
অলোক।—জয় অজর অমর, অব্যয় ওঙ্কার,
নিত্য নিরীশ্বর দরপহারী।
অলোকা।—জয় ত্রিগুণ ধারণ, ত্রিলোক তারণ,
নিখিল কারণ প্রলয়কারী
উভয়ে।—জয় জয় হৃষীকেশ দীনদুঃখহারী

অলোকা। ঠাকুর! আমরা অন্ধ, অন্ধের সঙ্গে এতক্ষণ ছলনা কর্‌ছিলে কেন?

অলোক পত্নি—পত্নি! আজ আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। স্বয়ং ব্যথাহারী হরি আজ তোমায় মা ব'লে ডেকে কোলে উঠেছেন।

অলোক। ব্যথাহারি! এতদিনে কি আমাদিগকে মনে পড়্‌লো? আমরা যে তোমায় কত ডেকেছি, কত কেঁদে আমাদের বুকের ব্যথা জানিয়েছি। কেন হরি, আমাদের কান্না কি তুমি এতদিন শুন্‌তে পাও নাই? আমাদের ব্যথা কি তুমি এতদিন বুঝ্‌তে পার নাই? লোকে তোমায় দয়াময় বলে, আমাদের প্রতি তবে এত নিদয় হয়েছিলে কেন? এমনি ক'রেই কি আমাদিগকে এতদিন কাঁদাতে হয়? এমনি ক'রেই কি আমাদের ব্যথার উপরে ব্যথা দিতে হয়?

অলোক। জগন্নাথ। আমাদিগকে জন্মান্ধ ক'রে রেখেছ। তোমার সৃষ্ট জগৎ যে কেমন, তা' আমরা কখনও দেখ্‌তে পেলেম ন হরি! আজ আমাদের বড় সাধ হচ্ছে যে, তোমার জগন্মোহন রূপ একবার দর্শন করি। দীননাথ! দাও—দাও, আজ একবার আমাদের চক্ষু দাও, একবার আমাদের দৃষ্টিশক্তি দাও। আজ আমরা একবার তোমার বিশ্বমোহন রূপ দর্শন ক'রে আমাদের জন্ম সার্থক করি।

গীত

খাম্বাজ—একতালা।

ওহে নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন,
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন।
যদি দয়া করি, দয়াময় হরি,
দিলে আসি দরশন—

তবে কৃপা করি, দীনবন্ধু হরি,
পূরাও দীনের আকিঞ্চন
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ইচ্ছাময়,
তোমার ইচ্ছাতে সৃজন প্রলয় ;
শিখর সাগর, ঊষর উর্ব্বর,
অদ্ধ চিত্রকর কটাক্ষে বিধান
সর্ব্বমূলাধার, তুমি সারাৎসার,
কৃপা করি দৃষ্টি দেহ একবার,
করি দরশন, বিশ্ববিমোহন,
রূপ তব হেরি জুড়াই জীবন

নারা। অলোক! ব্রহ্মশাপে তোমরা সাত জন্ম এইরূপে জন্মান্ধ হ'য়ে রয়েছ আজ তোমাদের সেই ব্রহ্মশাপ মোচন হবে, তাই আজ আমি তোমাদের দেখা দিতে এসেছি চল, তোমরা এ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠে ব'সে দিব্যচক্ষুতে দিবারাত্র আমায় দেখ্‌বে চল।

অলোকা ঠাকুর! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। যদি দয়া ক'রে এসেছ, তবে ব'লে দাও, আমার অজামিলের কি হয়েছে। অজামিলকে পেলে আমি বৈকুণ্ঠে যাবারও বাসনা করিনে।

নারা। দেবি! সে বাসনা পরিত্যাগ কর অজামিলের সহিত আর তোমাদের ইহজন্মে সাক্ষাৎ হবে না সে জীবিত আছে বটে, কিন্তু সে আর সে অজামিল নাই এখন সে কুহকিনীর কুহকজালে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণাচার বিসর্জ্জন দিয়ে, মহাপাপী দুরাচার হ'য়ে উঠেছে স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা, ব্যভিচার এখন তার দৈনিক কার্য্য তার সংসর্গে আর তোমাদের থাকা উচিত নয় তার আশা পরিত্যাগ ক'রে চল—এ লৌকিক দেহ ছেড়ে দিব্যদেহে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল।

বেণুকার প্রবেশ

গীত।

খট্‌মিশ্র—যৎ।

রেণুকা।—অগতির গতি তুমি যদি ওহে নারায়ণ।
অবলার প্রতি তবে কেন নিদয় নিরদবরণ
বল কিবা অপরাধে—
ভাসালে ঘোর বিষাদে,
অকালে সকল সাধে ঘুচালে হে কি কারণ
অনাথিনী ক'রে মোরে কি সাধ হ'ল পূরণ।
সতীর পরম গতি,　　হারায়েছি প্রাণপতি,
তুমি হে জগৎপতি, কর গতি সুবিধান

অনাথনাথ! আপনি জগৎপতি হ'য়ে আমায় পতিহারা করেছেন। আবার এঁদেরও বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছেন। অগতির গতি। বলুন, এ অনাথার গতি কি করে চল্‌লেন

নারা। সাধ্বি! পতিহারা হয়েছ ব'লে আমাকে বৃথা দোষী কর্‌ছ কেন? এ সংসার কর্ম্মভূমি। যতক্ষণ না কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হয়, ততক্ষণ জীব কেবল আপন আপন কর্ম্মফলভোগ কর্‌বার জন্যই এখানে আসে। তুমি পূর্ব্বে মহাধনশালী বণিকের কন্যা ছিলে, এজন্য সর্ব্বদাই অহঙ্কারে দরিদ্র পতির প্রেমে উপেক্ষা কর্‌তে; তাই এ জন্মে পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হ'লে তোমার পতি জীবিত আছে বটে, কিন্তু এক্ষণে সে সুরাপায়ী, গণিকা-সক্ত দস্যুপতি। তাহার সহিত এ জন্মে আর তোমার মিলন হ'বে না। তা'র আশা পরিত্যাগ ক'রে সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে বর চাও। আমি তোমায় বরদান করব।

রেণুকা। বরাভয়দায়ি! আমি অবলা বালিকা, কিছুই জানি না। আমায় ব'লে দিন, আমি কি বর প্রার্থনা কর্‌বো?

নারা। রেণুকা! তোমার যে বর বাসনা হয় প্রার্থনা কর, আমি তোমায় সেই বরই দান কর্‌বো।

রেণুকা বাঞ্ছাকল্পতরো! তবে আমায় এই বর দিন,—যেন বৈকুণ্ঠে পতির বামে ব'সে সর্ব্বদা আপনার যুগলরূপ দেখ্‌তে পাই।

নারা। তথাস্তু

রেণুকা। ঠাকুর! আপনি সত্যময় সনাতন আপনার শ্রীমুখের বাণী কখনই মিথ্যা হবে না কিন্তু আমার পতি মহাপাপী হয়েছেন, বৈকুণ্ঠে ত তাঁর অধিকার নাই। আপনি যদি তাঁকে বৈকুণ্ঠে স্থান না দেন, ত' হ'লে কিরূপে আমি বৈকুণ্ঠে পতির বামে ব'সে আপনার যুগলরূপ দর্শন কর্‌বো? তবে বলুন দয়াময়, আপনার বাক্য রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার পতি‹ সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে অন্তে তাঁকে বৈকুণ্ঠে স্থান দেবেন?

নারা। ধন্য ধন্য রেণুকে! তুমি যথার্থই সাধ্বী। আজ তোমার পতিভক্তির পরীক্ষা হ'ল আমার বাক্য কখন অন্যথা হবে না তোমার পতি মহাপাপী হয়েছে বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সে একবার মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে বৈকুণ্ঠে স্থান দেবো

রেণুকা। জয় হরি দয়াময়

নারা সাধ্বি! তোমার কাল পূর্ণ হ'তে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। ততদিন তুমি পতিপদচিন্তায় কালাতিপাত কর কাল-পূর্ণ হ'লেই আমি তোমায় বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। আয় অলোক! আয় অলোকা! ঐ তোদের [illegible] রথ এসেছে। আয় তোরা রথে ক'রে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে আয়।

রেণুকা। (অলোক অলোকার প্রতি) হতভাগিনী রেণুকা জন্মের মত আপনাদের চরণে প্রণাম করছে, আশীর্ব্বাদ করুন।

অলোক এ জন্মে তোর কোন সাধ পূর্ণ হয়নি। আশীর্ব্বাদ করি, যেন পরলোকে তোর সকল সাধ পূর্ণ হয়।

রেণুকা। মা! আমাকে কার কাছে রেখে চল্লে?

অলোকা মা রেণুকে! আর আমায় এ সময়ে অমন মধুমাখা স্বরে মা ব'লে ডাকিস্‌নে আমার মা বুলি শোনা জন্মের মত ঘুচে গেছে। তোর মুখে মা বুলি শুন্‌লে, আবার আমার অজামিলকে মনে পড়ে আমার ইহজন্মের সকল আশা অকালে ফুরিয়েছে আর যাবার সময়ে আমাকে মা ব'লে ডেকে আমায় জড়াস্‌নে।

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

হায় মা মা ব'লে ডাকিস্‌নে গো আর আমায়
যাবার সময় মা মা ব'লে কেন ফেলিস্ আর মায়ায়
ঘুচেছে জন্মের মতন, মা বুলি কথা শ্রবণ,
হায় আমার,—
ওগো মা বলা বোল যা'গো ভুলে, জন্মের মত দে বিদায়।
তোর মুখে মা বুলি শুনে,
আমার অজামিলে পড়ে মনে (হায় অনুক্ষণ),
আমি ভুলেছি—
অজামিলের মা মা বুলি আমি ভুলেছি—
ভাবের স্মৃতি ঘুমায়েছে আবার জাগাস্ কেন—
আশার বাসা ভেঙ্গেছে বিধি
আশায় ভুলাস্ কেন—
আমার হিয়া-মরুভূমে, অনেক যতনে,
বাসনা-কুসুম রোপিলাম,

নিরাশা-তপনে, মুকুল ওথাল

অকালে ছিঁড়িয়া ফেলিলাম,

আর ভবের জ্বালা সইতে নারি,

ভবের খেলা পরিহরি হায়, তাই চলিলাম, —

ওগো ভুলেছি সে অজামিলে

পেয়ে হরি দয়াময়

অলোক পত্নি। এ জীর্ণ দেহ ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছ কি?

আলোকা নাথ যাবার সময়ে অজামিলকে একবার কোলে কর্‌তে পেলেম না, এই বড় দুঃখ রইল।

নারা অলোকা! বৈকুণ্ঠে তোমার সে সাধ পূর্ণ হবে। এখন এস, নদীতটে চিতানলে এ জীর্ণ দেহ বিসর্জ্জন ক'রে দিব্যদেহে আমার সহিত বৈকুণ্ঠে এস

[রেণুকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রেণুকার গীত।

ঘুচালি সব বাসনা ওমা শিবে শবাসনা

ভবের বাসা ভাঙ্‌লি যদি, যাওয়া-আসা ঘুচিয়ে দেনা

সতীর পরম গতি,

হারাইয়া প্রাণপতি,

সংসার-শ্মশানে নিতি করব কত আনাগোনা।

যা কিছু মা দিয়েছিলি,

সকলি তা হ'রে নিলি,

শেষে অকূলে ভাসালি কুল-কুণ্ডলিনী ;—

বল মা কোথা দাঁড়াই এখন,

কেউ ত নাই মা বল্‌তে আপন,

সার করেছি তোর শ্রীচরণ জুড়াতে দে ত্রিনয়না॥

রেণুকা। শ্মশান শ্মশান! সিদ্ধারণ্য আজ শ্মশান! এই শ্মশানে হতভাগিনী রেণুকা আজ একাকিনী। কোথা যাব? হত-ভাগিনীর আশ্রয় কোথা আছে? সব শ্মশান! যেদিকে চাই, সব শ্মশান! সিদ্ধারণ্য শ্মশান—জগৎ-সংসার শ্মশান—হৃদয়খান শ্মশান। দূরে চিতানল—অন্তরে তুষানল! চিতানলে এঁরা দগ্ধ হলেন, তুষানলে আমি দগ্ধ হচ্ছি না কেন? মা শ্মশানবাসিনী শঙ্করি! যাই—তোর মত আমিও আজ এই সংসার-শ্মশানে ভ্রমণ করিগে

গীত

ললিত-ভৈরবী একতালা।

আমায় যা দিয়েছিলি, সব কেড়ে নিলি,
ঈশানী পাষাণ-নন্দিনী
বাকি কি রাখিলি, কেবল কাঁদালি,
ভাসালি অকূলে কুলকুণ্ডলিনী
সুখসাধ মোর কিছু না পূরালি,
আশা বাসা মোর সব ভেঙ্গে দিলি,
ভবের হাটে তবে কেন মা পাঠালি,
বেসাত কহিতে যদি মা দিবিনি।
তোর মত মা উদাস পরাণে,
ফিরি নিশিদিন ভবের শ্মশানে,
তুফানে ফেলিয়ে নিসনে যেন মা,
কাড়িয়ে তোর ঐ চরণ-তরণী।

চতুর্থ অঙ্ক।

——[ঃ※ঃ]——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অজাবণ্য

(কুশী ও জনার্দ্দনের প্রবেশ)

কুশী। অ বা—বা—বা বাবা!

জনা কেন রে হাবা?

কুশী। ব—ব—ব বড় খি—খি—খি খিদে পেয়েছে, বাবা!

জনা। লুচি মণ্ডা খাবি এখন থাবা থাবা।

কুশী। আর যে চ—চ—চ চল্‌তে পারিনে বা—বা—বা বাবা।

জনা না চল্‌তে পার্‌লে চল্‌বে কেন, সোণার চাঁদ আমার? আয় হাত ধ'রে ক'রে চ'লে আয়।

কুশী রা—রা—রা রাজার বাড়ী আর কতদূর বা—বা—বা বাবা?

জনা। আর বেশী দূর নাই। এই বনটার ওধারেই রাজবাড়ীর রাস্তা।

কুশী রা—রা—রা রাজা লুচি খেতে দেবে কেন বা—বা—বা বাবা?

জনা। রাজার বাপের শ্রাদ্ধ, তাই দেবে

কুশী। ত—ত—ত তবে তোর শ্রাদ্ধ কবে হবে বা—বা—বা বাবা?

জনা। কেন রে হাবা?

কুশী। তু—তু—তু তুইও ত আমার বাবা তোরও শ্রাদ্ধে লুচি খাব খুব, খা—খা—খা—খাবা—খাবা

জনা। চুপ্ কর্ হাবা ছেলে।

কুশী। এটা কি বন, বা—বা—বা—বাবা ?

জনা। এটা অজা ডাকাতের বন,—নাম অজারণ্য

কুশী। এ বন যে আর ফু ফু—ফু—ফুরয় না, বা—বা—বা—বাবা। কখন লুচি খা—খা—খা—খাব বাবা ?

জনা। ততক্ষণ নয় আমাকে খা, ঔদরিক ব্যাটাচ্ছেলে।

কুশী। বড় খি—খি—খি খিদে পেয়েছে। আর যে থা—থা—থা থাক্‌তে পারিনে বা বা—বা—বাবা।

জনা। চল্ গাছের কচি পাতা পেড়ে দিইগে, খেতে খেতে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছত্রমস্তকে ফলারে ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম-ব্রা। আজ আমাদের খুব জোর কপাল, একেবারে একাদশে বৃহস্পীতি

২য়-ব্রা। শুধু বৃহস্পতি। শুক্র, শনি, রাহু, কেতু সব অনুকূল।

১ম-ব্রা। এইজন্যই বলে

"স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যঃ।
দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ"

২য়-ব্রা। মানব [illegible] মানব, চতুষ্পদেরও অগোচর

১ম-ব্রা। অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা খণ্ডায় কোন বেটার ছেলে। রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ, আজ দধিকুল্যে সন্তরণ দেব, ক্ষীরকুল্যে অবগাহন কর্‌ব, আর লুচি মণ্ডার পাহাড়োপরি আরোহণ কর্‌ব।

২য়-ব্রা ভায়া ! শুনেছি, অঞ্জনানন্দন লোমে লোমে পাহাড় বেঁধে এনেছিল, আমিও আমার এই উত্তরীয় বস্ত্রখানির প্রতি সূত্রে সূত্রে লুচি মণ্ডার পাহাড় বেঁধে আনব

১ম-ব্রা। ব্রহ্মণস্য ভাগ্যং সর্ব্বদাং লুচিং

উভয়ে লুচিঞ্চ মণ্ডাঞ্চ মনোহরাঞ্চ জিবেগজাং
খাজাঞ্চ গজাঞ্চ পেরাকিঞ্চ পাঁপড়ভাজাং
কচুরিঞ্চ জিলিপিঞ্চ পান্তুয়াঞ্চ রসগোল্লাং
নমস্তেভ্য নমস্তেভ্য নমস্তেভ্য নমো নমঃ

১ম ব্রা। যাক্ ঘণ্টেশ্বর ভায়া, এ কোন্‌দিকে এসে পড়্‌লেম ? রাজবাড়ী যাব ত এদিকে নিয়ে এলে কেন ? এ ত একটা ভয়ানক বন। নিমন্ত্রণ খেতে নিয়ে এসে কি শেষে বনবাস দিয়ে যাবে নাকি ?

২য় ব্রা তিলভাণ্ডেশ্বর ! সমাশ্বস্ত হও, ধৈর্য্যং ধৎস। বারংবার ওরূপ পশ্চাদ্ভাগ হ'তে আহ্বান করো না। ঠিক পথ দিয়েই মহাশয়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১ম-ব্রা হাঁ, তা বুঝেছি। তুমি একেবারে ঠিক ঠিকানায় নিয়ে তুল্‌ছ বলি, এ বন ছাড়া কি আর পথ ছিল না ? কণ্টকে যে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হয়ে গেল।

২য়-ব্রা আগচ্ছ, ফুং দদামি

১ম-ব্রা। না, আর ফুংএ কাজ নাই তুমি ফিরে চল, অন্য পথ দিয়ে যাওয়া যাক্। রাম—রাম্। এখানটা আবার শ্মশান, চারিদিকে নরকঙ্কাল পতিত।

২য়-ব্রা তাই ত হে তিলভাণ্ডেশ্বর ! এত নরকঙ্কাল এল কোথা থেকে বল দেখি।

১ম-ব্রা রাম্ রাম। আর কথায় কাজ নাই গাত্রে থুথুং দিয়তাম্

২য়-ব্রা। নাহে, গাত্র অপবিত্র করা হবে না। এস, আত্মসার করে নেওয়া যাক্।

গা বন্ধন, পা বন্ধন আর বন্ধন মুড়ী
যোল শাঁখচুন্নী বন্ধন দিয়ে লোহার বেড়ী।
ভূত মোর পুত, পেত্নী মোর ঝি!
ব্রহ্মদৈত্যি বড়কুটুম করবে সে মোর কি
ব্যাংএর চর্ব্বি কেঁচর রক্ত,
গিরগিটার ল্যাজ এ তিন শক্ত।
বাম হাতে আঁস বঁটী এগোয় কোন বেটাবেটী।
হুতুযা হুতুযা হুতুযা, কার আজ্ঞা,
মা দশরথের বড় বেটার আজ্ঞা
আ-ফুঃ—আ-ফুঃ—আ-ফুঃ।

১ম-ব্রা বলি, এ শ্মশান ছাড়া আর কি পথ ছিল না দাদা?

২য়-ব্রা। কি জান তিলভাণ্ডেশ্বর। শুভস্য শীঘ্রং। এ পথ দিযে গেলে শীঘ্র রাজবাড়ীতে উপস্থিত হওযা যাবে

১ম-ব্রা। তার চেয়ে যমের বাড়ী দিযে গেলে ত আরো শীঘ্র হ'ত।

২য়-ব্র। আহা হা! অত চীৎকার কর কেন? ভাল পথ পাবে কোথা? যে পথে যাবে, সেই পথেই শ্মশান অজা দস্যুর অত্যাচারে এখন সমস্ত দেশটাই যে শ্মশান হয়ে পড়েছে কেবল নর-অস্থি, নর-মুণ্ড, নর শোণিত চারিদিকে ছড়াছড়ি।

১ম-ব্রা। বাবা! এ যে অস্থির পাহাড়। ব্যাটা এত মানুষ মেরেছে? ব্যাটা যে একটা আস্তো যম দেখ্ছি

২য়-ব্রা। যমের বাবা—চিত্রগুপ্ত

১ম-ব্র। আচ্ছ, ঘণ্টেশ্বর। ব্যাটা যদি আমাদের দেখ্তে পায়?

২য় ব্রা আর খানকতক অস্থি বেড়ে যাবে।

১ম-ব্রা। অ্যাঁ, বল কি! আমার যে ধাত ছেড়ে গেল

২য়-ব্রা। আহা! চুপ্ কর না! দেখ্‌ছ, অজারণ্য। অত চীৎকার কর কেন?

১ম-ব্রা অ্যাঁ! অজারণ্য? ও দাদা, তবে তুমি জেনে-শুনে আমায় এ আস্তো যমের বাড়ী নিয়ে এলে কেন?

২য়-ব্রা আহা হা! চ'লে এস না। ওদিকে যে এতক্ষণ বামুন ব'সে গেল। বুঝি পাত দিলে বুঝি এই লুচি পড়্‌লো।

(নেপথ্যে—তারা—রা—রা—রাও)

১ম-ব্রা। এই সার্‌লে রে বাবা! ও দাদা, হায় হায়, যা ভাব্‌লেম তাই ঘট্‌লো। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে নিমন্ত্রণ খেতে এসে, শেষে বুঝি ডাকাতের হাতে প্রাণটা গেল দাদা! ভূতের আত্মসার কর্‌লে, এখন ডাকাতের আত্মসার জান ত শীঘ্র ক'রে ফেল।

(নেপথ্যে—পুনরায়—তারা—রা—রা—রাও)

ও বাবা! গেছি গেছি! ঘণ্টেশ্বর দাদা! আমি বুঝি আর নাই (জড়াইয়া ধারণ) অস্তি কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাস্কুরক নামো সিংহ, তস্য শবণমাত্রেণ ডাকাতদলং নির্ম্মূলং ভবেৎ।

২য়-ব্রা। আ-হা-হা! চর্‌চরিয়ে চলে এস না?

১ম-ব্রা। চর্‌চরিয়ে চল্‌বো কি? বুকের ভেতর আঁতড়িগুলো যে চড়্‌চড়ী হয়ে গেল। ইস্! চারিদিক্ থেকে যে পঙ্গপালের মত ডাকাত ছুটে আস্‌ছে। দাদা! এতদিনের পরে বুঝি, ব্রাহ্মণী সত্যসত্যই বিধবা হ'ল।

২য়-ব্রা সেকি! আমি জীবিত থাক্‌তে তোমার ব্রাহ্মণী বিধবা হবে? তা কখনই হ'তে দেব না। এস, পলায়নং করি। য পলায়তি স জীবতি

১ম-ব্রা　মাং সঙ্গে গৃহ্নতাম্　মাং সঙ্গে গৃহ্নতাম্

[ঘণ্টেশ্বরের কাছা ধরিয়া পলায়ন।

(বেগে কম্পিপায় দস্যু-অনুচরের প্রবেশ)

১ম-দ　এই—এই—এইদিকে শব্দ শুনতে পেয়েছি।

২য়-দ।　কৈ কৈ কোথা গেল ?

৩য়-দ।　আমাদের সাড পেয়ে পালাল বুঝি ?

১ম দ।　কোথা পালাবে　এই অজারণ্য থেকে কোথা পালাবে ? যমের হাতে পড়্লে নিস্তার আছে, কিন্তু অজারণ্যে ঢুক্লে নিস্তার নাই।

২য় দ　চল—চল, ঐ দিকে—ঐ দিকে।

সকলে।　ধর্—ধর্। তারা রা রা—বাও　(হুঙ্কার)

(বেগে প্রস্থান ও প্রথম ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ)

৩য়-দ।　হুঁ, কোথায় পালাবি ? যমের কাছ থেকে এড়িয়ে যাবি ?

ব্রাহ্মণ।　দোহাই যম বাবাদের! তোমাদের পায়ে পড়ি, গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও　আমার কাছে কিছু নাই বাবা সকল!

১ম-দ।　বল্ বিট্লে! তোর সঙ্গে আর কে ছিল ? নইলে কিলিয়ে তোর মাথাটা এখনি ছাতু ক'রে ফেল্ব।

ব্রাহ্মণ　ওরে বাবা! (কম্পন)

২য়-দ।　বল্বিনে ? তবে দে ব্যাটার মুখের ভেতর লাঠী গাছ্টা চালিয়ে দে।

ব্রাহ্মণ।　ওরে বাবা! (কম্পন)

১ম-দ।　ফের বাবা বাবা কর্বি ত, থাব্ড়ে গাল বিগ্ড়ে দেব বল্, সঙ্গে কে ছিল বল্।

২য়-দ বল্

ব্রাহ্মণ দোহাই যম বাব, সঙ্গে আর কেউ ছিল না বাবা! ঘণ্টেশ্বর আর আমি দুজনে একলা ছিলেম বাবা! আমায় ছেড়ে দাও বাবা কোন্ শালা আর নিমন্তন্ন খেতে যাবে বাবা।

৩য় দ ওরে ওরে! আর এক ব্যাটা ছিল বল্‌ছে

২য় দ সে ব্যাটা গেল কোথ?

১ম-দ চল—চল ধ'রে আনিগে। দুব্যাটাকে একসঙ্গে ঠ্যাং ধ'রে গাছে আছাড় মার্‌ব

[সকলের প্রস্থান।

কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে অজামিলের প্রবেশ।

অজা নরহত্যায় এখন আমার আনন্দ, ব্রহ্মহত্যা এখন আমার ব্রত, স্ত্রীহত্যায় আমার উল্লাস, শিশুহত্যা আমার খেল আমার এই লাঠীর দাপটে দেশ এখন কম্পিত। কান্যকুব্জের নাম এখন অজারণ্য অজারণ্য আমার রাজ্য, আমি এই অজারণ্যের রাজা। আমার নাম শুন্‌লে ভয়ে কাক পক্ষীও আর এ বনে প্রবেশ করে না। নরশোণিতে অজারণ্যের চারিধার প্লাবিত! তরুলতা রঞ্জিত! চারিদিকে নর অস্থির পাহাড! তবুও নরহত্যা করে আশ মেটে না। দু-এক দণ্ডও নরহত্যা কর্‌তে না পেলে হাত যেন কেমন কর্‌তে থাকে ইচ্ছে করে, নিজের ছেলে ক'টাকেই ঠেঙ্গিয়ে মারি।

(অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ।)

কি হ'ল?

১ম-দ দুটাকেই সাবাড় ক'রে এসেছি

অজা এটাকে একজন নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এস

[কুশীর মৃতদেহ লইয়া প্রথম দস্যুর প্রস্থান।

ভৈবব !

২য়-দস্যু　আবাব কি ?

অজা　বতনপুব লুঠ কর্‌তে হবে　একাই পার্‌বে, না সঙ্গে যেতে হবে ?

২য়-দ।　একাই পার্‌ব।

অজা　যদি কেহ বাধা দেয, তৎক্ষণাৎ সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে　মাযা কব্‌বে না—দযা কব্‌বে ন　যাকে সম্মুখে পাবে, তাকেই মার্‌বে—পিতার কোল থেকে পুত্রকে নিযে মার্‌বে ; স্বামীর কোল থেকে স্ত্রীকে নিযে কাটুবে ; মাব বুক থেকে শিশুকে তুলে আছ্‌ড়াবে ; গর্ভবতী দেখ্‌লে উদব বিদীর্ণ কর্‌বে। যাও—যাও, আর বিলম্ব করো না

[দ্বিতীয দস্যুর প্রস্থান

৩য় দস্যু　আমায কি কর্‌তে হবে ?

অজা　আমাব বস্‌বাব বেদীর জন্য এক লক্ষ কুমারীর মুণ্ড চাই। আর ক'ট হলেই তা পূর্ণ হয　যাও, শীঘ্র তার উপায কব

৩য়-দস্যু। অজা ! তুই ত মোদেব রাজা, তুই যা বল্‌বি, আমরা তাই কর্‌ব　তোব জন্য আমরা প্রাণ দেব—রাজা প্রাণ দেব　যাই, চেষ্টা দেখিগে।

[প্রস্থান।

অজা　নদীর ধারে আজ আমি থাক্‌ব　ভীমাক্ষকে ওধারে পাঠাইগে। তারা—রা বা—রাও (হুঙ্কাব)

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

কান্যকুব্জ-রাজসভা

রাজা অজয়সেন ও সভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট

রাজা সচিব! কি আশ্চর্য্য! আমার পিতৃশ্রাদ্ধে একটিও ব্রাহ্মণ এলেন না? পত্রের দ্বারা কিরূপ নিমন্ত্রণ করেছিলে?

মন্ত্রী আজ্ঞা, নিমন্ত্রণ ত রীতিমতই হয়েছিল; কিন্তু কর্‌লে কি হবে!

রাজা। সে কি! নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তবু ব্রাহ্মণ এলেন না? এর কারণ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এর কারণ অনেক। আপনি আজ কয়েক বৎসর অন্তঃপুর মধ্যেই রয়েছেন। বাহিরে আসেন না, রাজকার্য্য দেখেন না, রাজ্যের কোন তত্ত্বও রাখেন না। আর আমরা আপনাকে বল্‌বারও অবকাশও পাই না। আপনার রাজকার্য্যে অবহেলায় বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। অজা নামে এক দুরন্ত দস্যুর দৌরাত্ম্যে রাজ্য ছারখার হ'বার উপক্রম হয়েছে। সোণার কান্যকুব্জ এখন প্রায় অজারণ্য নামেই অভিহিত। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী করালবদন বিস্তার ক'রে রাজ্যময় বিভীষিকা প্রদান কর্‌ছে। স্থানে স্থানে জলকষ্ট, ঘরে ঘরে অকাল-মরণ। প্রজারা প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত। অজা দস্যুর অত্যাচারে দেশ প্রপীড়িত রাজ্য অরাজক—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণশূন্য আর যারা আছে, অজার ভয়ে তারাও গৃহ হইতে বহির্গত হ'তে পারে না। সুতরাং নিমন্ত্রণ কর্‌লেই বা আসে কে? আপনি শীঘ্র এর প্রতিবিধান না কর্‌লে রাজ্য আর থাকে না।

গীত।

হাম্বির,—কাওয়ালী।

বলিব কি হে নরেশ্বর!
কান্যকুব্জ রাজ্য বুঝি হ'ল হায় ছারখার
অজামিল দস্যুপতি,
দুরন্ত দুর্ম্মতি অতি,
রাজ্যে করি অবস্থিতি,
করে নিতি অত্যাচার
প্রাণভয়ে প্রজাগণ,
করে সবে পলায়ন,
প্রজাহীন রাজ্য যেন
হয়েছে শমনাগার

রাজা। সে কি? আমার রাজ্যে দস্যুর অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপ! আর আমি নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগে উন্মত্ত হ'য়ে অন্তঃপুরে অবস্থান করছি! এর তত্ত্ব কিছুই রাখিনে ধিক্ আমাকে! সেনাপতি! রাজার অবর্ত্তমানে মন্ত্রী ও সেনাপতিই রাজ্য রক্ষা ক'রে থাকে তুমি রাজ্যরক্ষার কি উপায় করেছ?

সেনা। মহারাজ! যে সমস্ত প্রজারা রাজ্যত্যাগ ক'রে পলায়নে-তৎপর হ'য়েছিল, আমি তা'দের সকলকে ধ'রে কোন রকমে আশ্বস্ত ক'রে রেখেছি; কিন্তু আর তারা আশ্বাস মানে না। অজার অত্যাচারে দেশ প্রায় প্রজাশূন্য হ'য়ে উঠ্‌ল

রাজা। কে সে দুরাচার অজা! তার কি প্রাণের আশা নাই? পাপিষ্ঠের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, অনায়াসে কান্যকুব্জাধিপতির রাজশক্তির অপমান করতে সাহসী হয়? দুর্ব্বৃত্ত কি আমার বাহুবল বিদিত নয়? তার হৃদয়ে কি রাজকোপের আশঙ্ক নাই? আমার

অধিকার মধ্যে অবস্থান ক'রে আমারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত ? সলিল মধ্যে বাস ক'রে কুম্ভীরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলের কার্য্য আমি অবিলম্বেই তার প্রগল্‌ভতার সমুচিত প্রতিফল দিব। সেনাপতে! তুমি এতদিন দুরাচারের দণ্ডবিধান কর না'ই কেন ?

সেনা মহারাজ! অজা বড় সাধারণ দস্যুপতি নয়। তার নামে এই সমগ্র ধরণী বিকম্পিত। তার বাহুবল অসীম, অস্ত্র চালনাও বিচিত্র এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত বীরকেশরী তাকে পরাস্ত ক'রে সজীবনে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে সক্ষম হয় নাই

বেগে জনৈক রাজদূতের প্রবেশ

দূত মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! অজা দস্যুর লোকে সমস্ত রতনপুর জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রজাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে গরিব প্রজাদের এক প্রাণীকেও জীবিত রাখে নাই।

বেগে দ্বিতীয় রাজদূতের প্রবেশ

২য় দূত। মহারাজ! আর রক্ষা নাই—আর রক্ষা নাই। কান্যকুব্জ আজ উৎসন্ন গেল দুরন্ত অজা দস্যু মাধবপুরের সকলকেই আজ মেরে ফেল্‌লে। প্রজার রক্তে মাধবপুর প্লাবিত হ'য়ে যাচ্ছে রাজপ্রহরিগণ তা'দের ধর্‌বার জন্য অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু দুরাচারগণ পথিমধ্যে সকলকেই বিনষ্ট ক'রে কুসুমপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছে হায় হায় মহারাজ, কি হ'ল—কি হ'ল! অজার অত্যাচারে সোণার রতনপুর আজ যথার্থই ছারখার হ'ল

কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনা। কৈ—কোন্ দিকে ? রাজসভা কোন্ দিকে ? তোমরা কে সবাই ? এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছ ?

মন্ত্রী। বৃদ্ধ! এই ত রাজসভা। তুমি কি চাও?

জনা এই রাজসভা—না এ প্রেতসভা? এখানে কি হয়, বিচার—না অবিচার? দুষ্টের শাস্তি না পুরস্কার? কৈ, মহারাজ কৈ? কান্যকুব্জের করগ্রাহী বিলাসী মহারাজ কৈ? মহারাজ, তুমি জীবিত, না মৃত?

মন্ত্রী। আরে আরে বাতুল ব্রাহ্মণ, কারে কি বল্‌ছ? রসনা সংযত ক'রে কথা কও

রাজা। ক্ষান্ত হও মন্ত্রী! নিবারণ কোরো না, কি ব'লে শুন্‌তে দাও। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নি। আমি জীবিত নই, মৃতই বটে

ব্রাহ্মণ এই যে মহারাজ! তুমি জীবিত রয়েছ দেখ্‌তে পাচ্ছ—তবে কি তোমার প্রজাহত্যা তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ? না—অন্ধ হয়ে ব'সে আছ? কাতর প্রজার করুণ চীৎকারধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ, না—বধির হ'য়ে আছ? শুনেছি, রাজাই প্রজার মা বাপ। কৈ মহারাজ! এত প্রজানাশে তোমার হৃদয় কি একটুও ব্যথিত হয় নি? তুমি না দেশের শান্তিরক্ষক? তবে তুমি থাক্‌তে তোমার রাজ্যে এত অশান্তি কেন বিরাজ কর্‌ছে? তুমি না দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন-কর্ত্তা? তবে তোমার রাজ্যে দস্যুর এত অত্যাচার কেন হচ্ছে? মহারাজ! না আর তোমায় মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর্‌তে ইচ্ছা হয় না একটা দস্যুর অত্যাচার নিবারণ ক'রে প্রজার প্রাণরক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা যদি না থাকে, ত হ'লে কান্যকুব্জের রাজদণ্ড কলঙ্কিত কর্‌বার জন্য রাজসিংহাসনে কেন বসেছ? নেমে এস। রাজমুকুট কেন পরেছ? শোভার জন্য? ফেলে দাও। ও কি, অসি? কেন? কোমল বাহুতে ব্যথা হবে যে! যাও—অন্তঃপুরে যাও। রাজসভায় কেন? কাষ্ঠ-পুত্তলিসম রাজসভায় শোভা বৃদ্ধি ক'রে কি হবে? যাও, অন্তঃপুরে

রমণী অঞ্চল ধ'রে অবস্থান করগে ছি ছি! রাজা থাক্‌তে রাজ্য অরাজক। নিরীহ প্রজার শোণিতে দেশ প্লাবিত। রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ অকাল মরণ! এ সব কার পাপ? রাজ্যে নিত্য লক্ষ লক্ষ ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, শিশু-হত্যার পাপের ভাগ কে বহন কর্‌বে? (কুশীর মৃতদেহ নামাইয়া) এই দেখ মহারাজ! এই দেখ, আমার একমাত্র বুকের ধন কুশীকে নিয়ে তোমারই বাড়ীতে তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আস্‌ছিলেম এই দেখ, পথিমধ্যে দস্যুতে সেই দুরাচার অজা দস্যুতে বাছার কি দুর্গতি করেছে! (সরোদনে) আর আমার পুত্র নাই মহারাজ! তোমার পাপ-রাজ্যে বাস ক'রে এই দেখ, আমি জন্মের মত পুত্রহারা হয়েছি। উঃ! বুক ফেটে যায় মহারাজ—বুক ফেটে যায়! আহা! বড় ক্ষিদে পেয়েছিল ব'লে, বাছা তাড়াতাড়ি তোমার বাড়ী আস্‌ছিল। আর বাছা আমার কিছু খাবে না আর বাছা আমার জীবিত নাই। আর কুশী আমায় পিতা ব'লে ডাক্‌বে না।

রাজা। সম্বর রোদন দ্বিজবর!
নাহি ভেদ' হৃদি মম আর।
আমি পুত্র তব,
পিতা মম তুমি আজি হ'তে।

ব্রাহ্মণ। তবে পিতৃ আদেশ পালন কর।

রাজা আজ্ঞা কর দাসে,
কি আদেশ করিব পালন?

ব্রাহ্মণ। আর কিছু না, কেবল পুত্রহন্তা অজ দস্যুর পাপমুণ্ড দেখ্‌তে চাই। যে পাষণ্ড আমার প্রাণের কুশীর এ দুর্গতি করেছে, তার এইরূপ দুর্গতি দেখ্‌তে চাই পার্‌বে মহারাজ? না পার ত রাজমুকুট আর ধারণ করো না।

রাজা শিরোধার্য্য আদেশ তোমার

ব্রাহ্মণ যাই রাজা, তবে এখন এ পাপ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্রে যাই। যদি কখনো শুন্‌তে পাই যে, পুত্রহন্তা অজাকে সংহার কর্‌তে পেরেছ, তখন আবার ফিরে আস্‌ব আয় হতভাগ্য আয়! তোকে বুকে ক'রে দেশে দেশে ভ্রমণ করিগে।

[কুশীর মৃতদেহস্কন্ধে প্রস্থান।

রাজা। এতক্ষণে মোহনিদ্রা ছুটিল আমার!
সুকোমল সুখ-শয্যায়
আছিনু শায়িত ;
সহসা হেরিনু জাগি—
ঔদাস্য পবনে
বিপ্লবের বহ্নিচ্ছটা ছোটে চারিভিতে
মূঢ় আমি .
রাজভোগে হইয়ে উন্মত্ত—
আত্মহারা—রাজতত্ত্ব কিছু না রাখিনু।
হেলায় করিয়ে ছিন্ন কর্ত্তব্য আপন,
প্রমদার প্রেম-ফাঁদে স্বেচ্ছায় পড়িনু ;
মজাইনু রাজ্যখান মজানু প্রজায়,
হায় হায়! কান্যকুব্জ ভাসানু রুধিরে।
মহারঙ্গে রাজ্যময় অশান্তি রাক্ষসী
নৃত্য করে রাজগর্ব্ব সদর্পে দলিয়া।
বেড়িয়া কঙ্কালগিরি শোণিত-প্রবাহ,
উচ্চরোলে তোলে মোর তাণ্ডব কীরতি।
ওই—ওই।
বিপ্রবাণী বজ্রধ্বনিসম

প্রতিধ্বনি করে কাণে বিমান ভেদিয়,—
“নহি রাজ কুলাঙ্গার
মজাইতে কান্যকুব্জ জনম আমার ”
তা'র না'হি বাঁ'চিতে বা'সন,
হেন হেয় প্রাণে
কি সুখে বাঁচিতে সাধ করি এ শ্মশানে
পালিব যতনে
বিপ্র-আজ্ঞা পিতৃ-আজ্ঞা সম,
দস্যুর শোণিতে ধৌত করি এ কালিমা—
নতুবা এ হেয় প্রাণ
ডালি দিব দস্যুকরে।
ঔদাস্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব এখনি

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

——[ঃ৺ঃ]——

অজারণ্য।

তূর্য্যনাদ করিতে করিতে অজা ও
দস্যুগণের প্রবেশ

অজা ভৈরব! ভৈরব! আজ বুঝি আর আমাদের নিস্তার নাই।

১ম-দস্যু। কেন রাজা কি হয়েছে? এত আকুল হচ্ছিস্ কেন? আজ বুঝি মানুষ মারতে ভয় পেয়েছিস্?

অজা। ভয়! ভয় কি ভৈরব? ভয় কা'কে বলে, তা ত এ পর্য্যন্ত জানিনে। এ হৃদয়ে ভয় থাক্‌লে কি এ কার্য্যে ব্রতী হ'তে পারি? ভয় নয় ভৈরব! শুনেছি, রাজ আজ সসৈন্যে আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে। সম্মুখে আজ আমার লাঠীর বল-পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

১ম-দস্যু এর জন্যই তুই এত ভাব্‌ছিস্? তুই আমাদের হুকুম দে না, রাজার মাথাটা নিয়ে ভাঁটা খেলাই।

অজা ভৈরব, খুব সাবধান হও, রাজসৈন্য সশস্ত্র। আমাদের ভরসার মধ্যে এই একমাত্র লাঠী আজ যেন আমাদের লাঠীর কলঙ্ক না হয়। আজ যেন আমরা রাজরক্তে এই লাঠী রঞ্জিত কর্‌তে পারি। এই হাতে অনেক মানুষ মেরেছি, ভৈরব, কিন্তু আজ যদি এই কটাকে মার্‌তে পারি, ত হ'লেই আমার লাঠী ধর সার্থক তা হ'লে অজা আজ যথার্থই এই অজারণ্যের রাজা। মরণের ভয় করে না—ভৈরব, প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে প্রস্তুত হও।

১ম-দস্যু এখন কি কর্‌তে হবে বল

অজা। এখনি তুরী ফুঁকে সকলকে খবর দাও প্রস্তুত হ'তে বল বনের উত্তরে পাহাড়—দক্ষিণে নদী এ দুদিক্ দিয়ে শত্রু সহজে পালাতে পার্‌বে না। দলের সমস্ত লোককে তিন ভাগ ক'রে ফেল একভাগ নিয়ে তুমি পূর্ব্বদিকে থাক, আর একভাগ নিয়ে আমি পশ্চিমে থাকি দুইদিক্ থেকে একেবারে শত্রু আক্রমণ কর্‌ব আর এক ভাগকে পাহাড়ের উপরে লুকিয়ে থাক্‌তে বল যদি কোন দলকে পরাস্ত হতে দেখে, তখনি এসে যেন সাহায্য কর্‌তে পারে যাও—নিমিষ মধ্যে সমস্ত ঠিক ক'রে ফেল, যেন বিলম্ব না হয়।

১ম-দস্যু রাজা! আয় তবে, যাবার সময়ে সকলে একবার মাকে ডেকে যাই।

গীত

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেমটা

উর হর রণে আজ ঘোর রণে
একবার মাভৈঃ মাভৈঃ (ওমা) বল বদনে
মোরা খ্যাপা ছেলে, পূজি ও রাঙ্গা পা,
দে অভয় মোদের তুই অভয়া মা,
থৈ থৈ থৈ তাথৈ তা থৈ নাচ মা রণে,
মোরা নাচি সনে

সকলে তার—র রা—রাও (হুঙ্কার)

[তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত সমীপস্থ নদীতট

রাজসৈন্য ও দস্যুগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ও অজার প্রবেশ

রাজা। পাষণ্ড। ধন্য বীরত্ব তোর, জঘন্য দস্যুবৃত্তিতে এ বীরত্ব নিয়োজিত না হ'লে জগতে তুই একজন বীর ব'লে পরিচিত হ'তে পারতিস্। আমার ইচ্ছা নয় যে, তোকে পৃথিবী হ'তে এত শীঘ্র অন্তর্হিত করি ইচ্ছা করলে এই দণ্ডেই তোকে প্রাণভিক্ষা দিতে পারি; কিন্তু তুই যখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমার রাজশক্তির মস্তকে পদাঘাত করেছিস্, তখন আর তোর নিস্তার নাই। এতদিন অকারণে অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ক'রে যত পাপ

অর্জ্জন করেছিস্, আজ তোকে তার পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। যুদ্ধ—যুদ্ধ যুদ্ধ কর্

অজা। আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ক'রে রাজকণ্ঠ নীরস করবার প্রয়োজন নাই দস্যুপতি অজাকে এত হীনবল ভেবো না। আমি তোমার নিকটে আমার প্রাণভিক্ষা করতে আসিনে, তোমার প্রাণসংহার করতে এসেছি।

রাজা আরে দুর্বৃত্ত! কয়েকটা হীনবল প্রাণীর প্রাণসংহার ক'রে মনে করেছিস্ যে, তোর তুল্য বীর আর জগতে নাই? আমি আতপ তণ্ডুল ভোজী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ বা কোমলাঙ্গ শিশু নই। এখনি তোর ঐ মাংসপিণ্ড দেহখান খণ্ড খণ্ড ক'রে মাংসাশীর আনন্দ বর্দ্ধন করব। তোর উষ্ণ-শোণিতে তীব্র প্রজাশোকানল নিবারণ করব।

অজা। মহারাজ! এ আর কেউ নয়,—দস্যুপতি অজা। এখনি রাজদেহ থেকে ঐ সুন্দর রাজমুণ্ডটা ছিন্ন ক'রে পুত্রগণকে কন্দুক্রীড়া করতে দেবো।

রাজা। আরে আরে নীচ দস্যু! আত্মরক্ষা কর।

অজা আমি দস্যু, আর আপনি?

রাজা। আমি দস্যুর দণ্ডদাতা। আজ তোর দস্যুবৃত্তির সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌ব।

অজা যদি দস্যুই দস্যুর দণ্ডদাতা হয়, তা হ'লে আমিও আজ তোমার দস্যুবৃত্তির দণ্ডবিধান কর্‌ব।

রাজা। কি! আমি দস্যু?

অজা। তা নয় ত কি! যে পাষণ্ড কেবল আত্মসুখের জন্য প্রজার শোণিত-স্বরূপ কর শোষণ ক'রে নিশ্চিন্তে কালহরণ করে, ভুলেও একবার প্রজাদের প্রাণরক্ষার উপায় ক'রে না, সে দস্যু নয়

ত কি—মহাদস্যু তবে তোমায় আমায় প্রভেদ কি ? তোমায় লোকে রাজা বলে, আমাকেও ত আমার অনুচরেরা রাজা বলে তোমার সহায় অসি, আমার সহায় এই লাঠী আমি অর্থলোভে কয়েকটা প্রজার প্রাণবধ করি, তুমি রাজ্যলোভে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণবধ কর। আমি দু-চারজন পথিকের সর্ব্বনাশ করি, তুমি কত কত ভূপতির সর্ব্বনাশ কর আমি দু চারজন অনুচর নিয়ে কয়েকখানা গৃহস্থের গৃহ নষ্ট করি, তুমি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে কত কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নষ্ট কর তবে বল দেখি—আমি যদি দস্যু হই, তা হ'লে তুমি কি সাধু ? আমি যদি নীচ দস্যু হই, তা হ'লে তুমি অতি নীচ-মহাদস্যু। আজ দস্যুতে দস্যুতে দেখা, লৌহে লৌহে সংঘর্ষণ, অনলে অশনি সম্মিলন এখন বল, কে কার দণ্ডবিধান করবে ?

রাজা (স্বগত) উপযুক্ত তিরস্কার বুঝ্‌লেম, এ জগতে রাজাই দস্যু দস্যুই রাজা। (প্রকাশ্যে) দস্যুতে দস্যুতে দেখা, আজ দুই দস্যুর এক দস্যু অবশ্যই যাবে দে ভাই দস্যু, জন্মের শোধ আলিঙ্গন দে। আর আমি তোকে ঘৃণা করব না।

(অজামিলকে আলিঙ্গন)

[পরে উভয়ের যুদ্ধ ও মুকুট ফেলিয়া রাজার পলায়ন।

অজা কোথায় পালাও ভীরু কান্যকুব্জরাজ ! দস্যুপতি অজার বাহুবল পরীক্ষা করবে না ? যাও ভীরু, হেয় প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর। তোমার মত ভীরুর রক্তে এ লাঠী কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না। হা হা—হা ! (হাস্য) এই যে রাজমুকুট ! এ মুকুট কি ও ভীরুর মস্তকে শোভা পায় ? এ মুকুট আমি পর্‌ব। (মুকুট মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক) যাই, আমার অনুচরগণকে এ মুকুট দেখাইগে। তারা—রা—রা—রাও (হুঙ্কার)

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—— ঃ০ঃ——

অজাবাস।

অনুরাগ ও পুত্রগণ

১ম-পুত্র মা, দেখ না, নরাণ আমাকে মার্‌লে।

২য় পুত্র ওরে! ও সবার ছোট কিনা, তাই ওর অত আদর ওকে বাবাও কিছু বলে না, মাও কিছু বলে না।

৩য়-পুত্র হ্যাঁ মা! আজ আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কচ্ছিস্‌ নে কেন? অমন ক'রে খালি কি ভাব্‌ছিস্‌?

১ম-পুত্র। তোর কি হয়েছে মা, বল্‌ না। আর কি আমাদের সঙ্গে কথা কইবিনি? আমরা কি করেছি মা?

অনু (স্বগত) দেবরাজ! এখনও কি তোমার মনের সাধ পূর্ণ হয় নাই, আরও কত বিলম্ব আছে? অনেকদিন যে আমি স্বর্গ ছেড়ে রয়েছি। আর যে থাক্‌তে পারি না দস্যুসহবাসে থেকে একে একে আমার দশ পুত্র হ'ল আর কতকাল আমায় এ মায়ায় জড়িয়ে রাখ্‌বে? সুরনাথ। আর যে আমি মর্ত্ত্যের ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পারিনে। কবে এ অধিনীকে তোমার মনে পড়্‌বে? কবে আমি স্বর্গে আমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলিত হ'ব?

গীত।

কালেংড়া—ঠেকা।

কোথা ওহে দেবরাজ কর দুর্গতি মোচন।
অধিনীরে চির তরে হইলে কি বিস্মরণ
হ'য়ে তব সহচরী,
হয়েছি দস্যুর নারী,
স্বর্গসুখ পরিহরি' রহিব আর কতদিন

দারুণ মর্ত্ত্যের ক্লেশ,
সহে না আর দেবেশ,
কৃপা করি কর ত্বরা ঘোর দুঃখ নিবারণ,—
পূরাতে তোমার আশ,
করি হে মরতে বাস,
ভ'বিতে আমা'র আশ কর দেবেশ পূরণ

নারদের প্রবেশ

নারদ আর বিলম্ব নাই মেনকে, দেবরাজের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে আমারো পূর্ণ হ'বার আর অধিক বিলম্ব নাই তুমি আমাদের জন্য অনেক ক্লেশ সহ্য করেছ আর তোমাকে মর্ত্ত্যের ক্লেশ সহ্য কর্‌তে হ'বে না এইবার তুমি দস্যু-সহবাস পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গে গমন কর।

অনু। দেবর্ষে! এতদিনে কি অধিনীকে মনে পড়েছে?

নারদ মেনকে! আর বিলম্ব করো না এখনি দস্যুপতি এসে পড়্‌বে তার সঙ্গে দেখা হ'লে, তাকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া তোমার কঠিন হবে। এস, শীঘ্র পালিয়ে এস আমি তোমায় যোগিনী মন্ত্র প্রদান কর্‌ছি তুমি এই মন্ত্র-প্রভাবে দস্যুপতির অলক্ষ্যে শীঘ্র স্বর্গে গমন কর্‌বে এস

[উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান।

৩য়-পুত্র। মা—মা, কোথা যাস্?

২য়-পুত্র মা—মা, তুই দাঁড়া না। একবার আমাদের পানে ফিরে চা না একবার আমাদের সঙ্গে দুটো কথা ক'না।

১ম-পুত্র। ভাই! একি হ'ল! মা কোথা চ'লে গেল?

অন্যদিক দিয়া অজার প্রবেশ।

অজা। অনুরাগ—অনুরাগ! কৈ আমার অনুরাগ কৈ?

২য়-পুত্র বাবা—বাবা! ঈশ্! এত রক্ত মেখেছিস্ কেন? আজ বুঝি, তুই অনেক মানুষ মেরেছিস্?

অজা। আরে কে, অনুরাগ কৈ? অনুরাগ কোথা গেল? তোদের জননী কোথা গেল, বল্

৩য়-পুত্র। বাবা! তুই আমাদের মার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিস্? মা নাই, মা আমাদের কমনে চ'লে গেল কে একটা চিতে বাঘের মত লোক এসে মাকে চুপি চুপি কি বল্লে, আর মা অমনি তার সঙ্গে কমনে চলে গেল আমরা 'মা মা' ব'লে কত ডাক্‌লেম, কত কাঁদ্‌লেম, মা ফিরেও চাইলে না—আমাদের সঙ্গে একটি কথাও কইলে না।

অজা অ্যাঁ! সে কি! কি বল্‌ছিস্? অনুরাগ নাই? আমার অনুরাগ চ'লে গেছে! কৈ—কোথায়—কোন্‌দিকে? অনুরাগ অনুরাগ! আজ কি তুমি আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌বার জন্য লুকো-চুরি খেল্‌ছ? কোথা আছ, দেখা দাও আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে—নিকটে থাক ত শীঘ্র দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ

১ম-পুত্র। বাবা—বাবা! তুইও আমাদের মার জন্য কাঁদ্‌ছিস্? কাঁদ্ বাবা আমরা অনেক কেঁদেছি, আমাদের কান্নায় আসেনি তুই কাঁদ্, যদি তোর কান্না শুনে আসে

অজা কৈ অনুরাগ, এলে না? দেখা দিলে না? আজ এত নির্দ্দয় হ'লে কেন? তবে কি সত্যই তুমি নাই? সত্যই কি তবে তুমি এতদিনে আমাকে ছেড়ে গেছ? আমি কি অপরাধ করেছি, অনুরাগ? আমায় ভুলে গেলে—একবারে ভুলে গেলে? না ব'লে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালালে? তোমার মনে কি একটুও দয়া নাই আমি তোমার জন্য কি না করেছি অনুরাগ! ব্রাহ্মণ হ'য়ে দস্যু হয়েছি। এই হাতে নিত্য নিত্য অসংখ্য নরহত্যা কর্‌ছি—কেবল

যে তোমার জন্য তোমার মনে এই ছিল অনুরাগ? আমায় কাঁদালে আমায় ছেড়ে গেলে?

২য় পুত্র বাবা, তুই অমন কর্‌ছিস্‌ কেন? আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেনা বাবা!

অজা দূর হ' তোর আমার সাম্‌নে থেকে। দূর হ'ক্‌ এ রাজমুকুট অনুরাগ—অনুরাগ! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও

[উন্মত্তভাবে বেগে প্রস্থান।

৩য়-পুত্র ভাই, একি হ'ল বাবা কি মার জন্য পাগল হ'ল নাকি?

১ম-পুত্র ভাই! আমাদের মা-ও ছেড়ে গেল, আবার বাবাও ছেড়ে গেল

২য় পুত্র ওরে যখন দুঃসময় হয়, তখন এই রকমই হয় চল, দেখিগে, যদি বাবাকে ধ'রে আন্‌তে পারি।

৩য়-পুত্র ওরে ভাই, ওঁর সাম্‌নে এখন এগুবে কে? যে ক'রে ছুটেছে, কথা কইতে সাহস হ'ল না; লাঠী দেখেছিস্‌ ত? ভয় হ'ল, বুঝি আমাদেরই মাথায় দু ঘা বসিয়ে দেয়

১ম পুত্র তবে চল, ঐ গাছতলায় ব'সে ব'সে কাঁদিগে

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপত্যকা।

(গাযিতে গায়িতে পিতৃহীন পুরঞ্জনের প্রবেশ।)

গীত।

টোড়ি—একতালা

দযাল ঠাকুর তুমি বড হরি।
তবে কেন নিদয হ'য়ে দেখ দীনের চোখে বারি
দিনেক দুদিন তরে, পাঠাযেছ এ সংসারে,
বাঁধিযাছ মায়াডোরে, ছিন্ন হবে দু' দন পরে,
তখন কথায় কথায় কোথ য় যাব   উধাও হযে দেশান্তরে
তুমি ভাঙ্গ গড়, হাসাও কাঁদাও কখন যে কি বুঝতে নারি॥

(গিরিগুহা হইতে ভৈরব ও ভীমাক্ষের উত্থান ও পুরঞ্জনকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ।)

পুর   ওরে কে তোরা ? আমায় কোথায় নিয়ে যাস্ ?

ভৈরব। যমালয়।

পুর। সেখানে একদিন সর্ব্বলকেই যেতে হবে। তুই, আমি, সংসারের যত জীব আছে, আজ হ'তে শত বৎসরের মধ্যে তার একটিও ত এখানে থাক্‌বে ন ; তবে তার জন্য তোমাদের এত যত্ন কেন ?

ভৈরব। আমাদের খুসি।

ভীমাক্ষ। হঁ খুসিই আয, সুসমস্ত হ'য়ে চ'লে আ'

পুর। আমার কাছে ত কিছুই নাই আমাকে মেরে তোদের কি লাভ হবে ? আচ্ছা, বল্ দেখি, নিত্য তোরা এরূপে জীবহত্যা করিস্ কি জন্য ?

ভৈরব তোকে ব'লে লাভ ?

ভীমাক্ষ। উদরের জন্য, বুঝ্লি !

পুর। কি, উদরের জন্য ! বনসুলভ সামান্য শাকের দ্বারাও যে উদর পূর্ণ হয়, শ্রেষ্ঠ নরজন্ম লাভ ক'রে সেই দগ্ধ উদরের জন্য নরহত্যা করিস্ ? যে হরি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হ'তে প্রকাণ্ড জীবেরও আহার-দাত, যে হরি জলে স্থলে ব্যোমে নিত্য সকল জীবের আহার যোগাচ্ছেন, সে দয়াল হরি কি তোদের দগ্ধ উদরের জন্য আহার যোগান না ? হরির সৃষ্টি সংসারে—হরির সৃজিত জীব হ'তে তোরা কি বিভিন্ন ?

ভৈরব হরি কে ?

পুর। হরি পাপীত্রাতা হরি মুক্তিদাতা। আজ হ'ক, কাল হ'ক, আমার মত এই রকম ক'রে তোদেরও একদিন এক ভীষণ দস্যুর হাতে পড়্তে হবে আমি বরং তোদের হাত থেকে পালালেও পালাতে পারি, কিন্তু সে দস্যুর হাতে পড়্লে কারো আর নিস্তার নাই। বল্ দেখি, তোরা সে দস্যুর হাত হ'তে পরিত্রাণের কি উপায় করেছিস্ ?

ভৈরব। কে সে দস্যু ?

পুর ধর্ম্মরাজ যম

উভয়ে কে রে তুই শিশু, আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলি ! আমরা মহাপাপী। দে ভাই, বলে দে—সে দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দে

পুর তোরা যে এইমাত্র জিজ্ঞাসা কর্ছিলি, "হরি কে"

সেই হরিই সেই ভীষণ দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ করবার কর্ত্তা। একবার ভক্তিভরে বল্ "হরিবোল"

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ভৈরব। বালক! আজ হ'তে তুমি আমাদের গুরু। আর আমরা নরহত্যা করব না। আমরা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করলেম। তুমি যা বলবে, আমরা তাই করব।

(অজার প্রবেশ।)

রাজা! এই লাঠী নে, আমাদের বিদায় দে। আর আমরা দস্যুবৃত্তি করব না।

অজা। কেন ভৈরব, কেন ভীমাক্ষ! আমি কি করেছি? তোমরা যে আমার দক্ষিণহস্ত। আমায় অনুরাগ ছেড়ে গেছে, আবার তোমরাও আমায় ছেড়ে চললে।

ভৈরব। আর আমরা দস্যু নই, রাজা আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। এই বালক আমাদের গুরু গুরু যা বলে শোন, আমাদের বিদায় দে।

ভীমাক্ষ। দে রাজা আলিঙ্গন দে, বিদায় হই।

[অজামিলকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

অজা। কে তুমি বালক?

পুর। দীন পিতৃহীন ব্রাহ্মণ কুমার।

অজা। কি চাও?

পুর। ভিক্ষা।

অজা। উন্মাদ শিশু! কে তোকে আমার নিকটে আস্তে বল্লে?

পুর। আমি আপনিই এসেছি।

অজা। ইচ্ছা ক'রে কালফণীর গর্ত্তে প্রবেশ কেন? পূর্ব্বে

হ'লে, হয় ত তোর ঐ সুকোমল দেহ এতক্ষণ শিলাতলে চূর্ণ কর্‌তেম, যা বালক যা, এই বেলা এ স্থান হ'তে পালা। এখানে দয়া নাই। আমি দস্যু দস্যুতে কি ভিক্ষা দেয়? কে'ড়ে নেয়—প্রাণে মেরে কেড়ে নেয়। আমি নর নই, নরচর্ম্মাবৃত রাক্ষস। যা বালক, যা।

পুর। তবে এসে'ছ কেন?

অজা। কেন এসেছ?

পুর। কেন! তুমি আমার পিতৃহন্তা সপ্তাহ পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ। আমি এখন অসহায়, পিতৃদায়গ্রস্ত আমার এখন কোন সম্বল নাই যে, পিতৃদায় হ'তে উদ্ধার হই; তাই তোমার কাছে এসেছি তুমি যদি আমায় ভিক্ষা না দাও, তা হ'লে কে দেবে? তুমি অসৎ উপায়ে অজস্র অর্থ উপায় করেছ, আজ সৎপথে কিছু ব্যয় কর পিতৃদায় হ'তে উদ্ধার হ'বার জন্য হয় আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দাও, নতুবা আমার পিতাকে হত্যা করেছ আমাকেও হত্যা কর।

অজা। পিতা! পিতা!! পিতৃদায়গ্রস্ত! পিতা! হাঁ হাঁ, আমারও ত পিতা ছিল ওঃ! এতদিনে যেন আমার মোহনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বস্মৃতিও জেগে উঠ্‌ল। এখন যেন একে একে আমার সব মনে পড়্‌ছে। আমি ত অজা দস্যু নই, আমি যে অজামিল। হাঁ হাঁ মনে হয়েছে; আমি যে উপবাসী অন্ধ পিতা-মাতাকে কুটীরে ফেলে এসেছিলাম। ওঃ! সে যে অনেক দিন হ'ল। এতদিন কি তাঁরা অনাহারে জীবিত আছেন? শিশু! তুমি আমার জ্ঞানদাতা। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমার সমস্ত ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই তোমার যা প্রয়োজন, ল'য়ে যাবে। পিতা—পিতা—

[বেগে প্রস্থান পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরঞ্জনের প্রস্থান।

(অজার পুনঃ প্রবেশ)

কৈ—সিদ্ধারণ্যে ত তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম না। তাঁদের সে জীর্ণকুটীরের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত আর সেখানে নাই হায়! তবে হয় ত অনাহারেই তাঁরা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করেছেন। ওঃ! আমি কি নরাধম! আমি কি করেছি! কুহকিনী অনুরাগের ছলনায় ভুলে' আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি অনুরাগ কে? কুহকিনী অনুরাগ কে? আগে তাকে চিন্‌তে পারিনি, এখন বেশ চিন্‌তে পেরেছি সেই কুহকিনী অনুরাগই আমার যত অনিষ্টের মূল হায়! হায়! কেন তা'র পাপ প্রলোভনে ভুলেছিলাম? কেন তা'র মায়াফাঁদে সাধ ক'রে পা দিয়েছিলাম! তা'র কুহকে ভুলে' আমি পিতৃমাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়েছি। হায়! অনাহারী পিতামাতা আমায় কতই ডেকেছেন, কতই কেঁদেছেন, শেষে নিরাশায় হয় সেই স্থানেই অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন। আমি কুহকিনীর ছলনায় অনায়াসে সব ভুলেছিলেম ধিক্ আমাকে! শত ধিক্ আমাকে!

গীত

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

মায়াছলে ভুলে হায়! ছিলাম এতকাল রে।
মম সম নরাধম, ধরা না ধরে কখন,
কত কুকার্য্য সাধন করিলাম হায় রে
কোথা অন্ধ পিতা মাতা, কোথা পত্নী পতিব্রতা,
পড়ে মায়াবিনী ছলে, রয়েছি সকল ভুলে,
বুঝি সবে এতকালে ত্যজেছ জীবন রে
হায় কি হবে আমার, না দেখি মম নিস্তার,
ত্যজি ব্রাহ্মণাচার, করি সদা অনাচার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বিচার, আমি দুরাচার রে ॥

আর আমার মোহনিদ্রা নাই, আমার স্বপ্ন ছুটে গেছে, আমার মোহধাঁধা ঘুচে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে অনুরাগ কালভুজঙ্গী, তার চিকন্ আকার দেখে আমি মূঢ়ের মত তাকে বক্ষে ধারণ ক'রে স্নিগ্ধ হ'তে গেছ্‌লেম, তাই এখন তার তীব্র বিষে নিরন্তর জর্জ্জরিত হচ্ছি। তার ছলনায় আমি অনেক দুষ্কার্য্য করেছি ; ব্রাহ্মণ হ'য়ে অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি অসংখ্য অনাচার করেছি এই হস্তে নিত্য কত শত ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করেছি আমার কি হবে ! আমি মহাপাপী ! আমি যে বিস্তর পাপ করেছি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? (চমকিত ভাবে) ওকি ওকি ! আমার সম্মুখে ওকি ! নরক ! ও কে ! নরকের দূতগণ আমার জন্য নরকের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে অপেক্ষা করছে ! ওই যে ওই যে, আমায় ধর্‌বার জন্য সকলে হস্ত প্রসারিত ক'রে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে ! ওঃ ! কি বিকট মূর্ত্তি ! ধর্‌লে— ধর্‌লে পালাই এ স্থান হ'তে পালাই (চক্রাকারে ভ্রমণ) অ্যাঁ, এদিকে—এ আবার কে মহিষবাহন, ভীমদণ্ডধর, ভয়ঙ্কর, নীলাম্বর পুরুষ বারংবার তাণ্ডব ভ্রূকুটী কর্‌ছে ? চিনেছি চিনেছি, তপনাত্মজ ! এস না ছুঁও না ধরো না ; মিনতি করি, আমায় ক্ষমা কর। অ্যাঁ তবুও আস্‌বে ? কে আছ, ভৈরব ভীমাক্ষ ! ধর্‌লে—ধর্‌লে, আমায় রক্ষা কর (ইতস্ততঃ ধাবন) অ্যাঁ একি ! কোথা আমি ! এ যে শ্মশান ! ওকি ওকি ! আমায় দেখে কারা ও, অমন ক'রে ভ্রূকুটী প্রকাশ কর্‌ছে ? ব্রহ্মহত্যা ! আমায় দেখে কারা ও, ওরূপ বিকট হাস্য কর্‌ছে ? স্ত্রীহত্যা ! দূর হও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও অ্যাঁ অ্যাঁ ! তবুও যে সেই ভ্রূকুটী, সেই অট্ট অট্ট হাসি . আর দেখ্‌তে পারি না, চক্ষু মুদ্রিত করি ! (তথাকরণ ও শিহরিয়া) আবার সেই নরকের দূত ! সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে অধঃ পার্শ্বে অন্তরে, যেদিকে চক্ষু

ফিরাই, সেইদিকেই 'নরন্তর অনন্ত নরক। সেইদিকেই ভয়ঙ্কর নরকের দূত। ওই ওই, পাশ হস্তে আবার আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে ওহো! কি বিভীষিকা. কোথা যাও, কোথা যাই? পথ নাই, চারিদিকে বিষ্ঠাকুণ্ড। ডুবে মলেম—ডুবে মলেম। ও আবার কি। অগ্নি—অগ্নি, চতুর্দ্দিকে নরকাগ্নি জ্বল্‌ছে. ওহুহু, কি উত্তাপ। সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ ক'রে ফেল্‌লে। মলেম—মলেম—পুড়ে মলেম—নরকাগ্নিতে পুড়ে মলেম! (পতন) ওঃ! যাই, বড় যন্ত্রণা, প্রাণ যায়! নারায়ণ! উঃ! বড় পিপাসা! দে বাপ্‌! এ মহাপাপীকে একটু জল দে! আর কথা কইতে পাচ্ছিনে! জল—নারায়ণ নারা—য়ণ না রা—য়ণ (মৃত্যু)

অগ্রে যমদূত ও পশ্চাৎ বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

বি-দূত কে তুমি। কোথা যাও?

য দূত প্রভুর আদেশ পালন কর্‌তে।

বি দূত। কে প্রভু?

য দূত। সংযমনা পুরাধিপতি ধর্ম্মরাজ যম। আমি যমকিঙ্কর, প্রভুর আদেশে মহাপাপী অজামিলকে নরকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বি-দূত ক্ষান্ত হও—ও দেহ স্পর্শ করো না।

য দূত কি জন্য? কে তুমি? তোমার কথায় প্রভুর আজ্ঞা পালন না ক'রে ফিরে যাব?

বি-দূত। আরে মূঢ়! আমি যে হই, ফিরে গিয়ে তোর প্রভুকে বল, স্বধু পাপীর দেহে তাঁর অধিকার—এ দেহে নয়

য দূত। তবে এ দেহে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। এর তুল্য পাপী আর জগতে কে আছে? এ যদি নরকে না যায়, তবে নরক কার জন্য?

বি-দূত। মূর্খ, হরিনাম মোক্ষ প্রদান কর্‌তে পারে, তা' কি

শুনিস্ নে? জগতে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা, গুর্ব্বাঙ্গীগমন প্রভৃতি যত প্রকার মহাপাপ আছে, একমাত্র হরি-নামোচ্চারণই যে তার উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত! অজামিল মহাপাপী সত্য, কিন্তু মৃত্যুকালে এর রসনা হ'তে যখন মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারিত হয়েছে, তখন এর কোটীজন্মাকৃত পাপেরও ক্ষয় হয়েছে, সুতরাং এ দেহে তোর প্রভুর অধিকার নাই।

গীত।

রামকেলী—সুর্ ফাঁকতাল।

বৃথা এ আকিঞ্চন, করিছ বল কি কারণ,
অজামিলে লইতে না পাবে
আমি হে বিষ্ণু-কিঙ্কর, বলি তোমা বারম্বার,
যাও ফিরিয়ে সত্বর নহে মান যাবে॥
সর্ব্ব দুরিত ভয়, হরি নামে করে ক্ষয়,
হরিনাম মোক্ষময় কে না জানে ভবে।
এ দেহেতে অধিকার, নাহি প্রভুর তোমার,
হরিনামে মহাপাপী বৈকুণ্ঠেতে যাবে

বি-দূত। আমি বিষ্ণুর দূত, বিষ্ণুর আদেশে একে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যেতে এসেছি

য-দূত ধর্ম্মরাজের আদেশে আমি একে যমলোকে নিয়ে যাব, সাধ্য থাকে নিবারণ কর

বি-দূত। অগ্রে বিষ্ণুদূতের বিষ্ণুতেজঃ সহ্য কর্, তার পর নিয়ে যাবি।

[উভয়ের যুদ্ধ ও পরাস্ত হইয়া যমদূতের পলায়ন,
পশ্চাৎ বিষ্ণুদূতের অনুসরণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যম-সভা।

যম, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি যথাস্থানে আসীন।

চিত্র। ধর্ম্মরাজ! উপায় কি বলুন। আর ত পেরে উঠা যায় না। দিন দিন পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কার্য্যও এত বৃদ্ধি হয়েছে যে, কারে তিলার্দ্ধ অবকাশ পাওয়া ভার। আমি ত নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ পাইনে। অবিশ্রান্ত চতুর্দ্দিক হ'তে পাপীর আগমন। চৌরাশী নরক প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। আর কিছুদিন এরূপে চল্‌লে ক্রমে এখানে নূতন পাপীদের স্থান সঙ্কুলান ভার হ'য়ে উঠ্‌বে।

এক কুলটাকে লইয়া যমদূতের প্রবেশ।

যদূত। ধর্ম্মরাজ! এই দুঃশীলা কামুকী পরপ্রেমে অসক্তা হ'য়ে, নিজহস্তে স্বীয় পতিপুত্র হত্যা ক'রে, চিরকাল উপপতি ল'য়ে কালহরণ করেছে। আর লোকলজ্জাভয়ে বারংবার ভ্রূণহত্যা করেছে। এর উচিত দণ্ড আদেশ করুন।

যম। এই পাপীয়সীকে উত্তপ্ত লৌহমূর্ত্তির সহিত আলিঙ্গন করিয়ে, ভীষণ কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ কর।

যম-দূত। আয় গস্তানী! ঠঠ্‌ঠরিয়ে আয়, তোর মস্তানী ভেঙ্গে দি।

[কুলটাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

জনৈক ধর্ম্মত্যাগী যুবককে লইয়া অপর
এক দূতের প্রবেশ।

যম। এ কে?

চিত্র। ধর্ম্মরাজ! এই দুরাত্মা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে,

হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস করতঃ ব্রাহ্মদলে মিলিত হ'য়েছিল। পরে অর্থলোভে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে খ্রীষ্টিয়ান হয় তারপর এক যুবতী যবনকন্যার রূপে মুগ্ধ হ'যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে মুসলমান হয়। দুরাচার বরাবর এইরূপে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে কালযাপন করেছে, এর কি শাস্তি বিধান করুন

যম। তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা এই স্বধর্ম্মত্যাগী অবিশ্বাসী ভণ্ড দুরাত্মার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ ক'রে যন্ত্রণ প্রদান কর অনন্তর অন্ধতমিস্র নরক মধ্যে চিরকাল নিমজ্জিত ক'রে রাখ

যমদূত। যে আজ্ঞে। আয় পাষণ্ড। তোর দাড়ী নেড়ে ভণ্ডামী করা বার করে দি'।

[যুবককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

এক ব্রাহ্মণকে লইয়া যমদূতের প্রবেশ।

চিত্র। ধর্ম্মরাজ! এই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ চিরকাল কেবল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কাল কাটিয়েছে। কখন পিতামাতাকে আহার দেয় নাই, বিনাদোষে সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে শূদ্রাণী-গমন ও সুরাপান করেছে। ভুলেও কখন কোন ধর্ম্মাচরণ করেনি একে কোন্ নরকে দেওয়া কর্ত্তব্য ?

যম। দুর্বৃত্তকে অনন্তকালের জন্য অসীপত্র নরকে নিক্ষেপ কর

[ব্রাহ্মণকে লইয়া দূতের প্রস্থান।

উঃ! আর পারিনে। উপর্য্যুপরি পাপীর দণ্ডবিধান করতে করতে নিতান্ত ক্লান্ত হ'যে পড়েছি তিলার্দ্ধও আর অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করবার সময় পাইনে। হাঁ, অজামিলকে নিয়ে আসবার জন্য উপযুক্ত কিঙ্কর প্রেরণ করেছ ত ?

চিত্র। হাঁ ধর্ম্মরাজ।

যম। ওঃ, দুরাত্মার নাম স্মরণ করতেও ভয় হয়! পাপিষ্ঠের জন্য আমি অজা নরক নামে এক স্বতন্ত্র নরক নির্ম্মাণ করবার আদেশ করেছি

বিষণ্নমনে দূতের প্রবেশ।

কৈ, অজামিলকে কে নিয়ে, আসছে? একি! বিষণ্নভাবে এলে কি জন্য?

দূত। ধর্ম্মরাজ! বলতে ভয় হয়। আমরা আপনার আদেশ-মত অজামিলকে আনতে গিয়েছিলেম, কিন্তু পথিমধ্যে কোথা হ'তে এক তেজঃপুঞ্জকলেবর বিষ্ণুদূত এসে আমাদিগকে পরাস্ত ক'রে অজামিলকে বিষ্ণুলোকে ল'য়ে যাচ্ছে

যম। কি কি, অজামিলকে বিষ্ণুলোকে ল'য়ে যাচ্ছে! শুধু পুণ্যবানের দেহে বিষ্ণুর অধিকার, পাপীর দেহে নয় কে না জানে, অজামিল মহাপাপী তার দেহে বিষ্ণু বা বিষ্ণুদূতের কি অধিকার? বুঝেছি, চক্রধারী অবিচারে মহাপাপী অজামিলকে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে আমায় আধিপত্যহারা করতে চান; কিন্তু তা' কখনই হতে দিব না কিঙ্করগণ। অগ্রসর হও, আজ হয় যমশূন্য, না হয় বিষ্ণুশূন্য সংসার হবে।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-পার্শ্ব।

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণু ও যমের প্রবেশ

বিষ্ণু। আরে আরে মূঢ়মতি যম,
এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে তব কতদিন?
পাপীর উপরে তব শুধু অধিকার,
পুণ্যবানে নিতে সাধ
কি বিচারে আজি?
ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ তুমি,
এই বুঝি তার সুবিচার?

যম পাপীর উপরে মম আছে অধিকার,
পাপীরে লইতে তাই চাই অধিকারে;
পুণ্যবানে নিতে নাহি করি আকিঞ্চন
নারায়ণ!
কি কারণ তাহে তুমি বাধা দেহ মোরে?
অবিচারী চক্রধারী তুমি হে মুরারী।
মহাপাপী অজামিলে ল'য়ে বিষ্ণুলোকে,
অবিচারে চাহ মোর ক্ষমতা হরিতে!

বিষ্ণু। আরে আরে জ্ঞানহারা দিনকরাত্মজ!
মহাপাপী কেবা?
অজামিল মহাপাপী!
কে বলিল তোমা?

পুণ্যবান্ নাহি হেরি তাহার সমান,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান তার করেছি নির্ণয়।

যম। কি—কি!
কি কহিলে সত্যময় মোরে,
পুণ্যবান্ অজামিল তোমার বিচারে?
বৈকুণ্ঠেতে স্থান তার করেছ নির্ণয়?
সত্যময় সনাতন কে বলে তোমায়?
মিথ্যাবাদী তুমি অতি ওহে চক্রপাণি,
তব বাণী আর আমি না চাহি শুনিতে
হয় হোক্ ব্রহ্মাণ্ড বিলয় আজি রণে,
মহাপাপী অজামিলে ত্যজিয়া তথাপি,
নিজ আধিপত্যহারা নাহি হ'ব কভু।

বিষ্ণু। কি—কি!
কি বলিলে তপন-তনয়?
হয হ'ক্ ব্রহ্মাণ্ড বিলয় আজি রণে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিবে কখন?
ভাল—ভাল,
হ'ক্ তবে ব্রহ্মাণ্ড বিলয়,
কিম্বা হ'ক্
যমশূন্য ত্রিসংসার তবে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিব কখন।

যম। হ'ক্ নহে বিষ্ণুশূন্য ত্রিসংসার হবে,
তবু নাহি অজামিলে ত্যজিব কখন।

বিষ্ণু। খরশাণ সুদর্শনে ছেদি তবে তোরে,
সৃজিব নূতন যম করিলাম পণ।

উভয়ের যুদ্ধ ও বেগে মহাদেবের প্রবেশ

মহা। সম্বর সম্বর রোষ ওহে হৃষীকেশ!
মোহবশে কার সনে যুঝিছ পরেশ?
এত ভ্রান্তি কেন আজি তোমাতে উদয়?
কটাক্ষে করিতে পার সৃষ্টিস্থিতিলয়।
ভেবে দেখ, কোন্ তুচ্ছ তপন-তনয়,
তা'র সনে তব রণ সম্ভব কি হয়?
আপনি দিয়াছ তুমি তারে পাপী-ভার,
অবোধ ভাবিয়া রোষ কর পরিহার।

(যমের প্রতি) আরে মূর্খ! এত ভ্রান্তি কেন? মূঢ়ের ন্যায় কা'র সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছ? অজামিলকে পাপী মনে করেছ? আর অজামিল পাপী নয়। মৃত্যুকালে তার রসনা হ'তে মোক্ষময় নারায়ণ নাম উচ্চারিত হওয়ায়, তার সকল পাপ বিদূরিত হয়েছে। এক্ষণে সে নিষ্পাপ, বৈকুণ্ঠের অধিকারী। তার দেহে আর তোমার কোন অধিকার নাই তার জন্য ক্রোধান্ধ হ'য়ে, জগৎপতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে অতি অন্যায় কার্য্য করেছ। এক্ষণে মোহ ত্যাগ ক'রে শীঘ্র শ্রীহরির চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর

স্তব।

যম। (জানু পাতিয়া)

না বুঝে করেছি দোষ, পরিহর ভীমরোষ
কিঙ্করে করুণা কর ওহে পীতাম্বর।
অধম অবোধ আমি, তব তত্ত্ব নাহি জানি,
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম দামোদর
তুমি আদি তুমি অন্ত, হর মোর মোহধ্বান্ত,
রমাকান্ত! তুমি হে সর্ব্বমূলাধার।

দারুণ মোহের বশে,　　মজেছিনু মহারোষে,
ক্ষম দোষ, ক্ষম রোষ ওহে সারাৎসার

বিষ্ণু। ধর্ম্মরাজ, উঠ, এতে তোমার কোন দোষ নাই, এ সমস্তই আমার লীলাশক্তির বিকাশ মাত্র

মহা। ধন্য লীল লীলাময়! তোমার এ অনন্ত লীলার অনন্ত তত্ত্ব বড়ই বিচিত্র নইলে পিতৃবৎসল পুণ্যাত্মা অজামিলকে মহাপাপী দস্যুপতি ক'রে, আবার তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবার জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে আজ শমনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে কেন, নারায়ণ?

বিষ্ণু। না ভোলানাথ! অজামিলকে ত আমি মহাপাপী করিনে। অজামিলকে মহাপাপে লিপ্ত কর্‌বার কারণ দেবরাজ ইন্দ্র তারি প্রলোভনে পিতৃবৎসল অজামিল এরূপ দুর্দ্দান্ত দস্যুপতি হ'য়েছিল

মহা। কি, দেবরাজ ইন্দ্র! তার প্রলোভনে অজামিল মহাপাপী?

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। হাঁ প্রভু, দেবরাজ ইন্দ্র, তার প্রলোভনে অজামিল মহাপাপী তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তা হ'লে সে অপরাধের ভাগী দেবর্ষি নারদ। সেই আমায় কৌশলে অজামিলকে মহাপাপে লিপ্ত কর্‌বার উপদেশ দেয়। তারি কথায় আমি পিতৃভক্ত অজামিলকে মহাপাপী করেছি।

মহা। কি কি! দেবর্ষি নারদ? তার এই কাজ, সে নিজে একজন হরিভক্ত হ'য়ে জীবকে মহাপাপে লিপ্ত হ'বার উপদেশ দেয়!

নারদের প্রবেশ।

নারদ হাঁ প্রভো, দেবর্ষি নারদ—তার এই কাজ। দর্পহারি! তুমি একদিন ব'লেছিলে যে, জীব সহস্র পাপী হ'য়ে একবার মাত্র হরিনাম কর্‌লেই, তার সকল পাপের মার্জ্জন ক'রে তাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দাও মোহবশতঃ সে কথায় আমার প্রত্যয় হয়নি, তাই আমি মূঢ়ের ন্যায় অজামিলকে মহাপাপে লিপ্ত ক'রে দর্পভরে সে বাক্যের পরীক্ষা করতে গেছ্‌লেম এখন আমার মোহ ঘুচেছে, দর্প ঘুচেছে। বুঝ্‌লেম দয়াময়! তোমার নাম কর্‌বার কালাকাল নাই, স্থান অস্থান নাই, হাস্যে রহস্যে বা পুত্রাদির নামাদি ছলে—যে ছলে হ'ক তোমার নাম কর্‌লেই তার সকল কলুষ মোচন হয়। ধন্য হরি! ধন্য তোমার নামের মাহাত্ম্য। মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে একবার নারায়ণ ব'লে ডেকেছিল ব'লে বৈকুণ্ঠবিহারী বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে আজ শমনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত! জগৎবাসি! তোরা সকলে একবার হরিনামের মহিমা দেখ, আর কে কোথা পাপী আছিস্, একবার ভক্তিভরে বল—"হরিবোল।"

মহা ধন্য ধন্য নারদ তুমিই যথার্থ হরিভক্ত। বুঝ্‌লেম, তোমার তুল্য হরিভক্তিপরায়ণ সংসারে দুর্লভ। আয় ভক্ত, তোকে কোল দি, আর তোর সঙ্গে একবার ভক্তিভরে বলি—"হরিবোল।"

বিষ্ণু। দেবগণ। আর আমার অপেক্ষা কর্‌বার অবকাশ নাই। দেখ বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে আস্‌ছে। এদিকে সাধ্বী রেণুকারও কালপূর্ণ হ'য়ে এসেছে। আমি তাকে বৈকুণ্ঠে আন্‌বার জন্য উপযুক্ত কিঙ্করগণকে আদেশ করিগে তোমরা সকলে আমার পশ্চাতে এস

[সকলের প্রস্থান।

—০:০—

ক্রোড়াঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ।

মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি, একপার্শ্বে
অলোক ও অলোকা এবং অপর পার্শ্বে
অজামিল ও রেণুকা, চারিধারে
দেবগণ ও দেববালাগণ
দণ্ডায়মান।

দেববালাগণ —

গীত।

ভৈরবী—পোস্তা

হরিনামের মহিম হের সবে নয়নে,
নামে পাপী পায় অন্তে শান্তিময়ের চরণে
পাপী তাপী কোন ছলে
বারেক নাম উচ্চারিলে,
দয়াল হরি সকল ভুলে,
অমনি তায় করেন কোলে;
ভয় কি আছে শমনে—তার ভয় কি আছে শমনে

যবনিকা পতন

সমাপ্ত

—:*:—